গীতমালা।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-কুল-তিলক-শ্রীলকিশোরীমোহন গোস্বামি-সূনু-

শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-বিরচিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেস হইতে

অরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ভূমিকা।

গীতমালার রচয়িতা বিখ্যাত রাসরসায়ন-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন গোস্বামী। প্রায় ১০০ শত বৎসরের অধিক হইল গোস্বামী মহাশয় ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর কবিত্ব ও সুকোমল রচনাপাণ্ডিত্য দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বাঙ্গালাভাষার জয়দেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত যে সকল সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে, এই রস-ভাবময় গ্রন্থখানি তাহারই অন্যতম। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল মধুর লীলা বিষয় বর্ণিত আছে, এই গ্রন্থখানি তদবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। তবে কবি ইচ্ছামত কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বা বিস্তৃতরূপে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

গ্রন্থকার গীতমালা ত্রিংশটী গ্রন্থনে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার এক একটী গ্রন্থনে শ্রীকৃষ্ণের এক একটী লীলা কথা গ্রথিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, দ্বিতীয়ে নন্দোৎসব, তৃতীয়ে প্রথম বাল্যলীলা, এইরূপে ক্রমে মধ্যবাল্যলীলা, শেষবাল্যলীলা এবং দোল রাস প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধলীলা, রাধিকার ত্রিবিধ বিরহ, ও পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনরায় সম্মিলন এই সকল অতি মধুর ভাবে কীর্ত্তিত আছে। গ্রন্থকার রাসরসায়নের ন্যায় ইহারও স্থানে স্থানে 'হইল', 'আইস' ইত্যাদি পদের পরিবর্ত্তে 'হলা' 'আস্য' প্রভৃতি কয়েককটী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা কবির নিরঙ্কুশতায় অথবা সে কালের প্রচলিত শব্দের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া অবিকল তাহাই রাখিয়া দিলাম।

এই গ্রন্থ পূর্ব্বে আর কোথা হইতেও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা বহুযত্নে গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি আনাইয়া তাহার পাঠ অনুসারে অবিকল মুদ্রিত করিলাম। এখন সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ইহার সমাদর হইলেই প্রকৃত কবিত্বের গৌরব রক্ষা হয়।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় ৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

সন ১৩০৮। চৈত্র।

সূচি-পত্র

সূচি-পত্র সমাপ্ত।

গীতমালা।

প্রথম গ্রন্থন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা-বর্ণন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তাম্।
গৌরো হরির্বিজয়তাং স্বপার্ষদগণাবৃতঃ।
রাধাকৃষ্ণৌ চ জয়তাং গোপগোপীসমন্বিতৌ
নিত্যানন্দকুলোদ্ভূত-কিশোরী-মোহনাত্মজঃ।
গীতমালাং বিতনুতে গোস্বামী রঘুনন্দনঃ॥
তত্রাদৌ শ্রীকৃষ্ণস্য জন্মলীলা গীয়তে।

কলিযুগ প্রথম সন্ধ্যায়।
জন্মিলা গোরা নদীয়ায়॥ ১
ফাল্গুন মাসের পৌর্ণমাসী।
পূর্ব্বফল্গুনী তারাশশী॥ ২
রাহু শশধর গরাসিল।
হরিনামে ভুবন ভরিল॥ ৩
প্রসন্ন হইল দিক্ সব।
সকলের মনে মহোৎসব॥ ৪
প্রভু জনমিলা হেন বেলে।
শ্রীরঘুনন্দন নাচি বুলে॥ ৫

শুভ ভাদ্রপদমাস, কৃষ্ণপক্ষ পরকাশ,
অষ্টমী রোহিণী বুধবার।
অর্দ্ধরাত্র শুভক্ষণ, শুভদৃষ্টি গ্রহগণ,
শুভস্থানে করিলা সঞ্চার॥ ৬
সুপ্রসন্ন দিক সব, নাহি কোনো উপদ্রব,
গগনে উদয় তারাগণ।
সুমঙ্গল বস্তু যত, স্থানে স্থানে হৈল্য কত,
বসুমতী আনন্দিত-মন॥ ৭
কুসুমিত সব বন, ডাকে অলি পক্ষিগণ,
জল সব নির্ম্মল হইল।
কভু যাহা নাহি শুনি, পদ্মিনী কুমুদিনী,
এককালে দুই বিকশিল॥ ৮
সুশীতল শুভগন্ধ, বায়ু বহে মন্দ মন্দ,
প্রসন্ন হইল সাধু-মন।
আহুতি প্রদান নাই, তবু জলে সুখ পাই,
দ্বিজেন্দ্রের যজ্ঞের দহন॥ ৯
মুনিগণ করে স্তুতি, নাচে বিদ্যাধরীততি,
গন্ধর্ব্বকিন্নরে গান করে।
সিদ্ধ সাধ্য দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
জয়ধ্বনি করে উচ্চস্বরে॥ ১০
আনন্দিত সিন্ধুসব, করে কল কল রব,
মন্দ মন্দ জলদ গর্জ্জয়।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, এই মত শুভক্ষণে,
কারাগারে প্রভুর উদয়॥ ১১
অপরূপ পুত্র দেখি দেবকী সুন্দরী।
কহিছেন বসুদেবে সম্বোধন করি॥ ১২
উঠ উঠ প্রাণনাথ নিদ্রা উপেখিয়া।
জনম সফল কর তনয় দেখিয়া॥ ১৩
নবজলধর-শ্যাম দীর্ঘ ভুজ চারি।
তাহে দেখ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী॥ ১৪
দেখহ শ্রীবৎসচিহ্ন বুকের উপরে।
কণ্ঠেতে কৌস্তভমণি ঝলমল করে॥ ১৫
পীতাম্বর পরিধান গলে বনমালা।
মণিময় মুকুট মস্তকে করে আলা॥ ১৬
সর্ব্ব অঙ্গে শোভিতেছে নানা অলঙ্কার।
এমত নন্দন ত্রিভুবনে হয় কার॥ ১৭

শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ভাগ্যবতি।
তোমা বিনে প্রসবিবে আর কে শ্রীপতি ॥ ১৮

বসুদেব দেখিয়া নন্দন
অদ্‌ভুত আনন্দে মগন ॥ ১৯
রোমাঞ্চিত হল্য কলেবর।
অশ্রুজল গলে ঝর ঝর ॥ ২০
মনে মনে করেন ভাবনা।
একি মোর সৌভাগ্য-ঘটনা ॥ ২১
যোগীর অদৃশ্য ভগবান।
একি হল্য আমার সন্তান ॥ ২২
আর ভয় করিয়ে কাহারে।
তরিলাম অপার সংসারে ॥ ২৩
এক বড় খেদ হল্য চিতে।
না পাইনু উৎসব করিতে ॥ ২৪
যদি মুক্ত হই এ বন্ধনে।
দিব গাবী অযুত ব্রাহ্মণে ॥ ২৫
নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
তব আশা হইবে পূরণ ॥ ২৬

বসুদেব নিজ সুতে, ঈশ্বর জানিয়া চিতে,
ভক্তিভাবে হয়্যা যোড়পাণি।
নয়নে সলিল ঝরে, প্রেমে গদগদ স্বরে,
নিবেদন করে স্তুতি বাণী ॥ ২৭

প্রভু তোহে জানিয়াছি আমি।
সচ্চিত পরমানন্দ, সংসার-শাখীর কন্দ,
তুমি হও প্রকৃতির স্বামী ॥ ২৮
মায়ারে করিয়া দ্বার, সৃজিয়াছ এ সংসার,
পূর্ব্বে তুমি নিজ-শক্তি-বলে।
পালন করহ তারে, নানামত অবতারে,
সংহারিবে পুন অন্তকালে ॥ ২৯
সম্প্রতি অসুরভারে, ভীত দেখি বসুধারে,
জনমিলে আমার ভবনে।
বধিয়া সকল দুষ্ট, নাশিবে দেবতা-কষ্ট,
সুখিত করিবে সাধু-জনে ॥ ৩০
এই দুষ্ট কংসাসুরে, এখনি কি যম-পুরে,
পাঠাইবে করিয়া সমর।
কিম্বা নর-লীলা করি, বধিবেন এই বৈরী,
দশাননে যেন রঘুবর ॥ ৩১

শ্রীদেবকী কংসভয়ে অধিক কাতর।
নিবেদন করেন হইয়া যোড়-কর ॥ ৩২
প্রভু বুঝিলাম আমি তুমি ভগবান্।
জনমিলে জগতে করিতে পরিত্রাণ ॥ ৩৩
তোমার চরণ যেই করয়ে আশ্রয়।
ঘুচি যায় তার মৃত্যু-ভুজগের ভয় ॥ ৩৪
অতএব কংসাসুর হতে মো সবারে।
রক্ষা কর কৃপা করি যে কোনো প্রকারে ॥৩৫
এই চতুর্ভুজ-রূপ কর সম্বরণ।
দেখিতে না পায় যেন ইহা কোনো জন ॥৩৬
নরাকৃতি হয়্যাছিলা যেন রঘুবর।
প্রকাশিতে উচিত তেনই কলেবর ॥ ৩৭

জনক-জননী-বাণী, শুনি প্রভু চক্রপাণি,
কহিছেন তাহাদের প্রতি।
শুন তোরা মোর কথা, তেজহ সকল ব্যথা,
নাহি কর কাহারেও ভীতি ॥ ৩৮

কিছুদিন কর প্রতীক্ষণ।
এইরূপ আচ্ছাদিয়া, নরলীলা প্রকাশিয়া,
কংসাসুরে করিব নাশন ॥ ৩৯
সম্প্রতি আমারে নিয়া, গোকুল নগরে গিয়া,
স্থাপন করহ নন্দ-ঘরে।
তাঁর কন্যা আন ঘরে, সেহ দুষ্ট কংসাসুরে,
বঞ্চিয়া যাইবে স্থানান্তরে ॥ ৪০
কহিতে কহিতে এই, আচ্ছাদিলা রূপ সেই,
অস্ত্র শস্ত্র বসন ভূষণ।
প্রকৃত বালক যেন, হইলেন প্রভু তেন,
বলি হরি এ রঘুনন্দন ॥ ৪১

দেখিয়া বালক-রূপ হরি।
দেবকী কহেন কোলে করি ॥ ৪২
যদুবর দেখিছ নন্দন।
দেখি যুড়াইল প্রাণমন ॥ ৪৩
একি হয় অঙ্গের লাবণী।
নয়ন আনিতে নারি টানি ॥ ৪৪
কিবা শশি-সমান বদন।
পদ্ম-দল জিনিয়া নয়ন ॥ ৪৫
জবাফুল-সমান অধর।
কোকনদ হেন দুই কর ॥ ৪৬

নাভি অতি গভীর সুন্দর।
পদতল পল্লব-সোঁসর॥ ৪৭
তাহে দেখি নানা মত চিন।
ধ্বজ-বজ্র-পদ্ম-যব-মীন॥ ৪৮
আমি বড় অভাগী জগতে।
না পাইনু এ পুত্র পালিতে॥ ৪৯
রঘুনন্দনের এই মতি।
পালিবে যে বড় ভাগ্যবতী॥ ৫০

তবে বসুদেব সুতে কোলেতে লইয়া।
গোকুলে চলিলা গৃহ বাহির হইয়া॥ ৫১
তাহা দেখি দেবকী কহেন দুখি-মন।
প্রাণনাথ দাঁড়াও দাঁড়াও একক্ষণ॥ ৫২
জনমের মত পুত্র দেখি একবার।
এপুত্র তেজিয়া আমি না বাঁচিব আর॥ ৫৩
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু আমা সবাকারে।
না পাইনু এমন তনয় পালিবারে॥ ৫৪
যশোমতী সখী বড় ভাগ্যবতী হয়।
পালন করিবে যেই এমন তনয়॥ ৫৫
স্তন পান করাইবে কোলেতে লইয়া।
নাচাইবে হৃদয়ের উপরি রাখিয়া॥ ৫৬
মা মা বলি তারে যবে এ পুত্র ডাকিবে।
কত সুখে সখী তবে নিমগ্ন হইবে॥ ৫৭
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ঠাকুরাণী॥
যশোদার ভাগ্য নাহি জানে শূলপাণি॥ ৫৮

তবে বসুদেব, লয়্যা দেবদেব,
আইলা যখন দ্বারে।
কপাট শিকল, খুলিলা সকল,
কেহ না জানিলা তারে॥ ৫৯

তবে তিঁহ যান পথে।
দেখি মেঘগণ, জল কণ-কণ,
বরিখায় হরিমাথে॥ ৬০
তাহা নিবারণ, করিবারে মন,
করিয়া আসিয়া শেষ।
ফণা ছত্র ধরি, পাছে অনুসরি,
চলিলেন প্রেমাবেশ॥ ৬১
তবে দ্বিজরাজ, মনে বুঝি কাজ,
উদয় করিলা সুখী।
তাহে তম নাশ, হলা পরকাশ,
বসু যান পথ দেখি॥ ৬২
তপন-নন্দিনী, দেখি যদুমণি,
স্থকিত করিয়া নীরে।
তাঁরে পথ দিলা, যেন দিয়াছিলা,
নদী-পতি রঘু বীরে॥ ৬৩
নদী পার হয়্যা, গোকুলেতে গিয়া
প্রবেশিয়া নন্দ-ঘরে।
দেখে এক সুতা, রূপগুণ-যুতা,
যশোদা-শয়নোপরে॥ ৬৪
নিজ সুত থুয়্যা, সেই কন্যা লয়্যা,
বসুদেব গেল চলি।
শ্রীরঘুনন্দন, আনন্দে মগন,
নাচে দিয়া করতালী॥ ৬৫

ইতি শ্রীমৎকলিযুগ-পাবনাবতারভগবন্নিত্যা-নন্দবংশাবতংস শ্রীকিশোরীমোহন-গোস্বামি-সূনু-শ্রীরঘুনন্দন-গোস্বামি-বিরচিতায়াং গীতমালায়াং শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা-বর্ণনং নাম প্রথমং প্রস্থনম্॥১॥

দ্বিতীয় প্রস্থন।

অথ শ্রীনন্দোৎসব।

শচী দেবী নিরখিয়া নবীন কুমার।
ডুবি গেলা প্রেমানন্দ-সাগর-মাঝার॥ ১
জগন্নাথ-মিশ্র দেখি তনয়ের মুখ।
কে কহিতে পারে পাইলেন যেই সুখ॥ ২
পুরোহিতে ডাকি আনি করি গঙ্গাস্নান।
যতেক-সংস্কার কৈলা যে আছে বিধান॥ ৩
ব্রাহ্মণে দিলেন ধেনু বস্ত্র-অলঙ্কার।
গায়ক বাদক নটে করিলা সৎকার॥ ৪
পুর-নারী সব আসি শিশু নিরখিয়া।
আনন্দ উৎসব করে সুখিত হইয়া॥ ৫॥
আনন্দিত হইল সকল ত্রিভুবন।
করতালী দিয়া নাচে শ্রীরঘুনন্দন॥ ৬

দেখি নিশা-অবসান, নরাকৃতি ভগবান
লীলা করি কান্দিতে লাগিলা।
তাহে নিদ্রা গেল চলি, যশোমতি আঁখি মেলি,
আপনার তনয় দেখিলা ॥ ৭
দেখিয়া স্তম্ভিত হল্যা সুখে।
নয়নেতে অশ্রু ঝরে, স্তন ফাটে ক্ষীর-ভরে,
বচন স্ফুরয়ে নাহি মুখে ॥ ৮
শুনিয়া ক্রন্দন-রব, কাছে আসি দাসী সব,
শয়নেতে বালক হেরিয়া।
আনন্দে হইলা ভোর, নয়নে গলয়ে লোর,
সবে তারা কহিতে লাগিলা ॥ ৯
এ কি ইন্দ্রনীলমণি, কি বা নব-মেঘখানি,
কি বা নীল-কুবলয়-মালা।
কি বা যশোদার সুত, হইয়াছে অদ্ভুত,
গৃহ মাঝে করি আছে আলা ॥ ১০
কহি কহি কাছে গিয়া, শিশু কোলে তুলি নিয়া,
ভাল মতে করিয়া দর্শন।
পুত্র বটে পুত্র বটে, এই বার বার রটে,
আনন্দেতে হইয়া মগন ॥ ১১
পুত্র পুত্র বাণী শুনি, চেতন পাইয়া রাণী,
নিরখয়ে পুত্রের বদন।
শ্রীরঘুনন্দন-দাস, গিয়া ব্রজরাজ-পাশ,
শুভকথা কৈলা নিবেদন ॥ ১২
সুত-উতপতি, শুনি ব্রজপতি,
উলসিত সুখ-ভরে।
এ কি ভাগ্য বলি, মহাকুতূহলী,
চলিলা সূতিকা-ঘরে ॥ ১৩
তাঁরে দেখি ধাত্রীগণ।
হাসিয়া হাসিয়া, কপাট অর্পিয়া,
দ্বার কৈল আবরণ ॥ ১৪
ব্রজপতি কহে, এ উচিত নহে,
দ্বার কর বিমোচন।
পুত্র-মুখ হেরি, সহিতে না পারি,
ইথে গৌণ এক ক্ষণ ॥ ১৫
কহে ধাত্রীগণ, দিয়া ধেনু ধন,
মো দিগে তুষিবে যবে।
আপন কুমারে, পাবে দেখিবারে,
মহারাজ তুমি তবে ॥ ১৬

ব্রজপতি কন, চাহিবে যে ধন,
তোমরা তাহাই দিব।
দেখাইবে সুত, জনমের মত,
এই পণে বিকাইব ॥ ১৭
তবে ধাত্রীগণ, কপাট মোচন,
করিল সানন্দ-চিতে।
শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
মহারাজ দেখ সুতে। ১৮
ব্রজরাজ করি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ।
হইলা পরমানন্দ-সমুদ্রে মগন ॥ ১৯
স্তম্ভিত হইলা তাঁর সব কলেবর।
নয়নেতে অশ্রুজল গলে ঝর ঝর ॥ ২০
তবে গদগদস্বরে ব্রজরাজ কয়।
একি বিধি হল্যা এত মো-দিগে সদয় ॥ ২১
কৃপা করি দিলে যেই পুত্র অপরূপ।
অনুমান করি এহ আনন্দ-স্বরূপ ॥ ২২
ইহার যে অঙ্গে মন নয়ন পড়িছে।
দেখিতেছি তাহা হতে উঠিতে নারিছে ॥ ২৩
যদি বাঁচি থাকে এহ দেবতা-কৃপায়।
তবে আমি কৃতার্থ হইব সর্ব্বথায় ॥ ২৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ব্রজপতি।
তোমার পুত্রের নাহি কখনো ব্যাহতি ॥ ২৫
তবে নন্দ ব্রজপতি, অতিআনন্দিত মতি
আনাইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
যথা বিধি স্নান করি, বসন ভূষণ পরি,
করিলেন স্বস্ত্যাদি বাচন ॥ ২৬
করি পিতৃ-দেবার্চ্চন, জাতকর্ম্ম আচরণ,
করে যথা বেদের বিধান।
অলঙ্কার-বিভূষিত, পট্ট বস্ত্র-আচ্ছাদিত,
বিশ-লক্ষ ধেনু কৈলা দান ॥ ২৭
নানা রত্নে অলঙ্কৃত, স্বর্ণ-পট-সমাবৃত,
দিলা সাত তিলের পর্ব্বত।
স্বর্ণ রূপ্য অলঙ্কার, অন্ন বস্ত্র পরিষ্কার,
দিলা যত কহিব তা কত ॥ ২৮
নগরের পথ-ধারে, আর সব গৃহদ্বারে,
রম্ভা তরু করল্যা রোপণ।
তৃণ ধূলী দূর করি, ছড়াইল গন্ধ-বারি,
দিলা কত পতাকা তোরণ ॥ ২৯

গাবী বৃষ যত ছিল, তাহাদিকে মাখাইল,
তৈল ঘৃত হরিদ্রা-মিশ্রিত।
শিরে দিলা শিখিপুচ্ছ, গলে মুক্তামালা গুচ্ছ,
চিত্র পটে কৈলা আচ্ছাদিত॥ ৩০
যত বন্দী ভট সব, পাঠ করে নানা স্তব,
গায়ক সকল গান করে।
নর্ত্তক-সমূহ নাচে, তাহাদের পাছে পাছে,
এ রঘুনন্দন নাচি ফিরে॥ ৩১
নন্দ-সুত-জন্ম কথা শুনি গোপগণ।
প্রেমানন্দ পাথারেতে হইলা মগন॥ ৩২
দেখিতে যাইতে বড় উৎকণ্ঠা অন্তরে।
বেশ করে তারা নিজ নিজ কলেবরে॥ ৩৩
পরিলা সুরঙ্গ জামা জরিতে খচিত।
বান্ধিলা শিরেতে পাগ রতনে জড়িত॥ ৩৪
জঠরে বান্ধিলা পট চিত্র চমৎকার।
কর্ণেতে কুণ্ডল পরে গলে মোতিহার॥ ৩৫
কেহ কেহ কটিতটে পরিলেক ধটী।
অঙ্গেতে মাখিল মনোহর ধীর মাটী। ৩৬
উভ করি বন্ধন করিয়া সব চুল।
তাহে দিল শিখিপুচ্ছ কদম্বের ফুল॥ ৩৭
পত্রের কুণ্ডল বনফুল কাণে পরে।
গুঞ্জাহার সমর্পিল বুকের উপরে॥ ৩৮
কান্ধে লয়্যা দধি-দুগ্ধ-নবনীত-ভার।
নন্দের মন্দিরে চলে আনন্দ অপার॥ ৩৯
শ্রীরঘুনন্দন আগে আসি তা সবারে।
আদর করিয়া নিল ভবন-মাঝারে॥ ৪০
দেখি তারা শ্রীনন্দ-তনয়।
কহে সবে সানন্দ হৃদয়॥৪১
হল্য ব্রজ-রাজের কুমার।
একি শুভোদয় মো সবার॥ ৪২
তাহে পুন পরম সুন্দর।
দেখি মাত্র জুড়ায় অন্তর॥ ৪৩
একি ইন্দ্রনীলমণি-সারে।
গড়িয়াছে বিধাতা ইহারে॥ ৪৪
কি বা নব মেঘ চুরাইয়া।
গড়িয়াছে কুতুকী হইয়া॥ ৪৫
কিবা মুখ শশীর সমান।
কিবা দীঘ প্রসন্ন নয়ান॥ ৪৬
কিবা নাসা উচ্চ সুগঠন।
কিবা দীঘ বাহুর বলন॥ ৪৭
কোকনদ জিনি দুইকর।
কিবা বুক উচ্চ পরিসর॥ ৪৮
পদে চিহ্ন বিবিধ প্রকার।
ভাগ্যবান হবে এ কুমার॥ ৪৯
নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
পুরুষ-উত্তম এই হন॥৫০
সাজত সব গোপনারী
নন্দ-ভবন-গমনে।
শুনি যশোমতি-সুত-উতপতি,
অতিশয় সুখমগনে॥ ৫১
করেতে করিয়া কোমল চীর,
যতনে পুঁছিয়া সব শরীর,
চিকুর আঁচরি বান্ধিলা লোটন,
দিয়া মালতীর হার।
সিঁথায় বান্ধিলা মুকুতার সিঁথি,
জলদে যেমন তারকার পাঁতি,
ললাটে সিন্দূর চন্দন-বিন্দু,
রচিলেন চমৎকার॥ ৫২
লিখিলা কপোলে ফুলদলাবলি,
নয়নে কাজর দিলা ধরি তুলি,
কস্তুরী তিলক করিয়া নাসায়,
কুণ্ডল পরিলা কাণে।
কুচেতে লিখিয়া মকরী-জাল,
বান্ধিলা কাচুলা কসিয়া ভাল,
মুকুতার দাম পদক সুঠাম,
গলে দিলা সুবিধানে॥ ৫৩
কনকের তাড় পরিলা ভুজে,
করে বালা চুড়ী গুজুরী রাজে,
কটিতে পরিলা বিচিত্র বসন,
বান্ধিলা কিঙ্কিণী-দাম।
যাবক-রসেতে অধিক রাতা,
চরণে মঞ্জীর ঝালর-পাতা,
চরণ তুলিতে বাজয়ে মধুর।
যাহা শুনি মাতে কাম॥ ৫৪

* উদরে কৈলা বন্ধন বিচিত্র বসন।

গলিত-কনক রঞ্জত-রসে,
চিত্রিত উড়নী উচিত বাসে,
ঢাকিয়া অঙ্গ করিয়া রঙ্গ,
উপায়ন নিলা করে।
ঝমক ঝমক নপুর বাজে,
নিন্দিয়া মাতল কুঞ্জর-রাজে,
করিলা গমন শ্রীরঘুনন্দন,
তাহাদিগে অনুসরে ॥ ৫৫

যাইতে যাইতে পথে তারা এই কয়।
সখীসব কতক্ষণে যাব নন্দালয় ॥ ৫৬
হইয়াছে অতিশয় উৎকণ্ঠিত মন।
এক ক্ষণমাত্র নহে বিলম্ব সহন ॥ ৫৭
শুনিয়াছি হইয়াছে শিশু চমৎকার।
অতএব দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার ॥ ৫৮
শুনি মাত্র এত স্নেহ হইছে তাহায়।
দেখি নিরখিলে নিজ পুত্রে ভুলা যায় ॥ ৫৯
শ্রীরঘুনন্দন ভণে স্বপুত্র হইতে।
তোমাদের স্নেহ বড় বটে নন্দসুতে ॥ ৬০

তবে গোপীগণ সূতিকা-ভবন,
প্রবেশিয়া সুখিমনে।
নব শিশু দেখি, অনিমিখ আঁখি,
কহিতেছে এ বচনে ॥ ৬১

একি ভাগ্য যশোদার।
বলেতে যাহার, ভুবনের সার,
পাইলেক এ কুমার ॥ ৬২
একি নীলমণি, মিলায়্যা নবনী,
গড়িয়াছে এ বালকে।
এমত লাবণী, না দেখি না শুনি,
কোথাও এ তিন লোকে ॥ ৬৩
কিবা কাল চুল, কমলের ফুল,
জিনিয়া বদন খানি।
প্রসন্ন দীঘল, নয়ন-যুগল,
নাসা তিল-ফুল মানি ॥ ৬৪
রাতুল অধর বুক পরিসর,
আজানু-লম্বিত বাহু।
স্থল-শতদল, জিনি করতল,
চরণ উপমা নাই ॥ ৬৫

ভুবন-মাঝার, এমত কুমার
কাহারো না দেখি শুনি।
চিরজীবী করি, রাখুন পুরারি,
শিবা আর রঘুমণি ॥ ৬৬

তবে দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-তৈল-নবনীত-।
হ্রদ বিরচিলা গোপীগণ অগণিত ॥ ৬৭
তাহাতে হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া।
সকলের অঙ্গে দেয় হরসিত-হিয়া ॥ ৬৮
দুই তিন জন কোনো কোনো জনে ধরি।
আনিয়া ডুবায় সেই হ্রদের ভিতরি ॥ ৬৯
কেহ হ্রদে থাকিয়া সিঞ্চয়ে সব জনে।
তাহে কত নদী বহে নন্দের অঙ্গনে ॥ ৭০
যশোধর যশোদেব নন্দেরে ধরিয়া।
ডুবাইল আনি সেই হ্রদেতে ফেলিয়া ॥ ৭১
তাহা দেখি সুনন্দ-নন্দন দুই ভাই।
তাদিগেও সেই হ্রদে দিলেন ফেলাই ॥ ৭২
তবে যশোদার ভগ্নী যত আসিছিল।
সুনন্দ-নন্দন-মাথে দধি ঢালি দিল ॥ ৭৩
তারাও হ্রদের দধি-হরিদ্রা লইয়া।
তাহাদের অঙ্গে দেন কৌতুক করিয়া ॥ ৭৪
এইরূপে যাবদীয় নর-নারীগণ।
দধি দুগ্ধ তৈল ঘৃত করয়ে সেচন ॥ ৭৫
তার মাঝে যে জন এ সব দ্রব্য চায়।
শ্রীরঘুনন্দন তাহা আনিয়া যোগায় ॥৭৬

যত গোপীগণ, আনন্দিতমন,
উপেখিয়া লাজ ডরে।
সেচে নিরবধি, ঘৃত-তৈল দধি,
সুমধুর গান করে ॥ ৭৭

একি আজি মহোৎসব।
নিজসুত হৈলে, যে আনন্দ মিলে,
সেহ নহে যার লব ॥ ৭৮
রবি কৃপা করি, যদি অস্ত গিরি,
পরবেশ নাহি করে।
তবে মোরাসব, করি মহোৎসব,
শিশু দেখিবারে ॥ ৭৯
যাকু গৃহ-কাজ, গুরুভয় লাজ,
সকল শমন-পুরে।

ছাড়িয়া এ সুখ, পরম কৌতুক,
যাইতে নারিব ঘরে ॥ ৮০
যশোদা-নন্দনে, না দেখি নয়নে,
স্থির হবে কেন চিত।
শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
এই বটে সমুচিত ॥ ৮১
নানা-বিধ বাদ্য আর নর্ত্তনের সঙ্গে।
মিশায়্যা গায়ক সব গান করে রঙ্গে ॥ ৮২
জয় জয় ব্রজরাজ গোপের প্রধান।
ত্রিভুবনে নাই যার সম ভাগ্যবান ॥ ৮৩
অতি অদভুত সুত হইল যাহার।
দেখি যারে সুখিত হইবে এ সংসার ॥ ৮৪
হবামাত্র যদি শোভা ইহার এমন।
না জানি যৌবন কালে হইবে কেমন ॥ ৮৫
অতএব আমাদ্দের রাজার সমান।
বামন দেবের পিতা নহে ভাগ্যবান ॥ ৮৬
শ্রীরঘুনন্দন পুত্র হয়্যা ছিলা যার।
সেহ দশরথ-তুল্য না হয় ইহার ॥ ৮৭
বহুবাদ্য-গীত-ধ্বনি, শুনি গোপচূড়ামণি,
আনন্দেতে বিভোর হইলা।
তেজিয়া ধৈরয লাজে, বান্ধব-সমূহ-মাঝে,
নাচি বারে আরম্ভ করিলা ॥ ৮৮
তাঁহার নর্ত্তন দেখি, যত গোপ মহাসুখী,
সকলেই লাগিলা নাচিতে।
মুখে বলে ভালী ভালী, করতলে দেয় তালী
ব্রজরাজে বেড়ি চারিভিতে ॥ ৮৯
কেহ কেহ লাঠী করে, কান্ধে নিয়া দধি-ভারে
আনন্দেতে করয়ে নর্ত্তন।
মাঝে মাঝে করে লয়্যা, দধি দুগ্ধ ছড়াইয়া,
সকলেরে করয়ে সিঞ্চন ॥ ৯০
দূরে থাকী গোপীগণ, করি দধি নিক্ষেপণ,
শুভ শব্দ করে বার বার।
সেইত মঙ্গল রব, গীত-বাদ্য-ধ্বনি সব,
ঢাকিল এ সকল সংসার ॥ ৯১
দেখি ব্রজে মহোৎসব, সুর সিদ্ধ মুনিসব,
মানুষের রূপ ধরি ধরি।
গোপসকলের সঙ্গে, নৃত্য গান করে রঙ্গে,
শ্রীরঘুনন্দনে সঙ্গী করি ॥ ৯২
ব্রহ্মা আর মুনিগণ ধরি বিপ্রবেশে।
বেদ পড়ি নাচিছেন আনন্দ আবেশে ॥ ৯৩
মহাদেব নর্ত্তনেতে বড়ই পণ্ডিত।
নাচেন নর্ত্তক হয়্যা নর্ত্তক সহিত ॥ ৯৪
কিন্তু ভাবাবেশে তাঁর সেইত নর্ত্তন।
সহিতে না পারি ভূমি কাঁপে ঘনে ঘন ॥ ৯৫
শ্রীনারদ মুনিগণ বিদ্যায় বিদ্বান্।
গায়ক সঙ্গেতে মিলি করিছেন গান ॥ ৯৬
আর যত অমর কিন্নর সিদ্ধগণ।
ভট নট সঙ্গে করে স্তবন নর্ত্তন ॥ ৯৭
বিদ্যাধরী কিন্নরী নটীর বেশ ধরি।
নৃত্য গীত করে সবে আনন্দেতে ভরি ॥ ৯৮
শ্রীরঘুনন্দন সেই সকলের সঙ্গে।
নাচিয়া নাচিয়া ফিরে আনন্দ-তরঙ্গে ॥ ৯৯
পরে নন্দ মহারাজ আনন্দে মগন।
করিতে লাগিলা নানা ধন বিতরণ ॥ ১০০
একে মহাদাতা তাহে পুত্র জন্মোৎসব।
যত দান কৈলা তাহা কহিবে কে সব ॥ ১০১
ব্রাহ্মণ সকলে দিলা সুবর্ণ রতন।
সবৎসা সুরভী কত নবীন বসন ॥ ১০২
গায়ক বাদক নট সূত ভট বন্দী।
সকলেই নানা ধনে করিলা আনন্দী ॥ ১০৩
আর যত আসি ছিল ধনাকাঙ্ক্ষী জন।
সকলেই ধন দিয়া করিলা তোষণ ॥ ১০৪
শ্রীরঘুনন্দন যেই নর্ত্তন করিল।
তাহার বেতন নন্দ-পদধূলী নিল ॥ ১০৫

ইতি শ্রীগীতমালায়াং শ্রীনন্দোৎসববর্ণনং নাম
দ্বিতীয়ং গ্রন্থনম্ ॥ ২

তৃতীয় গ্রন্থন।

অথ প্রথম বাল্যলীলা।

শচীর কোলেতে গোরারায়।
বিহরয়ে বালক-লীলায় ॥ ১
করে ধরি জননীর স্তন।
মৃদু মৃদু কারেন চুম্বণ ॥ ২

কভু কভু হসিত-বদন।
করপদ করেন চালন ॥ ৩
মুখে ফুক দেন শচী কভু।
তাহে কত ভঙ্গী করে প্রভু ॥ ৪
তাহা দেখি শচী সুখিমন।
পুন পুন করেন চুম্বন ॥ ৫
কাছে থাকি এ রঘুনন্দন।
করে সেই শোভা দরশন ॥ ৬

অতি আনন্দিত-মতি, পীঠে বসি যশোমতী
কোলে লয়্যা আপন তনয়।
দেখি দেখি চান্দমুখে, লালন করয়ে সুখে,
প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসয় ॥ ৭
কি কহিব ভাগ্য যশোদার
যোগী করে যারে ধ্যান, কোলে লয়্যা সে সন্তান,
লালন করয়ে সদা তার ॥ ৮
কভু পয়োধর ধরি, দেয় মুখচন্দ্রোপরি,
তাহে কিবা শোভা হইয়াছে।
যেন নীল শতদল, [illegible]টি রহে অবিকল,
দুই চক্রবাক-পক্ষি-কাছে ॥ ৯
প্রভু নিজ দুই করে, ধরি সেই পয়োধরে,
আধ আধ মুদিয়া নয়ন।
চুক্ চুক্ রব মুখে, চরণ চালন সুখে,
স্তন-ক্ষীর করে আস্বাদন ॥ ১০
বেদমন্ত্র-উচ্চারণে, যজ্ঞেতে আহুতি দানে,
যার প্রীতি অধিক না হয়।
কিবা ভাগ্য যশোদার, সেই ভগবান যার,
স্তন পিয়ে সানন্দ-হৃদয়। ১১
বদন মিলিয়া কভু, কৌতুকে রহেন প্রভু,
যশোমতী দেন দুগ্ধধার।
শ্রীরঘুনন্দন কয়, চন্দ্রদেহে যেন হয়,
কুম্ভ হতে সুধার সঞ্চার। ১২
যশোদা লইয়া কভু আপনার বুকে।
পুত্রে রাখি নাচায়েন পরম কৌতুকে ॥ ১৩
স্তনের উপরি প্রভু নর্ত্তন করয়।
নীলগিরি শৃঙ্গে যেন তমাল দোলয় ॥ ১৪
পয়োধর উপরি শোভয়ে শ্রীচরণ।
শ্যাম-কুম্ভ মুখে রক্তকমল যেমন ॥ ১৫
কভু বুক উপরিতে করায়্যা শয়ন।
যশোদা করেন পুত্র-বদন চুম্বন ॥ ১৬
তাঁর বুক উপরিতে প্রভু কিবা শোহে।
নীলপদ্ম-মালা যেন কালিন্দী-প্রবাহে ॥ ১৭
যশোদার মুখোপরি কৃষ্ণমুখ সাজে
চন্দ্রের উপরি যেন নীলপদ্ম রাজে ॥ ১৮
শ্রীরঘুনন্দন কহে এ আশ্চর্য্য হয়
চন্দ্রকাছে নীলপদ্ম অধিক শোভয় ॥ ১৯
কভু যশোমতী রাণী, মিলি জঙ্ঘা দুই খানি
তদুপরি সুতে শোয়াইয়া।
লালন করেন সুখে, শশি-সম পুত্রমুখে,
মহানন্দে দেখিয়া দেখিয়া ॥ ২০
একি অতিশয় চমৎকার।
যোগিমুনি সব দেবে, যাহার চরণ সেবে,
তার শির পদে যশোদার ॥ ২১
কখনো পালঙ্ক ফেলি, তাহে দিয়া [illegible]
শয়ন করান [illegible] রাণী।
তাহে [illegible] করে আলা, যেন নীল-পদ্মমালা
[illegible]যোগেতে জাহ্নবীর পানী ॥ ২২
কখনো কখনো [illegible], করপদ চালে [illegible]
[illegible] যেন দোলায় কমল।
কভু নিজ করে ধরি, বদন-মাঝারে পূরী,
চুষে নিজ পদাঙ্গুষ্ঠ-দল ॥ ২৩
মোর পদ অতি[illegible], আমারেও করে [illegible]
এই ভাবে চুষেন চরণ।
শ্রীরঘুনন্দন রটে, এই কথা সত্য বটে,
তার গুন না হয় বর্ণন ॥ ২৪

ইতি শ্রীগীতমালায়াং প্রথম-বাল্য-লীলাবর্ণনং নাম তৃতীয়ং গ্রন্থম্ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ গ্রন্থন।

অথ মধ্য-বাল্য-লীলা।

শচীর অঙ্গনে গোরা রায়।
খেলা করে বালক-লীলায় ॥ ১
ভূমিতলে পাতি জানু কর।
ভ্রমণ করয়ে নিরন্তর ॥ ২

ভূমির উপরি কভু পড়ি।
কৌতুকেতে দেন গড়াগড়ি ॥ ১ ·
কখনো মাতার কোলে বসি।
আনন্দে দোলেন হাসি হাসি ॥ ৭
জননী-অঙ্গুলী কভু ধরি।
গমন করেন ধিরি ধিরি ॥ ৫
হেন মতে শ্রীগৌর খেলয়।
শ্রীরঘুনন্দন তা ভাবয় ॥ ৬

রোহিণীনন্দন-সনে, নন্দসুত সুখিমনে।
খেলা করে ব্রজের অঙ্গনে।
যাহা দেখিবার আশে, ছাড়ি নিজ নিজ বাসে।
দেবগণ আইলা গগনে ॥ ৭
কিবা খেলে দুই সহোদর
পাতিয়া ধরণী-তলে জানু করপদ্মতলে,
নমিতেছে ধরণী উপর ॥ ৮
কটীতট শ্রীচরণে, বান্ধিয়াছে সযতনে,
জননীরা বাজন নূপুর।
ভ্রমণ-সময়ে তার শব্দ শুনি চমৎকার,
মনে হয় আনন্দ প্রচুর ॥ ৯
শুনি কিঙ্কিণীর ধ্বনি, কে করিল মনে গণি,
মুখ ফিরাইয়া চান পাছে।
কাহারেও না দেখিয়া কিঞ্চিত শঙ্কিত-হিয়া,
পলায়েন জননীর কাছে ॥ ১০
মণিময় আঙ্গিনায় কভু দেখি প্রতিচ্ছায়,
পরম আনন্দ কুতূহলে।
জননীর মুখপানে নিহারেন ঘনে ঘনে,
ধরিবারে যান করতলে ॥ ১১
ধরা নাহি যায় যবে, ক্রন্দন করেন তবে,
তাহা দেখি শ্রীরঘুনন্দন।
কোলেতে তুলিয়া নিয়া, অন্য বস্তু সমর্পিয়া,
তাহাদিগে করে প্রবোধন ॥ ১২
কভু আপনার ছায়া করি নিরীক্ষণ।
করে করি মুছিবারে করেন যতন ॥ ১৩
পোছা নাহি গেলে তাহা কুপিত-অন্তরে।
চাপড় মারেন পুন তাহার উপরে ॥ ১৪
তাহে কর-তলে হয় কিঞ্চিত বেদন।
তাহাতে কাতর হয়্যা করেন ক্রন্দন ॥ ১৫

কখনো জননী দেন সম্মুখে দর্পণ।
তাহে নিজ-প্রতিবিম্ব দেখি সুখী হন ॥ ১৬
দর্পণের আড়ে অন্য আছে এই মনে।
পুন পুন পাছু দিক্ দেখেন নয়নে ॥ ১৭
দেখিতে না পাই কিছু পশ্চাতে তাহার।
সম্মুখে দেখিয়া পুন হয় চমৎকার ॥ ১৮
এ সকল লীলা দেখি মাতা সুখে ভাসে।
শ্রীরঘুনন্দন দেখে দাড়াইয়া পাশে ॥ ১৯

কভু ব্রজেশ্বরী, করাঙ্গুলি ধরি,
আপনার দুই করে।
ধিরি ধিরি করি ধরণী-উপরি,
পদ-বিহরণ করে ॥ ২০
কিবা সে মধুর গতি।
দু উরু পসারি থর থর করি,
চলেন শঙ্কিত-মতি ॥ ২১
যদি নন্দরাণী আপনার পাণি,
কৌতুকে লয়েন কাড়ি,
পদ দুই তিন, গিয়া হয়্যা দীন,
কান্দেন ভূতলে পড়ি ॥ ২২
মরি মরি বলি যশোমতী তুলি,
লইয়া আপন কোলে।
অঙ্গ-ধূলী ঝাড়ি পুছি অশ্রুবারি,
চুম্ব দেন সকৌতুকে ॥ ২৩
ও রে রে ধরণি মোর যাদুমণি,
ব্যথা পাল্য পড়ি তোতে।
ইহাই বলিয়া চরণে করিয়া,
প্রহার করেন তাহে ॥ ২৪
কভু ভিতে হাথ দিয়া যদুনাথ,
দাড়াইয়া মহাসুখে।
জননীর পানে চান ঘনে ঘনে।
মন্দ মন্দ হাসি মুখে ॥ ২৫
তাহা দেখি রাণী ডাকেন রোহিণি,
ঝাট আস এই স্থলে।
দাড়াল্য আপনি মোর নীলমণি,
বুধুবর কৃপা বলে ॥ ২৬

কভু দশ বিশ গোপী একত্র মিলিয়া।
কৃষ্ণেরে জিজ্ঞাসা করে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৭

কই তোর নাসা কই নয়ন শ্রবণ।
কই তোর নবনীত-খাবার বদন ॥ ২৮
গোপীদের কথা শুনি মৃদু হাস্য করি।
সেই সেই স্থানে হস্ত-পদ্ম দেন হরি ॥ ২৯
কেহ পুছে কৈ বাপ তোমার জননী।
মাতারে দেখান প্রভু তুলিয়া তর্জ্জনী ॥ ৩০
তাহা দেখি রাণী হয়্যা প্রেমে উনমত্ত।
পুত্রে কোলে লয়্যা চুম্ব দেন শত শত ৩১
অন্য কেহ পুছে বাপ কহ কহ শুনি।
কি নাম করিলা তোর গর্গ মহামুনি ॥ ৩২
এত শুনি প্রভু কৃষ্ণ বলিবারে চায়।
কিন্তু কৃ-অক্ষর মাত্র মুখে বাহিরায় ॥
কেহ পুছে তোমার দাদার কিবা নাম
রাম এই কহিতে কহেন প্রভু আম ॥ ৩৪
আধ আধ শ্রীমুখের সে সব বচন।
শুনিতে না পাল্য হায় এ রঘুনন্দন ॥ ৩৫

কভু ব্রজেশ্বরী কোলে লয়্যা হরি,
কহেন সুখেতে ভোর।
মিলহ বদন , হয়্যাছে কেমন,
দশন দেখিব তোর ॥ ৩৬

একথা শ্রবণ করি।
হাসিয়া হাসিয়া, বদন মিলিয়া,
দশন দেখান হরি ॥ ৩৭

কিবা সে উদিত, হয়্যাছে কিঞ্চিত,
যুগল দশন-জ্যোতি।
কমল-উদরে, যেন শোভা করে,
মনোহর দুই মোতি ॥ ৩৮
মিলিত বদন, দেখি সুখিমন,
রাণী দেন ননী তায়।
যজ্ঞের ঈশ্বর, সানন্দ-অন্তর,
সেই ননী সুখে খায় ॥ ৩৯
কহে কোনো নারী, দিয়া কর-তারী,
নাচ দেখি নীলমণি।
তবে পুরি কর, দিব ক্ষীর সর,
মিছিরী মিশায়্যা ননী ॥ ৪০
শুনিয়া বচন, হসিত-বদন,
কর তালি দিয়া দিয়া।
শ্রীনন্দনন্দন, করেন নর্ত্তন,
মুখে বলি থিয়া থিয়া ॥ ৪১
কভু সব নারী, দেয় করতারী,
বেড়ি বসি চারি ধারে।
যশোদা-দুলাল, নৃত্য করে ভাল,
শ্রীরঘুনন্দন হেরে ॥ ৪২
কভু নিজ সহচরী,- গণ সঙ্গে ব্রজেশ্বরী,
মিলি নিজ ভবনে বসিয়া
কৃষ্ণেরে কহেন বাণী, আন দেখি পীঠখানি,
বাপধন! তুমিরে তুলিয়া ॥ ৪৩
শুনি সেই জননী-বচন।
পীঠ ধরি দুই করে, তুলি লয়্যা স্বজঠরে
ঠেকায়্যা করেন আনয়ন ॥ ৪৪
যদি কেহ কহে তাঁরে, ভারি দ্রব্য আনিবারে
তবে তার নিকটে যাইয়া।
করতলে করি ধরি, তুলিবারে নাহি পারি,
ফিরি যান হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪৫
কভু গোঠ হত্যে আসি, নন্দ আঙ্গিনায় বসি,
কৃষ্ণে কন পাদুকা আনিতে।
প্রভু তাহা করে ধরি, তুলিয়া মস্তকোপরি,
আনি দেন আনন্দিত-চিতে ॥ ৪৬
শঙ্করাদি দেব-বৃন্দে, যার পাদ-পীঠ-বন্দে,
সেহ শিরে যার বাধা বহে।
সে নন্দের যে মহিমা, কে কহিবে তার সীমা,
শ্রীরঘুনন্দন এই কহে ॥ ৪৭
ইতি শ্রীগীতমালায়াংমধ্য-বাল্যলীলা-
বর্ণনং নাম চতুর্থং গ্রন্থনম্ ॥ ৪

পঞ্চম গ্রন্থন।

অথ শেষ-বাল্যলীলা।

নদীয়া-নগরে প্রভু শ্রীশচী-কুমার।
বাল্য-ভাব প্রকাশিয়া করয়ে বিহার ॥ ১
সমবয় সহচর সহিত মিলিয়া।
ধূলা খেলা করে কভু পথেতে বসিয়া ॥ ২
কভু গিয়া নবদ্বীপ-নিবাসি-ভবনে।
নানা মত চাপল্য করেন সখা সনে ॥ ৩

কখনো জাহ্নবী-তীরে করিয়া গমন।
করেন বালক-সনে হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪
কখনো মাতার কাছে করেন চাপল।
শ্রীরঘুনন্দন মনে ভাবে সে সকল ॥ ৫

বাল্য-ভাব প্রকাশিয়া, রাম শ্যাম সুখি-হিয়া,
খেলা করে নন্দের অঙ্গনে।
যেন পূর্ণশশধর, আর নব জলধর,
সহ যোগে উদিত গগনে ॥ ৬
কি বা দোঁহে মাতা সাজায়্যাছে।
বান্ধি পাঁচ ঝুঁটী মাথে, মণিময় ঝুরী তাথে,
চারি দিকে বান্ধিয়া দিয়াছে ॥ ৭
লম্বিত মুকুতাগণ, মনোহর লটকন,
ললাটেতে কিবা শোভা পায়।
নয়নে অঞ্জন সাজে, পদ্মে যেন অলি রাজে,
গোরোচনা-তিলক নাসায় ॥ ৮
তার আগে মুক্তা দোলে, মণিময় হার গলে,
ভুজে বাজু বন্ধ বিরাজয়।
করে বালা নব রঙ্গ, দিয়াছে করিয়া যত্ন,
বুকেতে পদক মণিময় ॥ ৯
কটীতে রঙ্গিম ডোর, কনক নূপুর বোর,
গতি-কালে বাজয়ে মধুর।
রাণীর আদেশ পাই, শ্রীরঘুনন্দন গাই,
পদে দিল পঞ্চম নপুর ॥ ১০

সমান-বয়স ব্রজ-বালক যাবত।
রাম কৃষ্ণ সনে আসি মিলিল তাবত ॥ ১১
তাহাদের সঙ্গে মিলি তাঁরা দুই ভাই।
করেন বিবিধ লীলা সানন্দে সদাই ॥ ১২
কখনও গোবৎস দেখি কৌতুক করিয়া।
ধরেন পুচ্ছেতে তার নিকটে যাইয়া ॥ ১৩
সেহ যদি তাহে বেগে করয়ে গমন।
তাঁহারাও পুচ্ছ ধরি করেন ধাবন ॥ ১৪
কখনো তাহার বেগে পড়েন ভূতলে।
তভু পুচ্ছ না ছাড়েন সেহ টানি বলে ॥ ১৫
কখনো কুক্কুর-পিঠে করি আরোহণ।
চাবুক মারেন তারে চলিবারে কন ॥ ১৬
তাহে সেহ ভূমে পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
তবে মাতা আসি দেখি কহেন বচন ॥ ১৭
একি করিতেছ তোরা সবে হায় হায়।
কুক্কুর অশুচি বড় ছুঁইলে ইহায় ॥ ১৮
অশুচি হইলে কেহ কন্যা নাহি দিবে।
তবে তোমাদের বিবা কি করি হইবে ॥ ১৯
শ্রীরঘুনন্দন কহে নাহি জান রাণি।
বিবাহ অপেক্ষা না করিবে নীলমণি ॥ ২০
এক দিন গৃহ-প্রবেশিয়া যদুরায়।
নিজ করে নবনীত চুরি করি খায় ॥ ২১
খাইতে খাইতে নিজ ছায়া দেখি ভিতে।
অন্য মনে করি কহিছেন ভিত-চিতে ॥ ২২
ভাই যদি দেখিয়াছ তুমি মোর কাজ।
মাতারে কহিয়া ইহা নাহি দাও লাজ ॥ ২৩
এই নবনীতের অর্দ্ধেক দিব তোরে।
অথবা সকলি লয়্যা ছাড়ি দেহ মোরে ॥ ২৪
এই কথা কহিতে কহিতে যশোমতী।
আইলা তাঁহারে দেখি কহেন শ্রীপতি ॥ ২৫
মাগো দেখিয়াছ মোর আগে কোন জন।
করিতেছে এই দেখ নবনী হরণ ॥ ২৬
আমি করিতেছি যত ইহারে বারণ।
তাহা কিছু নাহি শুনে এই দুষ্ট জন ॥ ২৭
আমি যদি কর তুলি দেখ মারিবারে।
এহ কর তোলে তবে মারিতে আমারে ॥ ২৮
আপনার দোস মোর উপরি ফেলিতে।
নিজ-করননী দিল আমার পাণিতে ॥ ২৯
শ্রীরঘুনন্দন কহে সকলী ঢাকিলে।
মুখের নবনী প্রভু ঢাকিতে নারিলে ॥ ৩০

তবে ব্রজেশ্বরী, পুত্র কোলে করি,
প্রেম-রসে মুগ্ধ-মন।
দিয়া চাঁদমুখে, কত চুম্ব সুখে,
তাঁর প্রতি কিছু কন ॥ ৩১

ওরে ওরে বাপ মোর।
তোমারী ভবন, তোমারী গোধন,
কারে ভয় আছে তোর ॥ ৩২

দধি দুগ্ধ ঘৃত, ছেনা নবনীত,
যত মন খাবে তত।
যারে তারে দিবে, ভূমে ছড়াইবে,
যাহে তোর মন রত ॥ ৩৩

তুমি চুরি করি, খাও বেরি বেরি,
নবনী আপন ঘরে।
এ কথা শুনিলে, গোপী সব মিলে,
গঞ্জনা করিবে মোরে ॥ ৩৪
কবে সব জন, আমারে কৃপণ,
দিবে নানামত গারী।
শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
হরি না ছাড়িবে চুরী ॥ ৩৫
হেন কালে ব্রজগোপী অনেক আসিয়া।
কহিছেন যশোদারে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৩৬
রাণি তোর পুত্র হল্য বড়ই চপল।
শুনহ ইহার কর্ম্ম কহিয়ে সকল ॥ ৩৭
প্রভাতে যাইয়া কৃষ্ণ মোদের ভবনে।
ছাড়ি দেয় এককালে বান্ধা বৎসগণে ॥ ৩৮
যদি কোন জন তাহে তর্জ্জন করয়।
খল খল করি হাসে নাহি করে ভয় ॥ ৩৯
গোপী সব ধাই যায় বাছুর বান্ধিতে।
চুরি করি খায় কৃষ্ণ ছেনা নবনীতে ॥ ৪০
কিছুমাত্র নাহি রাখে মিষ্ট বস্তু শেষ।
যাহা মোরা করিব পতিরে পরিবেশ ॥ ৪১
মোরা যদি দিই নবনীত ক্ষীর সর।
তাহা নাহি খায় এই তোমার কোঙর ॥ ৪২
অতএব মানি মোরা তোমারো ভবনে।
কোনো বস্তু নাহি খায় প্রীতি করি মনে ॥ ৪৩
চুরি করি খাইলেই পিরিতি ইহার।
শ্রীরঘুনন্দন কহে এই কথা সার ॥ ৪৪
শুনি গোপী-সকলের বাণী।
কহিছেন যশোমতী রাণী ॥ ৪৫
তোমাদের শুনিয়া বচন।
প্রতীতি না করে মোর মন ॥ ৪৬
মোর নীলমণি শিশু হয়।
চুরি করা ইথে কি ঘটায় ॥ ৪৭
ভাণ্ড সব থাকয়ে শিকায়।
কি করিয়া তাহা লাগি পায় ॥ ৪৮
অন্ধকার ঘরে বা রাখিবে।
তবে এহ দেখিতে না পাবে ॥ ৪৯
শ্রীরঘুনন্দন ভণে শুন।
নাহি জান তনয়ের গুন ॥ ৫০

যশোদার কথা শুনি কহে গোপীগণ।
নাহি জান রাণি নিজ তনয়ের মন ॥ ৫১
গো-রস রাখিয়ে যদি শিকার উপরি।
পাড়ে তবে উদখলে আরোহণ করি ॥ ৫২
যদি রাখি তাহা হত্যে উপরি শিকায়।
তবে উদখল এক বালকে চড়ায় ॥ ৫৩
তাহার স্কন্দেতে নিজে করি আরোহণ।
ভাণ্ড হত্যে ননী লয়্যা করয়ে ভোজন ॥ ৫৪
রাখি যদি তাহা হত্যে আরো উপরিতে।
লগুড়ে করিয়া রন্ধ্র করে অধোভিতে ॥ ৫৫
তাহার তলেতে নিজে পসারি বদন।
রন্ধ্র দিয়া পড়ে দধি করয়ে ভোজন ॥ ৫৬
শ্রীরঘুনন্দন কহে কিবা সে গো-রস।
যজ্ঞেশ্বর ঈশ্বর যাহে করয়ে লালস ॥ ৫৭
যদি বা গোরস রাখি অন্ধকার-ঘরে।
কৃষ্ণ যাবা মাত্র তম পলায়ন করে ॥ ৫৮
একে অঙ্গ-কাঁতি তাহে পরে মণিগণ।
কিরূপে থাকিবে ঘরে তিমিরের কণ ॥ ৫৯
রাণি অদভুত চোর তোমার নন্দন।
মণিগণ পরে করে গো-রস-হরণ ॥ ৬০
সখাগণ সহ যদি আপুনি ভুঞ্জয়।
তাহে আমাদের মনে বেদনা না হয় ॥ ৬১
নিজে খাইবার পূর্ব্বে দেয় কপিগণে।
ইহা সহিবারে নারি দুখ হয় মনে ॥ ৬২
তার মাঝে যদি কোনো কপি নাহি খায়।
নিজেও না খায় ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলায় ॥ ৬৩
কহয়ে ভাণ্ডের দোষে না খাল্য বানরে।
উচিত না হয় এই ভাণ্ড রাখিবারে ॥ ৬৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ব্রজনারি।
বানরে বড়ই প্রীতি করেন শ্রীহরি ॥ ৬৫
চুরি করিবার আশে, প্রবেশ করিয়া বাসে,
যদি কিছু দেখিতে না পায়।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি, ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি ধরি,
তবে শিশু বালকে কান্দায় ॥ ৬৬
শুনি মোরা যাই যবে, মোদিগেই কহে তবে,
কেমন তোদের শিশু সব।
প্রবোধ করিয়ে যাহা, কিছু না শুনয়ে তাহা,
কান্দে মাত্র করি উচ্চরব ॥ ৬৭

তবে মোরা শিশু নিয়া, পয়োধর মুখে দিয়া,
পালঙ্কেতে করিয়ে শয়ন।
সেই অবকাশ পাই, কৃষ্ণ অন্য ঘরে যাই,
ছেনা ননী করয়ে ভোজন॥ ৬৮
শিশু না দেখিতে পায়, যদি তবে চোর রায়,
মূত্র করে দেব-পূজা-স্থানে।
যদি আমাদিগে দেখে, তবে করি মহারোষে,
এই কহে অরুণ-নয়নে॥ ৬৯
আমি জগতের পতি, তোরা মোর বন্ধু জ্ঞাতি,
পূজিবে অপর কোন দেবে।
ইহাই ভাবিয়া মনে, দেবতা পূজার স্থানে,
নষ্ট কৈনু করিয়া প্রস্রাবে॥ ৭০
কেহ যদি কহে চোর, তবে করি শব্দ ঘোর,
কহে তুই চোর, নহি আমি।
যত এই গৃহদ্বার, ধন ধান্য ভাণ্ডাগার,
সকলের আমি হই স্বামী॥ ৭১
এরূপে মোদের ঘরে, যত উপদ্রব করে,
তাহা কত করিব বর্ণন।
এখন তোমার কাছে, সাধু হেন বসি আছে,
যেন প্রভু শ্রীরঘুনন্দন॥ ৭২
গোপীদের বচন শুনিয়া যশোমতী।
হাসি হাসি কহিছেন তনয়ের প্রতি॥ ৭৩
একি রে চঞ্চল ব্রজ-বাসিদের ঘরে।
এত উপদ্রব কি করিতে হয় তোরে॥ ৭৪
ইহারা তোমাতে করে স্নেহ অতিশয়।
ইহাদের প্রীতি তোরে করিবারে হয়॥ ৭৫
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মাতা ইহারা যে কহে।
এ সকল মিথ্যা হয় কিছু সত্য নহে॥ ৭৬
উহাদের বালকে করয়ে অপচয়।
মোর নাম দেয় কিছু পাবার আশায়॥ ৭৭
গোপীসব কহে তোর মাতা দাতা হয়।
কহ দিতে মোদের মনেতে যাহা লয়॥ ৭৮
যশোদা কহেন কি লইবে তাহা কহ।
তারা কহে আমাদিকে নীলমণি দেহ॥ ৭৯
রাণী ভণে নীলমণি তোমাদেরী হয়।
যার ধন তারে দেয়া কেমনে ঘটয়॥ ৮০
এইমত প্রেমালাপে সবে মগ্ন-মন।
শ্রীরঘুনন্দন কিছু করিল বর্ণন॥ ৮১

ষষ্ঠ গ্রন্থন।

অথ বৎস-চারণ-লীলা।

জগন্নাথমিশ্র লয়া দৈবজ্ঞ প্রবীণ।
করিলেন শ্রীগৌরের বিদ্যারম্ভ-দিন॥ ১
দেব-পূজা করি যথাবিধি শুভক্ষণে।
খড়ী হাতে দিলা অতি আনন্দিত-মনে॥ ২
তবে প্রভু সখাগণ সহিত মিলিয়া।
প্রতি দিন পড়িবারে যান সুখিহিয়া॥ ৩
গমন-সময়ে মাতা দেন সাজাইয়া।
গুরু কাছে যান প্রভু পুস্তক লইয়া॥ ৪
আপুনি শিখিয়া বিদ্যা শিখান সভারে।
শ্রীরঘুনন্দন তাহা কহিতে কি পারে॥ ৫

এক দিন ব্রজরাজ, বসিয়া সভার মাঝ
কহিছেন বান্ধব-নিকরে।
রামকৃষ্ণ দুটী ভাই, চতুর্থ লঙ্ঘিয়া যাই,
ঢুকিয়াছে পঞ্চম বৎসরে॥ ৬
অতএব করি শুভক্ষণ।
করি শুভ আচরণ, পূজি বৃষ-গাভীগণ,
শিখাইতে হবে গোচারণ॥ ৭
অদ্য ত কার্ত্তিকমাস, শুক্ল পক্ষ পরকাশ,
শ্রীদশমী তিথি শুক্রবার।
আজি রাম দামোদরে, বৎসগণ-চরাবারে,
পাঠাইব গোঠের মাঝার॥ ৮
এত কহি পুরোহিতে, আনাইয়া শাস্ত্ররীতে,
পূজা করাইয়া দেবগণে।
পূজা করি গো-সকলে, রামশ্যাম-করতলে
পাঁচনী দিলেন শুভক্ষণে॥ ৯
তবে তাঁরা দুই ভাই, জননী নিকটে যাই,
কহিলেন বেশ করিবারে।
শ্রীরঘুনন্দন দাস, পরিপূর্ণ অভিলাষ,
আনি দেয় বস্ত্র অলঙ্কারে॥ ১০
হেন কালে আল্য ব্রজ কৃষ্ণ-সহচর।
গোষ্ঠ-গমনের বেশ করি মনোহর॥ ১১
শ্রীদাম সুদাম দাম আর বসুদাম।
সুবল অর্জ্জুন স্তোককৃষ্ণ বৃষনাম॥ ১২

দেখি গোষ্ঠে যাইবারে উদ্যত তা সবে।
যশোমতী কহিছেন গদ গদ-রবে ॥ ১৩
ওরে ওরে শ্রীদামাদি ব্রজ-শিশুগণ।
শুন শুন তোরা সবে আমার বচন ॥ ১৪
নাহি যাও তোমরা সকলে বহুদূর।
ব্রজের মাঝে থাকি চরাও বাছুর ॥ ১৫
ক্ষণ কাল গোপালে না দেখি যেন মরি।
সব দিন না দেখিয়া রহিব কি করি ॥ ১৬
অতিসুকোমল হয় বাছার চরণ।
কি করিয়া গোঠে মাঠে করিবে ভ্রমণ ॥ ১৭
গোপালের তনু ননী পুত্তলী যেমন।
কি করিয়া সহিবেক রবির কিরণ ॥ ১৮
দিনে দশবার ননী ক্ষীর সর খায়।
না খাই কি করি রবে দিন সমুদায় ॥ ১৯
শ্রীরঘুনন্দন কহে রাণি ধৈর্য্য ধর।
গোচারণ-লীলা-রসে বিঘ্ন নাহি কর ॥ ২০

শ্রীদামাদি শিশুগণ, করিতেছে নিবেদন,
মাতা শুন মোদের বচন।
কৃষ্ণের লাগিয়া চিতে, নাহি ভাব কোনো মতে
মোরা সবে করিব যতন ॥ ২১

দূর মাঠে মোরা না যাইব।
ব্রজের নিকট-দেশে, থাকিয়া আপন বশে,
বাছুর সকল চরাইব ॥ ২২

শীতল তরুর তলে, বসায়্যা কোমলদলে,
রাম শ্যাম দুই সহোদরে।
মোরা সবে অবিরত, সেবিব হইয়া রত,
ভৃত্যগণ যেন নৃপবরে ॥ ২৩
যে বাছুর যাবে দূরে, মোরা ফিরাইব তারে,
রাম শ্যামে না হবে যাইতে।
ক্ষুধার সময় জানি, মিষ্ট ফল পাড়ি আনি,
ভুঞ্জাইব দোঁহে ইচ্ছামতে ॥ ২৪
কিম্বা দুই চারি জন, ব্রজে করি আগমন,
লয়্যা যাব ছেনা ক্ষীরসর।
রাম-শ্যামে ভুঞ্জাইয়া, মোরা সবে বাঁটিনিয়া
অবশেষে পূরিব উদর ॥ ২৫
অবসান হল্যে দিন, রবিতাপ হবে ক্ষীণ,
বৎস-পাল ফিরায়্যা তখন।
রাম শ্যামে আগে করি, ব্রজেতে আসিব ফিরি,
সঙ্গে করি শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৬

তবে শ্রীরোহিণী যশোমতী দুই জন।
করিছেন রাম শ্যাম বেশ-বিরচন ॥ ২৭
নীল পটধটী বলদেবে পরাইলা।
পরিপূর্ণচন্দ্রে যেন জলদ বেড়িলা ॥ ২৮
শ্রীকৃষ্ণেরে পরাইলা পীত পট্ট ধটী।
নব মেঘে যেমন বিজুরী পরিপাটী ॥ ২৯
শিখিপুচ্ছ চড়া দিলা দোঁহার মাথায়।
শ্বেত শ্যাম মেঘে যেন ইন্দ্রধনু ভায় ॥ ৩০
গোরোচনা তিলক করিলা নাসিকায়।
ললাটেতে পত্রাবলি নেত্র মজে যায় ॥ ৩১
নাসিকাতে পড়াইলা মুক্তা অবিকল।
কর্ণে দিলা মণিময় মকরকুণ্ডল ॥ ৩২
গলে মোতি-হার হেম-মালা গুঞ্জাদাম।
ভুজে তাড় করেতে বলয় অভিরাম ॥ ৩৩
চন্দন কুঙ্কুম মাখাইলা সব গায়।
কটিতে কিঙ্কিণী দিলা গঠিত সোণায় ॥ ৩৪
চরণে নপুর দিতে রাণী যবে যায়।
শ্রীরঘুনন্দন কাড়ি লইয়া পরয় ॥ ৩৫

এত বেশ করি, হেরি আঁখি ভরি,
শ্রীরোহিণী যশোমতী।
মাতোয়ারা সুখে, দুই পুত্রমুখে,
চুম্বন করয়ে কতি ॥ ৩৬

শিরে দিয়া দূর্ব্বাধান।
নেত্রে বারি ঝরে, গদ গদ স্বরে,
করয়ে আশীষদান ॥ ৩৭
করুণ রক্ষণ, সহস্র লোচন,
পূরব দিকেতে তোরে।
দক্ষিণে শমন, পশ্চিমে বরুণ,
ধনপতি সে উত্তরে ॥ ৩৮
অধদেশে শেষ, উপরি প্রজেশ,
ঘোর বনে নরহরি।
শ্রীরাম ভূধরে, জলের ভিতরে,
মীনরূপ-ধারী হরি ॥ ৩৯
যদি নিশাচর, কেহ ভয়ঙ্কর,
আসি উপস্থিত হয়।

করিহ ভাবন, শ্রীরঘুনন্দন,
তবে যাবে সব ভয়॥ ৪০
তবে জননীর পদে করিয়া প্রণাম।
গোঠে শুভ-যাত্রা কৈলা কৃষ্ণ-বলরাম॥ ৪১
যবে রাম-শ্যাম গোঠে করিলা বিজয়।
নানা শুভ উপস্থিত সেইত সময়॥ ৪২
জল-পূর্ণ কুম্ভ কাঁখে গোপিকা সুন্দরী।
বাম দিকে দাঁড়াইল আসি শারি শারি॥ ৪৩
দক্ষিণেতে বিপ্রগণ ফল পুষ্পধারী।
গাবী সব দাঁড়াইল উচ্চপুচ্ছ করি॥ ৪৪
জয় জয় ধ্বনি করে যাবত ব্রাহ্মণ।
শিঙ্গা বেণু মুরলী বাজায় শিশুগণ॥ ৪৫
আগে আগে বৎস সব উচ্চ পুচ্ছ করি।
লম্ফ দিয়া ধায় মহা-আনন্দেতে ভরি॥ ৪৬
তবে নন্দ রাম-কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন।
কহিছেন গদগদ সজল-নয়ন॥ ৪৭
আমাদের ধর্ম্মবৃত্তি হয় গো-রক্ষণ।
এই লাগি করিতেছি গোঠেতে প্রেরণ॥ ৪৮
ভক্তি প্রীতি করি বৎসগণে চড়াইবে।
তবেই মঙ্গল হবে সম্পদ বাড়িবে॥ ৪৯
ব্রজের নিকট ছাড়ি দূরে না যাইবে।
কোনো মতে কিছু ভয় মনে না করিবে॥ ৫০
মাঝে মাঝে বাজাইবে মুরলী বিষাণ।
ভবনে আসিবে দেখি দিন-অবসান॥ ৫১
যে আজ্ঞা বলিয়া নন্দে করিয়া প্রণাম।
শুভ যাত্রা করিলেন কৃষ্ণ-বলরাম॥ ৫২
শ্রীরঘুনন্দন করে সংমার্জ্জনী ধরি।
সব আগে যায় পথ পরিষ্কার করি॥ ৫৩
রাম-দামোদর, প্রথম বাসর,
সে গোঠে বিজয় লীলা।
দরশন লাগি, মনে অনুরাগী,
সবে পথে দাঁড়াইলা॥ ৫৪
দেখি গোঠবেশে, মনের আবেশে,
অবশ হইল কায়।
নয়নেতে জল, গলে অবিরল,
পুলক হইল গায়॥ ৫৫
যত দ্বিজগণ, আর বৃদ্ধ জন,
প্রেম-মদে মাতোয়ার।
তুলি তুলি পাণি, জীব জীব বাণী,
কহিছেন বার বার॥ ৫৬
তাঁদের চরণে, সখাগণ সনে,
করি বহু পরণাম।
আনন্দিত-মন, করিলা গমন,
গোঠে কৃষ্ণ-বলরাম॥ ৫৭
পুচ্ছ তুলি তুলি, মহাকুতূহলী,
আগে আগে বৎস ধায়।
পুন আসি ফিরি, নেত্রে ঝরে বারি,
কৃষ্ণের বদন চায়॥ ৫৮
তাদের শরীরে, বুলাইয়া করে,
কৃষ্ণ কন চল চল।
শ্রীরঘুনন্দন, কহে বৎসগণ,
পাইল জনম-ফল॥ ৫৯
তবে সেই শিশুগণ, অতি উলসিত-মন,
খেলা আরম্ভিল সেই স্থলে।
তাহে কেহ আগে ধায়, তারে ছুঁইবারে যায়,
আর জন মহাকুতূহলে॥ ৬০
জানু কর ভূমে পাড়ি, হম্বা হাম্বা রব ছাড়ি,
মহামত্ত বৃষভ যেমন।
যোগ করি শিরে শিরে, বলে ঠেলাঠেলি করে,
সুখিমনে দুই দুইজন॥ ৬১
কোকিল চকোর শিখী, বক আদি যত পাখী,
শব্দ করে যখন যেমন।
সেইরূপ শব্দ করে, কভু নাচে সুখ ভরে,
ময়ূরের দেখিয়া নর্ত্তন॥ ৬২
যে যে পাখী উড়ি যায়, ধরিতে তাদের ছায়,
কেহ কেহ করয়ে ধাবন।
মণ্ডূকের লম্ফ দেখি, কেহ লম্ফ দেয় সুখী,
কেহ করে বানরে তর্জ্জন। ৬৩
জলে দেখি নিজ ছায় ইঙ্গিত করয়ে তায়,
পুন দেখি তারে কোপ করে।
শ্রীরঘুনন্দন কয়, নিরখিয়া সবিস্ময়,
যাবদীয় অমর অম্বরে॥ ৬৪
করি গোঠে প্রবেশ প্রমোদ-ভরে।
শিশু সঙ্গহি কৃষ্ণ বিলাস করে॥ ৬৫
কভু লম্ফন ঝম্ফন দস্তকরী।
কভু নর্ত্তন গায়ন তাল ধরী॥ ৬৬

যব নন্দকি-নন্দন নাচতরে
তব সঙ্গি সখা সব তাল ধরে। ৬৭
মুরলীদল শৃঙ্গ নিনাদ সনে।
করি মেলন গায় অনেক জনে॥ ৬৮
বলদেব করে কভু নৃত্য যবে।
বর বেণু বাজায়ত কৃষ্ণ তবে॥ ৬৯
সুবলার্জ্জুন গাওত কৃষ্ণ সহে।
রঘুনন্দন তোটক ছন্দ কহে॥ ৭০
খেলাতে ভুলিয়া আছে সব শিশুগণ।
বৎস সব করিয়াছে দূরেতে গমন॥ ৭১
তাহা দেখি সকলেই করয়ে ভাবন।
কৃষ্ণ কহিছেন নাহি করহ চিন্তন॥ ৭২
সবে মিলি বাজাও মুরলী শিঙ্গা বাঁশী।
উপস্থিত হইবেক সব বৎস আসি॥ ৭৩
তবে সবে শিঙ্গা বেণু মুরলী লইয়া।
বাজাতে লাগিল নিজ নিজ মুখ দিয়া॥ ৭৪
তার মাঝে কৃষ্ণ-বেণু অধিক বাজিল।
যাহে অন্য বেণু শিঙ্গা মুরলী ঢাকিল॥ ৭৫
শ্রবণ করিয়া সেই শব্দ বৎসগণ।
উচ্চ-পুচ্ছ কৃষ্ণ-কাছে করে আগমন॥ ৭৬
তবে শিশুগণ দেখি দিন-অবসান।
বৎসপালে লয়্যা কৈলা গোকুলে পয়াণ॥৭৭
কৃষ্ণ-আগমন-কথা কহিতে গোকুলে।
শ্রীরঘুনন্দন দাস সব আগে চলে॥ ৭৮

এখানেতে ব্রজেশ্বরী, দিন-অবসান হেরি,
হয়্যা অতিশয় উৎকণ্ঠিত।
সজল নয়নপুটে, রোহিণীর প্রতি রটে
গদগদ বচনে কিঞ্চিত॥ ৭৯

শুন শুন রামের জননি।
দিন-অবসান ভেল, তভু ঘরে না আইল
কেন বল রাম-নীলমণি॥ ৮০

কহি গেল শিশুগণ, দিন শেষ-নিরীক্ষণ
করিয়া আসিব ফিরি ঘরে।
এখনো না আল্য কেন, স্থির নাহি হয় মন,
কি করিব বলহ আমারে॥ ৮১
চিত্তে না ধৈরয ধরে, রহিতে না পারি ঘরে,
কি করি এ গোঠে পাঠাইয়া।
চান্দমুখ না দেখিয়া, বুক যায় বিদরিয়া,
করিলাম হায় কি কুক্রিয়া॥ ৮২
দেবতার অনুগ্রহে, বাছারা আইলে গৃহে
আর গোঠে না দিব যাইতে।
শ্রীরঘুনন্দন কহে, এ বচন ভাল নহে
ত্রিভুবন সুখী এ চরিতে॥ ৮৩
এইরূপ কহিতে কহিতে নন্দরাণী।
নিকটে উঠিল শিঙ্গা মুরলীর ধ্বনি॥ ৮৪
তাহা শুনি তার প্রতি কহেন রোহিণী।
নাহি কান্দ রাণি ঘরে আল্য নীলমণি॥ ৮৫
অই শুন শিঙ্গা বেণু মুরলীর রব।
বৎস খুর-ধূলীতে ঢাকিছে দিক সব॥ ৮৬
তাহা দেখি শুনি রাণী বাহিরে আইলা।
হেন কালে শিশু সবে ব্রজে প্রবেশিলা॥ ৮৭
সেইত সময়ে যাবদীয় ব্রজবাসী
কৃষ্ণ দেখিবারে দ্বারে দাড়াইলা আসি॥ ৮৮
কৃষ্ণ বলদেবে সবে করি নিরীক্ষণ।
জয় জয় ধ্বনি করে আনন্দিত-মন॥ ৮৯
তবে কৃষ্ণ-বলেদেব নন্দেরে বন্দিলা।
তিঁহ কোলে করি শির-আঘ্রাণ লইলা॥ ৯০
পরে মাতাদিগে তারা করিলা বন্দন।
কোলে নিলা তাঁরা পুত্রে করি নির্ম্মঞ্ছন॥ ৯১
তবে সকলেই গৃহে করিলা গমন।
সেবাতে নিযুক্ত হল্যা শ্রীরঘুনন্দন॥ ৯২

ইতি শ্রীগীতমালায়াং বৎস-চারণ-লীলা-
বর্ণনং নাম ষষ্ঠং গ্রন্থনম্।

সপ্তম গ্রন্থন।

অথ গোচারণ-লীলা।

সহচর সনে গোরা রায়।
নানা খেলা করে নদিয়ায়॥ ১
গোপ-বেশ করিয়া ধারণ।
গঙ্গাকূলে করয়ে গমন॥ ২
সেখানে দেখিয়া গাবীগণ।
আপুনি চরায় সুখি-মন॥ ৩

করি কভু হাঁহাঁ হাঁহাঁ রব।
ডাকিয়া আনয়ে গাবীসব ॥ ৪
কভু সখা সকলের সঙ্গে।
বাহু-যুদ্ধ করে নানা রঙ্গে ॥ ৫
ত্রিভঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়া।
বেণু বায় কভু সুখিহিয়া ॥ ৬
এ সকল লীলা মন হরে।
শ্রীরঘুনন্দন ধ্যান করে ॥ ৭

শ্রীদাম প্রভৃতি সখা, সব আসি দিলা দেখা,
পরভাতে নন্দের ভবনে।
ঘুমিয়া আছেন হরি, তাঁহারে ইঙ্গিত করি,
কহে সবে মধুর বচনে ॥ ৮
কানায়্যা কেমন ব্যবহার।
উঠিয়াছে দিনপতি, তথাপি রয়্যাছে সুতি,
বলিহারি যাইরে তোমার ॥ ৯
প্রতিদিন আসি প্রাতে, হবে তোরে জাগাইতে,
পথে চালাইতে হবে পাল।
বনে গাবী না চরাবে, মোদিগে চরাত্যে হবে,
এ কেমন তোর ঠাকুরাল ॥ ১০
উঠি কন হৃষীকেশ, হয়্যাছিল নিদ্রাবেশ,
তেঁই ছিনু করিয়া শয়ান।
না করহ কেহ রোষ, ক্ষমা কর মোর দোষ,
আর নাহি করিব এমন ॥ ১১
আজি হত্যে বনে গিয়া, তোমাদিগে বসাইয়া,
রাখিব শীতল তরুতলে।
আমি গাবী চরাইব, তোমাদিগে না কহিব,
সুখে বসি রহিবে সকলে ॥ ১২
অন্বেষণ করি বনে, আনি নানা স্থানে,
ভুঞ্জাইব তোমা সবাকারে।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, ইহা না হইলে কেনে,
ভকত-বৎসল বলে তোরে ॥ ১৩
তবে কৃষ্ণ জননীর নিকটে যাইয়া।
কহিছেন তাঁর আগে প্রণাম করিয়া ॥ ১৪
মাগো! আসিয়াছে মোর সব সহচর।
অতএব গোষ্ঠবেশ করহ সত্বর ॥ ১৫
যশোদা কহেন বাপ! গোঠে প্রতিদিন।
বিদায় করিতে আমি হই বড় দীন ॥ ১৬
অতএব আজি তুমি গোঠে নাহি যাও।
ভবনে রহিয়া সখা-সহিত খেলাও ॥ ১৭
বনের কঠিন মাটী ভ্রমিতে তাহায়।
চরণে বেদনা কত হয় হায় হায় ॥ ১৮
রবির আতপে হয় শরীর মলিন।
আহার বিহনে পুন হয় অতি খীন ॥ ১৯
অতএব আজি গোঠে না দিব যাইতে।
ভৃত্যগণ লয়্যা যাকু গাবী চরাইতে ॥ ২০
শ্রীরঘুনন্দন ভণে শুন নন্দরাণি।
কদাচিতো না কহিবে এ সকল বাণী ॥ ২১

জননিক বচন, শ্রবণ করি মাধব
বোলত মধুরিম বোল।
জননি গোচারণ, বড় সুখে হোয়ত,
কাহে হোয়সি উতরোল ॥ ২২

বৃন্দাবন সুখ ধাম।
কোমল নবতৃণ- ছাদিত ধরণীপদ,
সুখকর অনুপাম ॥ ২৩
নিবিড় মুকুল-দল, তরুগণ করতহি,
অতিশয় শীতল ছায়।
তাহে দিনকরকর, পরশিতে কদাচিত,
নারই হাম সব গায় ॥ ২৪
অমৃত মধুর জল, সখিগণ আনত,
উদর পূরণ হোই তায়।
শীতল মন্দ, সমীরণ পরশহি,
সতত জুড়াওত কায় ॥ ২৫
কোকিল শিখিসব, করত মধুর রব,
তাহা শুনি শ্রবণ বিভোরা।
শ্রীরঘুনন্দন, বোলত পহুঁতব,
শ্রীবৃন্দাবন প্যারা ॥ ২৬

শুনি বাণী যশোমতী হৃষ্টমনে।
সুত-বেশ বিধান করে যতনে ॥ ২৭
পুঁছিয়া সব অঙ্গ পাট করিয়া।
পহিরাওল পীত ধটী কসিয়া ॥ ২৮
শিখিচন্দ্রক-শোভিত চূড় শিরে।
মণি-মণ্ডিত আদ ললাট পরে ॥ ২৯
অলকাবলি শোভি ললাটতলে।
লিখিলা ঘন-চন্দন-পুষ্পদলে ॥ ৩০

মণিকুণ্ডল অর্পিল কর্ণপুটে।
যছু জ্যোতি বিরাজিত গণ্ডতটে ॥ ৩১
গল দেশহিঁ কাঞ্চন দামছটা।
নব গোঞ্জিক মৌক্তিক হারঘটা ॥ ৩২
ভুজ-ভূষণ বান্ধল বাহু পরে।
বলয়ানবরত্ন দিলেন করে ॥ ৩৩
ঘন কুঙ্কুম পঙ্কহি লেপ করী।
করিলা কত চিত্র শরীর ভরী ॥ ৩৪
কটি দেশহি হেমময়ী রসনা।
ব্রজরাজ-বধূ করিলা ঘটনা ॥ ৩৫
রঘুনন্দন দাস উলাস-মনে।
বরনপুর রাজ দিলা চরণে ॥ ৩৬
রোহিণী তা দেখি, হয়্যা মহাসুখী,
সাজায়েন বলরাম।
নীল পাট ধটী, পরাইলা আঁটী
কটীতটে অভিরাম ॥ ৩৭
নীল পাগ মাতে, বান্ধিলেন তাতে,
ময়ূরের পাখা দিলা।
বেড়ি গুঞ্জামালে, চম্পকের ফুলে,
থরে থরে সাজাইলা ॥ ৩৮
মণি ঝলমল, কাণেতে কুণ্ডল,
গলে নীল মণিহার,
ভুজে বাজু দিলা, হাতে হেম বালা
কটিতে কিঙ্কিণী সার ॥ ৩৯
পরাল্যা মধুর, চরণে নপুর।
করে রুনু ঝুনুধ্বনি।
মৃগমদে করি, নাসার উপরি,
তিলক রচিলা ধনী ॥ ৪০
মাখাইলা চারু, কুঙ্কুম অগুরু,
ভঙ্গী করি কলেবরে।
সেবিতে চরণে, শ্রীরঘুনন্দনে,
সঙ্গী করি দিলা পরে ॥ ৪১
যশোদা-রোহিণী বেশ করি সুখিমনে।
দুই পুত্র অঙ্গে রক্ষা বান্ধে দুই জনে ॥ ৪২
আজ রক্ষা করুন তোমার পদতলে।
মণিমান জানু যজ্ঞ এ উরু যুগলে ॥ ৪৩
শ্রী অচ্যুত কটিতট কুক্ষির হয়গ্রীব।
কেশব-হৃদয় উরঃস্থলে সদাশিব ॥ ৪৪
কণ্ঠদেশ রক্ষা করু তোমার তপন।
বিষ্ণু বাহু ত্রিবিক্রম রাখুন বদন ॥ ৪৫
রক্ষা করিবেন তোর মস্তকে ঈশ্বর।
শ্রীরঘুনন্দন কাছে রবে নিরন্তর ॥ ৪৬
চক্র ধরি হরি আগে রাখিয়া তোমায়।
তিঁহই রাখিবা পাছে ধরিয়া গদায় ॥ ৪৭
ধনু ধরি দক্ষিণেতে শ্রীমধুসূদন।
খড়্গ ধরি বামদিকে রাখিবা অজন ॥ ৪৮
চারি কোণে উরুগায় পাকঅস্ত্র ধরি।
উপেন্দ্র গরুড় স্কন্ধে চড়িয়া উপরি ॥ ৪৯
ভূমিতলে রক্ষা করিবেন হলধর।
মীন-রূপধারী হরি বারির ভিতর ॥ ৫০
কাননে রাখিবা তোহে প্রভু নরহরি।
শ্রীরঘুনন্দন মহীধরের উপরি ॥ ৫১

তবে নন্দ-গৃহেশ্বরী, বলদেব-করে ধরি,
অন্য করে ধরি দামোদরে।
নয়ন গলয়ে বারি, পড়ে পয়োধরোপরি,
কহিছেন গদ গদ স্বরে ॥ ৫২

মোর বাপ বাপরে বলাই।
গর্গমুনি তোরে বলি,—গিয়াছেন মহাবলী,
তুমিহ পালিবে নিজ ভাই ॥ ৫৩
ধেনু চালাইয়া যবে, পথে পথে যাবে তবে,
আগেতে যাইতে নাহি দিবে।
যাইতে যাইতে পথে, মাঝেমাঝে ধরি হাতে,
ক্ষণেক বিশ্রাম করাইবে ॥ ৫৪
পাইলে তরুর ছায়, দাঁড়া করাইয়া তায়,
বিশ্রাম করাবে কতক্ষণ।
মাতিয়া বৃষভগণ, করিবেক যবে রণ,
সাবধান হইবে তখন ॥ ৫৫
ভ্রমিতে না দিবে বনে, কুশাঙ্কুরযুক্ত স্থানে,
নামিতে না দিবে নদীজলে।
উঠিতে না দিবে গাছে, সর্ব্বদা রাখিবে কাছে,
ক্ষুধায় ভুঞ্জাবে মূল ফলে ॥ ৫৬
থাকিতে থাকিতে বেলা, সকলে করিয়া মেলা,
[illegible] করি আগমন।
শ্রীরঘুনন্দন রটে, প্রেমের স্বভাব বটে,
হেন হিত বচন-শিক্ষণ ॥ ৫৭

মাতাদিগে বন্দন করিয়া কৃষ্ণরাম।
পিতার নিকটে গিয়া করিলা প্রণাম॥ ৫৮
তিঁহ কোলে লয়্যা কৈলা আশীষ বিধান।
তবে সকলেই কৈলা গোষ্ঠেতে পয়াণ॥ ৫৯
সুরভী মহিষ বৃষ আগে আগে যায়।
তার পাছে পাছে গোপশিশু সব ধায়॥ ৬০
সকল-পশ্চাৎ যান রাম দামোদর।
দেখিতে দাঁড়ালা ব্রজবাসী থরে থর॥ ৬১
দেখিয়া করয়ে তারা জয় জয় রব।
ছেনা ননী ক্ষীর নাড়ু দেয় গোপী সব॥ ৬২
রাম কৃষ্ণ সকলেরে করিয়া সম্মান।
গোকুলের বাহিরেতে করিলা পয়াণ॥ ৬৩
দেখিবারে তাঁহাদের গোষ্ঠ-বিহরণ।
শ্রীরঘু-নন্দন পাছে করিল গমন॥ ৬৪

নিরখিয়া বৃন্দাবন, যাবদীয় শিশুগণ,
হয়্যা অতি হরসিত-মন।
সকলেই কুতূহলী, আরম্ভ করিলা কেলি,
যাহা দেখি সুখী সুরগণ॥ ৬৫
তুলি আনি গুঞ্জাফল, অশোক তরুর দল,
ময়ূরের পুচ্ছ নানা ফুল।
করি তাহে অলঙ্কার, বেশ করে পরিষ্কার,
গায়ে মাখে গৌরিক হিঙ্গুল॥ ৬৬
কেহ নানা মতে ফুলে, মালা গাঁথি কৃষ্ণ-গলে,
প্রণয়েতে করয়ে অর্পণ।
কেহ তাঁর মালা নিয়া, আপনার গলে দিয়া,
কহে দেখ সাজিল কেমন॥ ৬৭
যদি কৃষ্ণ যান দূরে, তবে কহে পরস্পরে,
কে পারয়ে আগে ছুইবারে।
এত কহি ধাই গিয়া, কৃষ্ণ-অঙ্গ পরশিয়া,
মগ্ন হয় সুখের পাথারে॥ ৬৮
কৌতুকেতে পরস্পরে, শিঙ্গা বেণু চুরি করে,
জানিলে ফেলিয়া দেয় দূরে।
সেখানে লইতে গেলে, অন্য জন দূরে ফেলে,
কান্দিলে আনিয়া দেয় করে॥ ৬৯
বানরের পুচ্ছ ধরি, কেহ চরি বৃক্ষ-পরি,
তার সঙ্গে লাফিয়া বেড়ায়।
তারা মুখ-ভঙ্গী যেন, করয়ে করয়ে তেন,
শ্রীরঘুনন্দন গুণ গায়॥ ৭০

শ্রীদাম কহেন শুন বলাই কানাই।
লুকা-লুকি খেলা আজি করহ সবাই॥ ৭১
দুই দল করি সখা করহ বণ্টন।
দুই দলে রাজা হও তোরা দুই জন॥ ৭২
যে যাহারে লুকাইলে বাহির করিবে।
সে তাহার কান্ধে চড়ি কাননে ফিরিবে॥ ৭৩
বাহির করিতে না পারিলে যে যাহারে।
কান্ধে করি লইয়া ফিরিবে সে তাহারে॥ ৭৪
এত কহি দুই দল বণ্টন করিলা।
তাহাতে কৃষ্ণের দল আগে লুকাইলা॥ ৭৫
বাহির করিল নন্দ-তনয়ে শ্রীদাম।
সুবলেরে বাহির করিলা বলরাম॥ ৭৬
বলদেব-সঙ্গী আর যত জন ছিলা।
কৃষ্ণদলে তারা সবে ধরিয়া আনিলা॥ ৭৭
শ্রীরঘুনন্দন কহে বলি হারী যাই।
সুবলের কান্ধে তবে চড়িলা বলাই॥ ৭৮
শ্রীদামেরে কান্দে তুলি লইলা কানাই।
ব্রজের ভাবের উপমান দিতে নাই॥ ৭৯

হেন মতে আর যে সঙ্গী যাহার,
সে তাহার কান্ধে চড়ি।
ফিরে হেরি হেরি, বনের মাধুরী,
ফল মূল পাড়ি পাড়ি॥ ৮০
কৃষ্ণ-দল আর বার।
বনে লুকাইলা, দেখা না পাইলা,
বলদেব-দল তার॥ ৮১
আগে যে যে জন, কন্ধে আরোহণ,
যার যার করিছিল।
কান্ধে তার তার, চড়িয়া বিহার,
সেহ সেহ আরম্ভিল॥ ৮২
তবে নানা বন করিয়া ভ্রমণ,
যমুনার তটে আসি।
শ্রীকৃষ্ণের দল কহেন সুবল,
মধুর মধুর হাসি॥ ৮৩
এইত খেলায় সবাই সবায়
জিনিলেক পরস্পরে।
এবে এক খেলা আমি সবে বলি,
করহ তাহাই পরে॥ ৮৪

দুঙ্গনে দুঙ্গনে কর বাহু রণে,
তাহাতে হারিবে যারা।
ধেনু বৃষগণে চড়ি বনে বনে,
ফিরায়্যা আনিবে তারা॥ ৮৫
সুবলের বাণী শুনি ধনি ধনি,
বলিয়া সকলে সুখে।
করে বাহু-রণ, যেন মল্লগণ,
শ্রীরঘুনন্দন দেখে॥ ৮৬
মধুর ধটী বসন আটি পরিলা কটী-দেশহিঁ
যৈছে নটবর সকল সাজে।
রঙ্গ করি অঙ্গ ভরি, বীর মাটি মাখিলা,
যাহা নিরখি বীরগণ লাজে॥ ৮৭
কেশ ধরি উচ্চ করি, জুট শির বান্ধাই।
তঁহি নিবিধ কুসুমদল দেলা।
দর্প করি সর্পসম, ভুজ উপরি মারই
তাল সব জনাহিঁ করি মেলা॥ ৮৮
শুনি সে রব বালক সব, ধরি সমর-কৌতুকে,
করত দু দু জন সমর ঘোরে।
পহিল কর পকরি কর, কসত কত বেরহি,
ভুজহি ভুজ পুন ধরত জোরে॥ ৮৯
মুণ্ড পরি মুণ্ড ধরি, করত ঘন তাড়না,
মেষ যত্নু মেষ সহ লাগে।
বেড়ি গল ভুজ-যুগল, জোর করি টানই,
মত্ত করি-যুগল অনুরাগে॥ ৯০
কবহুঁ কোই কবহুঁ কোই, গিরত ধরণীতলে,
পুন উঠত ধরি সমর-আশে।
ঘোর ঘন সোর জিনি- সিংহ-রব গর্জ্জই,
কহত রঘুনন্দন বিলাসে॥ ৯১
এইরূপ বাহু যুদ্ধ করিতে করিতে।
কৃষ্ণদল সকল হারিলা আচম্বিতে॥ ৯২
কহিছেন শ্রীদাম তখন হাস্য করি।
কানায়্যা তোদের এই রণে হল্য হারী॥ ৯৩
অতএব তোরা আন ধেনু ফিরাইয়া।
বিশ্রাম করিবে মোরা এখানে বসিয়া॥ ৯৪
এত শুনি কৃষ্ণের যাবত সখাগণ।
ধেনু ফিরাইতে সবে করেন গমন॥ ৯৫
তাহা নিরখিয়া কৃষ্ণ কহিছেন বাণী।
তোরা সবে থাক আমি একা ধেনু আনি॥

এত কহি ত্রিভঙ্গ হইয়া দাড়াইয়া।
বাজাতে লাগিলা বাঁশী চান্দ মুখে দিয়া॥ ৯৭
তাহা শুনি শ্রীসুবল করেন বর্ণন।
তাহার সঙ্গেতে গায় শ্রীরঘুনন্দন॥ ৯৮

ওরে সব সহচর, তেজ কথা পরস্পর,
ছাড়হ অপর সব কাম।
হইয়া একান্তমতি, শুনহ শ্রবণ পাতি,
কৃষ্ণ বেণুরব অনুপম॥ ৯৯

মরি মরি কিবা এ মাধুরী।
শুনিয়া জুড়ায় তনু, অমৃতের ধারাজনু,
প্রবিশিছে হৃদয়-ভিতরি॥ ১০০
যাহা শুনি দেবগণ, হইয়াছে মুগ্ধমন,
অই দেখ আকাশমণ্ডলে।
নিজ নিজ বাহনেতে, রহিয়াছে একচিতে,
বদন ভাসিছে অশ্রু-জলে॥ ১০১
বায়ু ভুলিয়াছে গতি, শ্রীযমুনা বেগবতী,
উর্দ্ধদিকে করিছে গমন।
মকর কচ্ছপ মীন, হয়্যা দেখ ভয়হীন।
মুখ তুলি করিছে দর্শন॥ ১০২
অঙ্কুরিত লতা শাখী, শব্দ ছাড়ি সব পাখী,
এক-মনে করিছে শ্রবণ।
ময়ূর নর্ত্তন করে, মৃগসব থরে থরে।
উর্দ্ধমুখে করে আগমন॥ ১০৩
মহিষ বৃষভ ধেনু, শুনিয়া সখার বেণু
উচ্চ পুচ্ছ করিয়া আসিছে।
নয়নেতে অশ্রুঝরে, মুখ হত্যে তৃণ পড়ে,
কৃষ্ণমুখ-দর্শন করিছে॥ ১০৪
আর দেখ ধেনুগণ, স্নেহে হয়্যা আর্দ্রমন,
অবিরত দুগ্ধ বরিষয়।
মরি মরি কিবা স্নেহ, চাটিছে শ্যামের দেহ,
শ্রীরঘুনন্দন নিরখয়॥ ১০৫

বলরাম বলিছেন বয়স্য সকলে।
দেখ দিবাকর যান এবে অস্তাচলে॥ ১০৬
অতএব হল্য গৃহ-গমনের কাল।
চালাও চালাও সবে নিজ নিজ পাল ।১০৭
এত শুনি সবে শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া
চলিলা গোকুল মুখে গোধন লইয়া। ১০

এথা যশোমতী দেখি দিন অবসান।
করিতেছেন ঘর-বারি গমন বিধান ॥ ১০৯
পথিক সকলে দেখি পুছেন আদরে।
কানাই বলাই আসিতেছে কত দূরে ॥ ১১০
কহিতে কহিতে শিঙ্গা মুরলীর ধ্বনি।
শুনিয়া সুখিত হল্যা ব্রজ-রাজ-রাণী ॥ ১১১
যে দিকে আইল ধ্বনি সেই দিক পানে।
চাহিতে চাহিতে পাল দেখিলা নয়নে ॥ ১১২
পরে রাণী নিরখিয়া আপন নন্দন
কহিছেন রোহিণীরে সজল নয়ন ॥ ১১৩

আওত মের, লালন-বর,
নাচি নাচি হেরিয়ে।
বালক যত, তাল ধরত,
চৌওরি ধেরিয়ে ॥ ১১৪
ধেনুকাব, রেণুকণর,
চূর বদন রাজয়ে।
ছরমজনিত, ঘরম বিন্দু,
শত শত ভাতি সাজয়ে ॥ ১১৫
দুর্গম বন, পঙ্কিত বন,
ফিরি গোধন রাখিয়ে।
নলিন-বদন, মলিন ভয়ো,
নিরখী বর দোখিয়ে ॥ ১১৬
রবি কিরণ, ঘর করণ,
দেখো সখি চাহিয়া।
নীরদ জনু লালন তনু,
কঠিন ভানু থাকিয়া ॥ ১১৭
কণ্টকময়, সঙ্কট চয়,
গহন গহন ধাবনে।
রঘুনন্দন, জনু বেদন,
পাওল কত কাননে ॥ ১১৮

এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া।
পুত্র কোলে নিলা রাণী বাহু পসারিয়া ॥ ১১৯
শত শত চুম্ব দিয়া মুখ-শতদলে।
পোঁছান মুখের ঘাম বসন-অঞ্চলে ॥ ১২০
শ্রীঅঙ্গে বুলান রাণী আপনার কর।
কহিছেন এই কথা গদ-গদ-স্বর ॥ ১২১
ওরে মোর বাপের ঠাকুর বাপধন।
গোচারণ করি ঘরে কৈল আগমন ॥ ১২২
মলিন হয়্যাছে রবিতাপে চান্দমুখ।
দেখিয়া বিদরিয়া যাইতেছে মোর বুক ॥ ১২৩
চল চল বাপ তোরে ঘরে লয়্যা যাই।
শরীর শীতল কর নবনীত খাই ॥ ১২৪
এইরূপ কহিতে কহিতে ব্রজেশ্বরী।
কৃষ্ণেরে লইয়া গেলা বাটীর ভিতরি ॥ ১২৫
রোহিণীও বলরামে কোলেতে লইয়া।
যশোদার পাছে পাছে গেলা সুখিহিয়া ॥ ১২৬
তবে স্নান করাইয়া সুশীতল জলে।
ভুঞ্জাইলা মাখন মোদক মিষ্টফলে ॥ ১২৭
বিচিত্র পালঙ্কে তারা করিলা শয়ন।
চরণ-সেবন করে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ॥ ১২৮

ইতি শ্রীগীতমালায়াং গোচারণলীলা-
বর্ণনং নাম সপ্তমং প্রস্থনম্ ॥ ৭ ॥

অষ্টম প্রস্থন।

অথ শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ।

দেখি গোরা চান্দের মাধরী।
মুগ্ধ সব নদীয়ার নারী ॥ ১
তেজি তারা গৃহের ব্যাপার।
সদা ধ্যান করয়ে তাঁহার ॥ ২
কখনো বসিয়া নিরজনে।
গুণগান করে সখী সনে ॥ ৩
ভাবে তাঁরে পাবার উপায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ হল্যা কায় ॥ ৪
কভু তাঁরে পাইয়া সপনে।
অতি আনন্দিত হয় মনে ॥ ৫
কান্দে পুন হারাইয়া তাঁয়।
শ্রীরঘুনন্দন সমুঝায় ॥ ৬

ত্রিজগত-মনোহারী, কৃষ্ণের মাধুরী হেরি,
বৃষভানু রাজার দুহিতা।
হয়্যাছেন মুগ্ধ-চিত, অতিশয় উৎকণ্ঠিত,
তাঁরে কন বিশখা ললিতা ॥ ৭
প্রিয়সখি পুছিয়ে তোমায়।

দিন দুই তিন তোহে, দেখি অন্য মন কাহে,
কহ কহ তাহা মোসবায় ॥ ৮
ভোজনে না দেখি সুখ, সদাই মলিন মুখ,
ছাড় মুহু দীঘল নিশ্বাস।
নাহি কর অঙ্গবেশ, বন্ধন না কর কেশ,
নাহি পর মনোহর বাস ॥ ৯
শুক শারী না পড়াও, কভু বীণা না বাজাও,
নাহি কর কখনো সঙ্গীত।
প্রিয়সহচরী মেলি নাহি দেখি পাশা খেলি,
হাস্য নাহি দেখি কদাচিত ॥ ১০
বসি একা নিরজনে, কি ভাবহ মনে মনে,
তাহা কিছু না পারি বুঝিতে।
শ্রীরঘুনন্দন রটে, তোমাদের যোগ্য বটে,
প্রিয়সখী-হৃদয় জানিতে ॥ ১১
সখীদের বাণী শুনি রাধা ঠাকুরাণী।
লজ্জা লাগি কহিতে নারেন কিছু বাণী ॥ ১২
দীঘল নিশ্বাস ছাড়ি অধ করি মুখে।
লিখেন ধরণীতল কর-পদ্ম-নখে ॥ ১৩
তাহা দেখি পুনর্ব্বার বিশাখা ললিতা।
কহিছেন অতিশয় হইয়া দুখিতা ॥ ১৪
সখি না কহিছ কেন হৃদয়ের কথা।
তোর দশা দেখি মোরা পাই বড় ব্যথা ॥ ১৫
প্রিয়সখি প্রিয়সখি বল মোসবারে।
কিন্তু তাহা মিছা মানি এই ব্যবহারে ॥ ১৬
প্রিয়সখী বলয়ে তাহারে সব জন।
যাহার নিকটে কিছু না রহে গোপন ॥ ১৭
যদি প্রিয়সখী-মাঝে মোদিগে গণিবে।
তবেত হৃদয়-কথা কহিতে হইবে ॥ ১৮
শ্রীরঘুনন্দন কহে এমত চাতুরী।
না থাকিলে হবে কেন রাই-সহচরী ॥ ১৯
শুনি এত সখীদের বাণী।
কহিছেন রাধা ঠাকুরাণী ॥ ২০
সখি কি করিব নিবেদন।
কহিতে না স্ফুরয়ে বচন ॥ ২১
মোর মন অতি দুরাচার।
কিছু কথা রাখে না আমার ॥ ২২
করে এহ অভিলাষ যাহা।
লাজ খাই কে কহিবে তাহা ॥ ২৩
ইথে তোরা নাহি ভাব ব্যথা।
কহ কিছু অন্য ভাল কথা ॥ ২৪
শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয়।
ইহা হতে ভাল কি আছয় ॥ ২৫

রাধার বচন, করিয়া শ্রবণ,
অতিশয় দুখি-মন।
ছল ছল আঁখি, রাই-মুখ দেখি,
ললিতা বিশাখা কন ॥ ২৬
সখিরে! বুঝিনু আশয় তোর।
তোমার পিরিতি, বড় লাজ প্রতি,
মোসবার প্রতি থোর ॥ ২৭
সখার সমাজ, হতো যদি লাজ,
হল্য তব বড় প্রিয়া।
ভাব তারে লয়্যা, থাক সুখী হয়্যা,
মোদিগে বিদায় দিয়া ॥ ২৮
সব সহচরী, বলি মোরা করি,
মনে যেই অভিমান।
তাহা মিছা জানি, ব্যথিত পরাণী,
না রাখিব আর প্রাণ ॥ ২৮
শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
ধনি ধনি দুই জনে।
গুপত আশয়, বেকত না হয়,
এমত চাতুরী বিনে ॥ ২৯

এত কহি ললিতা বিশাখা দুই জন।
উঠিয়া সেখান হতে করেন গমন ॥ ৩০
তাহা দেখি শ্রীরাধিকা করেতে ধরিয়া।
বসাইলা পুনর্ব্বার যতন করিয়া ॥ ৩১
কহিব কহিব করি ভাবিছেন মনে।
কিন্তু লাজে নিঃসরে না বচন বদনে ॥ ৩২
হেন কালে কৃষ্ণ-বাঁশী বাজিল কাননে।
তাহা শুনি রাধা কন সজল-নয়নে ॥ ৩৩
কি কহিব প্রিয়সখি! আপন দশায়।
ডুবাইল কর্ণ আর নয়নে আমায় ॥ ৩৪
মোর কান শুনি অই মুরলীর গান।
মোহিত হয়্যাছে নাহি শুনে শব্দ আন ॥ ৩৫
অই ডাকাতিয়া বাঁশী যে জন বাজায়।
তাহারে দেখিয়া আঁখি ডুবাল্য রাধায় ॥ ৩৬

এই কিবা শুক পাইছে দেখি তায়।
সেই হতো অন্ন পানে কখনো না চায়॥ ৩৭
ইহাদের সঙ্গী হইয়াছে দুষ্ট মন।
কিশোরীর বুঝি নাহি রহিল জীবন॥ ৩৮

কহেন ললিতা ঠাকুরাণী।
না বুঝিনু সখি তোর বাণী॥ ৩৯
কত জন মুরলী বাজায়।
কি করিয়া জানিব ইহায়॥ ৪০
দেখিয়াছ যাহারে নয়নে।
কহ তাহা বিশেষ বচনে॥ ৪১
তাহা শুনি কে বটে জানিব।
তবে যে উচিত তা কহিব॥ ৪২
শুনিয়া কিশোরী এ বচন।
কহিছেন সজল-নয়ন॥ ৪৩

দাসাজন সঙ্গে করি, আনিতে যমুনা-বারি,
আসি ঘাটে করিলা গমন।
সেই কালিন্দীর কূলে, কদম্ব তরুর মূলে,
দেখিনু পুরুষ একজন॥ ৪৪

প্রিয় সখি নাহি জানি তায়।
মনে অনুমান করি, মদন শরীর ধরি,
আসিয়াছে ভূমিতে এথায়॥ ৪৫
ইন্দীবর নীলমণি, নবীন-নীরদ জিনি,
অঙ্গ-কাঁতি করে ঢল ঢল।
যাহার ছটায় করি, গগন ধরণী বারি,
হইয়াছে অধিক শ্যামল॥ ৪৬
কিবা সে মুখের ঠাট, আলো করি আছে ঘাট
জিনি কোটি কোটি শশধর।
তাহে নাচে দুই আঁখি, যেমন খঞ্জন পাখী,
নীলশতদলের উপর॥ ৪৭
জোড়া ভুরু তদুপরি, তাহা কি বর্ণিতে পারি,
মনে হয় কামের কমান।
অধর বান্ধুলী জিনি, তাহে দিয়া বাঁশীখানি,
করিতেছে সুমধুর গান॥ ৪৮
বাহু পীন সুদীঘল পরিসর বক্ষঃস্থল,
মাঝা খীন জিনিয়া কেশরী।
পীত ধটী পরিধান, বনমালা লম্বমান,
গুঞ্জাহার তাহার উপরি॥ ৪৯

ময়ূর পাখের চূড়া, তাহে গুঞ্জা মালা বেড়া,
ললাটে অলকা বিলম্বিত।
কটাক্ষ ভঙ্গীতে করি, সেইত লইল হরি,
হরি হরি কিশোরীর চিত॥ ৫০

রাধিকার কথা শুনি সুখী দুইজন।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত-মন॥ ৫১
কিন্তু পিরিতির রীতি পরীক্ষা করিতে।
কহিছেন কিছু কথা কর্কশ শুনিতে॥ ৫২
প্রিয়সখি বুঝিলাম তোমার আশয়।
তুমি দেখিয়াছ যারে সে নন্দতনয়॥ ৫৩
শ্রীকৃষ্ণ তাহার নাম দেখিতে সুন্দর।
সেই ত বাজায় অই বেণু মনোহর॥ ৫৪
কিন্তু করি মোরা তোরে হিত উপদেশ।
নাহি কর তুমি তাহে মনের আবেশ॥ ৫৫
আয়ানের ভার্য্যা তুমি রাজার নন্দিনী।
পতিব্রতা কহে তোহে সকল কামিনী॥ ৫৬
পিরিতি করিলে পর-পুরুষের সনে।
অধর্ম্ম হইবে আর অযশ ভুবনে॥ ৫৭
অতএব স্থির কর আপনার মন।
কিশোরি শুনহ তুমি মোদের বচন॥ ৫৮

প্রিয়সখি-বচন শ্রবণ করি কত-ক্ষণ
মৌন ধরিয়া রহি রাই।
দীঘ নিশাস বহত, ঘন লোচন ঝরত,
কহত মুখ চাই॥ ৫৯
সখিরে কি করব অভাগিনি হাম।
করনু যতন বহু তবহু না বিছুরত,
মধু মন নবঘন শ্যাম॥ ৬০

যহিঁ যহিঁ পড়তহিঁ, অবুধ হামারি দিঠি,
তঁহি তহিঁ স্ফুরতহিঁ সোই।
তহিঁ তহিঁ পুন দরশননহি পাওত,
তাহে চিত থির নাহি হোই॥ ৬১
নয়ন মুদিত করি, রহিয়ে যবহিঁ হাম,
তব হৃদি করত প্রকাশ।
তঁহি পুন হোয়ত, যব অন্তরহিত,
তব সব হোত উদাস॥ ৬২
শ্রবণ-মুরলী-রব, কিন্তু নহি শুনতহিঁ
আন রব মানত শূল।

শ্রীরঘুনন্দন, করযোড়ি বোলত,
হোই প্রেম দৃঢ়মূল ॥ ৬৩

যদি কোনো মতে স্থির করিতাম মন।
তোরা তাহা ঘুচাইলি করি কি মন্ত্রণ ॥ ৬৪
শুনাইলি কি দুই অক্ষরময় নাম।
মজিল তাহাতে কর্ণমন অনুপাম ॥ ৬৫
কিবা দুই অক্ষরের বিচিত্র মাধুরী।
যার আগে বীণার নিনাদে তুচ্ছ করি ॥ ৬৬
শ্রবণে অমৃতধারা যেন ঢালি দিল।
গাইবারে রসনার লোভ বাঢ়াইল ॥ ৬৭
মনে মোর ডুবাইল আনন্দ-পাথারে।
একি গঢ়িয়াছে নাম অমৃতের সারে ॥ ৬৮
মরি মরি এমত মধুর যার নাম।
না জানি সে বটে কত মাধুর্য্যের ধাম ॥ ৬৯
অতএব আস্বাদিতে সে মাধুর্য্যরাশি।
হইব তাহার কাছে বিনামূলে দাসী ॥ ৭০
শ্রীরঘুনন্দন কহে এইত উচিত।
কৃষ্ণলাভ নাহি হয় বিনা এ পিরিত ॥ ৭১

কি করিব সখি লয়্যা কুল।
সেই রত্ন পাইবারে যেই কুল বিঘ্ন করে
তারে আমি মানি মহাশূল ॥ ৭২
কি করিব লইয়া ধরম।
সেই রত্ন পাইবারে, যে ধরমে বিঘ্ন করে,
তারে আমি মানি অধরম ॥ ৭৩
কি করিব সখি লয়্যা লাজ।
সেই রত্ন পাইবারে, যেই লাজ বিঘ্ন করে,
সেই লাজে মানি আমি বাজ ॥ ৭৪
কি করি লয়্যা গুরুজন।
সেই রত্ন পাইবারে, যেই গুরু বিঘ্ন করে,
তারে আমি মানি দুরুজন ॥ ৭৫
কি করিব সখি লয়্যা পতি।
সেই রত্ন পাইবারে, যেই পতি বিঘ্ন করে,
শ্রীকিশোরী কহে সে বিপতি ॥ ৭৬

গুরুর গঞ্জন আমি না করি গণন।
সখি! পাই যদি তার শুনিতে বচন ॥ ৭৭
লোকের নিন্দন আমি মনে নাহি গণি।
যদি শুনিবারে পাই তার বেণু-ধ্বনি ॥ ৭৮
পতির তর্জ্জনে আমি ভয় নাহি করি।
যদ্যপি দেখিতে পাই তারে আঁখি ভরি ॥ ৭৯
ধরম করম সব পারি ছাড়িবারে।
যদি কালাচান্দ কৃপা করয়ে আমারে ॥ ৮০
কোনো লোক হত্যে তবে লাজ নাহি বাসি।
যদি বংশী-বদন আমারে করে দাসী ॥ ৮১
শ্রীরঘুনন্দন কহে করজোড় করি।
মরি মরি ভাবের বালাই লয়্যা মরি ॥ ৮২
আর যে কহিছ সখি ফিরাইতে চিত।
তাহাত হইতে নারে কখনো উচিত।
শুনিয়াছি আমি বহু পণ্ডিতের ঠাঁই।
দত্ত-অপহরণ হইতে পাপ নাই ॥ ৮৪
আমিহ দেখিয়া মাত্র তাহার চরণে।
সঁপিয়াছি ধন মন শরীর জীবনে ॥ ৮৫
তবে তাহা কি করিয়া ফিরিয়া লইব।
ফিরিয়া লইলে পাপে নিমগ্ন হইব ॥ ৮৬
যদি সেহ এ সকল না করে স্বীকার।
তথাপি ফিরিয়া নেয়া অযোগ্য আমার ॥ ৮৭
শ্রীরঘুনন্দন বলে নাহি ভাব ধনি।
তোমার প্রেমেতে বান্ধা যাবে নীলমণি ॥ ৮৮
এইরূপ শ্রীরাধিকা কহিতে কহিতে।
কোকিল লাগিল কুহু নিনাদ করিতে ॥ ৮৯
তাহা শুনি শ্রীরাধিকা মূর্চ্ছিত হইয়া।
ভূমিতলে পড়িলেন অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৯০
তাহা দেখি শ্রীললিতা একি একি বলি।
বাহু পসারিয়া কোলে লইলেন তুলি ॥ ৯১
পাখালেন বিশাখা শ্রীমুখ শীতজলে।
তথাপি প্রবল মোহ কিছু নাহি টলে ॥ ৯২
তবে তাঁরা কান্দিয়া উঠিলা হাহা করি।
তাহা শুনি আইলেন যত সহচরী ॥ ৯৩
কেহ চন্দনের পঙ্ক অঙ্গেতে মাখায়।
কেহ জলে আর্দ্র করি চামর ঢুলায় ॥ ৯৪
কেহ অঙ্গে দেয় সুকোমল পদ্মদল।
কেহ উচ্চ রবে ডাকে হইয়া বিকল ॥ ৯৫
ললিতা কহেন একি বিধি-বিঘটন।
দেখ কৃষ্ণবর্ণ হল্য সে চান্দবদন ॥ ৯৬
যেই মাত্র এই কথা কাণে প্রবেশিলা।
কৃষ্ণ নামাভাস শুনি কিশোরী চাহিলা ॥ ৯৭

তাহা নিরখিয়া, সব সখীগণ,
কিঞ্চিৎ আশাস পাই।
এক কালে সবে, কোলাহল করে,
আছে গো আছে গো রাই ॥ ৯৮
হও সবে সাবধান।
পুনরপি যাহে, মোহ নাহি হয়,
কর সবে সে বিধান। ৯৯
গদ গদ রবে, শ্রীরাধিকা কন
কিছু না করিতে হবে।
যে নাম কহিল, শ্রীমতীললিতা
তাই গান কর সবে ॥ ১০০
শুনিতে শুনিতে, যদি অই নাম,
ঘটে মোর প্রাণ ক্ষয়!
অপর জনমে, তবে তারে পাব,
এই আশা মনে হয় ॥ ১০১
আহা মরি মরি, নামের মাধুরী,
দেখিলে ত সহচরী।
উহাই গাইয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া,
মরিবেক এ কিশোরী ॥ ১০২

ললিতা কহেন সখি স্থির কর চিত।
এতেক উদ্বেগ করা না হয় উচিত ॥ ১০৩
রমণীর ধৈর্য্য হয় সানা দৃঢ় তর।
তাহাই ধরিয়া সহি থাক দুখভর ॥ ১০৪
রাধিকা কহেন যে কহিলে সত্য বটে।
কিন্তু সখি মোর প্রতি ইহা নাহি ঘটে ॥ ১০৫
কোটি কোটি বাণ-বৃষ্টি করি পঞ্চশর।
বিরহ সানারে করিয়াছে জরজর ॥ ১০৬
তাহাতে মলয়-বায়ু হইয়া সহায়।
দগ্ধ করিতেছে নিরবধি মোর কায় ॥ ১০৭
দহিতে পারয়ে বায়ু দহনের মিত।
সুধাকর দাহ করে এত অনুচিত ॥ ১০৮
কিম্বা সেহ হয় গরলের সহোদর।
এ লাগি কিরণে করি দহে কলেবর ॥ ১০৯
শ্রীরঘুনন্দন কর জোর করি কহে।
এ সকল তাপের কারণ কভু নহে ॥ ১১০

জল বরিখন করি, জগত জুড়াওত
অতি শীতল নব মেহা।
সো মঝু লোচনপথ, যব আওত
বহুত দহত হতদেহা ॥ ১১১
কিয়ে মেরে করমেকী দোষ।
জগমহ রহ তঁহি, শীতল যো কছু,
সব কর মঝু তনু শোষ ॥ ১১২
মধুকর-গুঞ্জিত, শিখি-কোকিল-রব
শ্রবণহি বজর সমান।
সুরভি কুসুমকুল, নবনীরজ-দল,
পরশনে দহতহিঁ প্রাণ ॥ ১১৩
কর্পূর চন্দন, কুসুম কি সৌরভ,
যব প্রবিশত মঝু নাশা।
বিষভক্ষণজনু, তনু জরি যাওত
ন রহত জীবন-আশা ॥ ১১৪
ইহ সব দুখ আর, সহন না যাওত
অতয়ে কহিয়ে বেরি বেরি।
অনুমতি দেহ সকলে, মিলি যমুনা অবগাহউ,
এ কিশোরী ॥ ১১৫

এত কহি শ্রীরাধিকা করেন ক্রন্দন।
ললিতা বিশাখা তারে করেন সান্ত্বন ॥ ১১৬
প্রিয়সখি না কান্দ না কান্দ তুমি আর।
তোর মুখ দেখে বুক ফাটে মোসবার ॥ ১১৭
করিব সকলে মোরা উচিত উপায়।
যেরূপে তোমাতে প্রেম করে শ্যামরায় ॥ ১১৮
যাব মোরা তার কাছে কোনো ছলা করি।
কহিব তোমার দশা সকল বিবরি ॥ ১১৯
তাহা শুনি অবশ্য হইবে দয়া তার।
সব জন কহে তারে কৃপা-পারাবার ॥ ১২০
এত কহি যাইতে উদ্যত দুই জন।
হেন কালে বৃন্দাদেবী কৈলা আগমন ॥ ১২১
তাঁরে দেখি শ্রীকিশোরী বসিয়া আসনে।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচনে ॥ ১২২

আজি বড় মঙ্গল বাসর।
যাহে তুমি আল্যে মোর ঘর ॥ ১২৩
তুমি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী।
তোমারে দেখিতে বাঞ্ছা করি ॥ ১২৪
কহ কহ বনের কুশল।
ভাল আছে পাদপ সকল ॥ ১২৫

সব গাছে আছে ফল ফুল।
সুখেতে আছয়ে পাখিকুল ॥ ১২৬
হরিণ সকল সুখে আছে;
অলিগণ গান করে গাছে গাছে ॥ ১২৭
কি লাগিয়া এথা আগমন।
কিশোরীরে কহ সে কারণ ॥ ১২৮
রাধিকার কথা শুনি আনন্দিত-মতি।
বৃন্দাদেবী কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি ॥ ১২৯
রাধে তোহে মধুর-ভাষিণী সবে কহে।
তোমাতে মধুরবাণী অসম্ভব নহে ॥ ১৩০
বৃন্দাবনে আছে যত তরু পশু পাখী।
তব কৃপা-দৃষ্টি-বলে তারা সব সুখী ॥ ১৩১
একমাত্র আছে বড় দুখের কারণ।
বৃন্দাবন-চন্দ্র সদা অতি দুখি-মন ॥ ১৩২
বনেতে আসিয়া তিঁহ ধেনু না চরাণ।
না জানি বিজনে বসি কি করেন ধ্যান ॥ ১৩৩
মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়েন ঘনে ঘন।
জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু নাহি কন ॥ ১৩৪
কখনো কহেন কিছু বিলাপ-বচন।
কহিব কিশোরি তাহা করহ শ্রবণ ॥ ১৩৫
আহা মরি মরি, জনম-ভিতরি,
সেদিন হবে কি আর।
যাহে সে রমণী, সবগুণ-খনি,
নিরখিব আরবার ॥ ১৩৬
কিবা সে বরণ, জিনি সুবরণ,
বিজুরী জিনিয়া ছটা।
কিবা সে বদন, যার এক কণ,
নহে শশধর-ঘটা ॥ ১৩৭
কিবা সে নয়ান, হরিণী-সমান,
বঙ্কিম চাহনী তায়।
অতি বিলক্ষণ, সে ভুরু-নাচন,
সদাই হৃদয়ে ভায় ॥ ১৩৮
কিবা সে অধর, মুনি-মনোহর,
জাগিছে সদাই চিতে।
কিবা পয়োধর, সমান সুন্দর,
পারি না উপমা দিতে ॥ ১৩৯
নিতম্ব প্রসর, গমন মন্থর,
জিনি মাতা গজরাজে।
কিশোরী রমণী,— কুল-শিরোমণি,
বটে সে ভুবন-মাঝে ॥ ১৪০

এত শুনি শ্রীরাধিকা নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহিতে লাগিলা শ্রীবৃন্দারে সম্বোধিয়া ॥ ১৪১
সখি তিঁহ হন সর্ব্বগুণের ভাজন।
ত্রিভুবনে অতুলিত পুরুষ-রতন ॥ ১৪২
লাগিয়াছে হেন মতে যে তাঁর অন্তরে।
তেন নারী নাহি দেখি গোকুল-নগরে ॥ ১৪৩
অতএব আমি মনে অনুমান করি।
দেখিয়া থাকিবা তিঁহ কোনহ অমরী ॥ ১৪৪
বৃন্দাদেবী কহিছেন তাঁহে পুনর্ব্বার।
নরেন্দ্র নন্দিনি মোর কথা শুন আর ॥ ১৪৫
এই তার বিলাপ শুনিয়া কাছে গিয়া।
পুছিলাম আমি বহু যতন করিয়া ॥ ১৪৬
তাহাতে আমার প্রতি যে কহিলা হরি।
কিশোরি শুনহ তাহা অবধান করি ॥ ১৪৭

সে দিন যমুনা-কূলে, কদম্বতরুর মূলে,
আমিহ ছিলাম দাঁড়াইয়া।
হেন কালে একনারী, লইতে যমুনা-বারি,
আল্য স্বর্ণ-কলস লইয়া। ১৪৮
তার রূপ করি নিরীক্ষণ।
মদন-বাণের ঘায়, আমিহ অবশ-কায়,
হইলাম প্রায় অচেতন। ১৪৯
পরে তার জানিবারে, পুছিলাম সুবলেরে,
সেহ মোরে দিল পরিচয়।
বৃষভানু-নৃপ-সুতা, অভিমন্যু-পরিণীতা,
রাধা নাম অই নারী হয় ॥ ১৫০
সেই রমণীর লাগি, আমি হয়্যা অনুরাগী,
ফিরি সদা কানন-মাঝার।
কোথাও না পাই সুখ, কিসে যাবে এই দুখ,
উপায় না দেখি কিছু তার ॥ ১৫১
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, আমি পাই বড় ব্যথা,
আশ্বাসিয়া আসিয়াছি তায়।
কিশোরি আমার গর্ব্ব, যাহে নাহি হয় খর্ব্ব,
তাহা তোহে করিতে যুয়ায় ॥ ১৫২

এতেক বৃন্দার বাণী রাধিকা শুনিয়া।
চাহিলা ললিতা-পানে আঁখি ঘুরাইয়া ॥ ১৫৩

ললিতা কহেন বৃন্দা তুমি হও দেবী।
ধর্ম্ম শিক্ষা করে কত নারী তোহে সেবি ॥ ১৫৪
তুমি কহ করিতে অধর্ম্ম-আচরণ।
শোভা নাহি পায় তব মুখে এ বচন ॥ ১৫৫
রাজকন্যা কুলবধূ নিজে হয় সতী।
উচিত না হয় হেন কথা ইহা প্রতি ॥ ১৫৬
অতএব তুমিহ তাঁহারে কহ গিয়া।
আপনার মন স্থির করহ বুঝিয়া ॥ ১৫৭
বৃন্দাদেবী কহেন ললিতা শুন কথা।
আমি আসিয়াছি বহুক্ষণ হল্য এথা ॥ ১৫৮
তোমাদের আলাপন কিশোরী সহিত।
শুনিবারে হয়্যাছিনু আমি লুক্কায়িত ॥ ১৫৯

শুন হে ললিতে, বিশাখা সহিতে,
যে কহিলে রাধিকারে।
শুনিয়াছি তাহা, রাধিকাও যাহা,
কহিলা শুন তোমা সবারে ॥ ১৬০
হেরিনু রাধার, বিরহ-দশার,
পরিপাটী অতিশয়।
শুনিনু বিলাপ, আর অপলাপ,
মোর আগে না ঘটয় ॥ ১৬১
আর কহি শুন, আমারেও গণ,
তোরা সহচরী-ভাগে।
তবে কি কারণ, করহ গোপন,
প্রিয়-কথা মোর আগে ॥ ১৬২
আমি বৃন্দাবন, করিয়ে রক্ষণ,
বহুদিন আশা করি।
রাধা শ্যামরায়, বিহরিবে তায়,
দেখিব নয়ন ভরি ॥ ১৬৩
তোরা এ লাগিয়া, সরল হইয়া,
মোরে দাও অনুমতি।
আমি আনি গিয়া, সঙ্গেতে করিয়া,
কিশোরীর প্রাণপতি ॥ ১৬৪

ললিতা কহেন তবে প্রকাশি হৃদয়।
সখি যে কহিলা তুমি সব সত্য হয় ॥ ১৬৫
আমাদেরও দিবা নিশি এই বাঞ্ছা মনে।
রাধা-কৃষ্ণ বিলাস দেখিয়ে বৃন্দাবনে ॥ ১৬৬
কিন্তু বড় চপলস্বভাব দেখি তারে।
শঙ্কা হয় মনে পরে দুখ দিতে পারে ॥ ১৬৭
এই লাগি কোনো কথা প্রকাশ না করি।
কিন্তু বড় কাতর হয়্যাছে সহচরী ॥ ১৬৮
বৃন্দাবন কোনো শঙ্কা মনে না করিবে।
রাধিকার গুণে সব বিঘ্ন নিবারিবে ॥ ১৬৯
ইহারে পাইলে তিঁহ রসিক সুমতি।
না চাহিবে কভু অন্য রমণীর প্রতি ॥ ১৭০
অতএব কোনো চিন্তা না কর অন্তরে।
অনুমতি দাও আনি গিয়া সে নাগরে ॥ ১৭১
শ্রীরঘুনন্দন কহে বৃন্দা ধনি ধনি।
ভাল দৌত্য করিয়াছে প্রভু যদুমণি ॥ ১৭২

ললিতা বোলত মধুরিম ভাষ।
সহচরি তুম যাহ নাগর-পাশ ॥ ১৭৩
সবজন লোচন পঙ্ক ছপায়।
বকুল কুঞ্জপর আনবি তায় ॥ ১৭৪
হাম সব রাইক-বেশ বনাই।
প্রথম রজনী মিলব তঁহি যাই ॥ ১৭৫
ইহ শুনি বৃন্দা সুখিত পরাণ।
নাগর নিকটহি করল পয়াণ ॥ ১৭৬
ললিতা সকল সখীজন সঙ্গে।
রাইক-বেশ বনাওত রঙ্গে ॥ ১৭৭
শ্রীরঘুনন্দন ধনি ধনি মানি।
বসন বিভূষণ দেওত আনি ॥ ১৭৮
ললিতা যতনে ধরিয়া চিরণী।
চিকুরে করিলা বর বেণিফণী ॥ ১৭৯
তঁহি কাঞ্চন ঝম্প দিলা বান্ধিয়া।
নব মালতি-দাম-সনে কসিয়া ॥ ১৮০
শুভ মোতি সিঁথি দিল ভাল পরে।
তঁহি সিন্দুর চন্দন চিত্রকরে ॥ ১৮১
দিল সুন্দর কুণ্ডল কর্ণপুটে।
নিরখি শশিমণ্ডল দর্প টুটে ॥ ১৮২
গজমোতিক বেশর নাস পরে।
ধরিয়া তুলি গণ্ডহিঁ চিত্র করে ॥ ১৮৩
তনু চন্দন পঙ্কহিঁ লিপ্ত করি।
সিত কঞ্চুক বান্ধল বক্ষ-পরি ॥ ১৮৪
হিম শুক্লপটী কটীতে পিন্ধিলা।
তহিঁ মালতি-কোরক কাঞ্চি দিলা ॥ ১৮৫
মুকুতাময় হার দিলেন গলে।
গজকুম্ভকি দাম উরোজফলে ॥ ১৮৬

ভুজই মণিকঙ্কণ তাড় ধরে।
রঘুনন্দন নপুর লেই করে॥ ১৮৭

রাই ধনি চলই বন-মাঝে,
নন্দসুত-চন্দ্রমুখ-দরশ-রস-লালসে,
তেজি কুল ধরম-ভয় লাজে॥ ১৮৮
দুগ্ধ জিনি মুগ্ধ পট, অঙ্গ সব ঢাকিয়ে,
ছোড়ি রস-হাস-পরিহাসে।
ক্ষীন তনু পীন কুচ, ভার-নত হোগয়ী
মত্ত গজ-গমন পরকাশে॥ ১৮৯
গন্ধ লোভে অন্ধ অলি, বদন-সরসী-রুহে
পড়ত কত করি মধুর রাবে।
গীত শুনি ভীত ধনি, কর কমল চালয়ী,
বারণ কর নহি করি ভাবে॥ ১৯০
কষ্ট করি অষ্ট নব, চরণ চলি যাইয়ে.
পুছত সখি কুঞ্জ কত দূরে।
শ্যাম তনু ধাম দিঠি, শীতলন কর তঁহী,
তাহে করি মন্ম-জ্বদয় ঝুরে॥ ১৯১
কোই ক্ষণ সোই মঝু, ঘটব কিয়ে ভাগমে,
নয়ন-পথ আওব সোই যাহে।
প্রেষ্ঠগণ শ্রেষ্ঠতম, শ্রীললিতা বোলই,
ভাবয়সি কিশোরি তুহু কাহে॥ ১৯২

এইরূপ আলাপনে চলিছেন রাই।
এখানে বকুল-কুঞ্জে কহেন কানাই॥ ১৯৩
বৃন্দাদেবি দেখ হল্য রজনী অধিকা।
এখনো না আইলেন কেন শ্রীরাধিকা॥ ১৯৪
বুঝি লোক-ধর্ম্ম-ভয়ে কাতর হইয়া।
অভিসারে করিতে না পারিয়াছে প্রিয়া॥ ১৯৫
কিম্বা তার গুরুজন কেহ কিম্বা পতি॥
জানিয়া আমাতে ভাব করিল ব্যাহতি॥ ১৯৬
তাহা বিনে স্থির নাহি হয় মোর মন।
বিন্ধিতেছে কোটি কোটি শরেতে মদন॥ ১৯৭
অগ্নি হেন লাগিতেছে শশীর কিরণ।
কোকিল ভ্রমর রব বজর যেমন॥ ১৯৮
মলয় পবন লাগে বিষ হেন গায়।
কি করিব কহ প্রাণ রাখিতে উপায়॥ ১৯৯
আজি যদি নাহি পাই আমি সে কিশোরী।
তবে বুঝি দেহে প্রাণ রাখিতে না পারি॥ ২০০

কহিছেন বৃন্দা দেবী তাঁয়।
নাহি ভাব নটবর রায়॥ ২০১
যেন ভাব রাধার তোমায়।
তাহে কোনো সন্দেহ না তায়॥ ২০২
লোক-ধর্ম্ম-ভয় তেয়াগিয়া।
সেই তারে আনিবে টানিয়া॥ ২০৩
অই দূরে কর বিলোকন।
দেখা যায় বিজুরী যেমন॥ ২০৪
এ রাধার অঙ্গ-ছটা বটে।
তাহা বিনে অন্যে নাহি ঘটে॥ ২০৫
অতএব না ভাব বকারি।
আসিতেছে তোমার কিশোরী॥ ২০৬

এখানেতে শ্রীরাধিকা চমকি উঠিয়া।
কহিছেন শ্রীললিতা প্রতি সম্বোধিয়া॥ ২০৭
সখি আসিতেছে কার গন্ধ চমৎকার।
মাতাইল অতিশয় নাসিকা আমার॥ ২০৮
একি পদ্ম-চন্দন-কর্পূর-সার নিয়া।
বিধি রচিয়াছে ইহা কৌতুকী হইয়া॥ ২০৯
আর দেখ সখি অই কুঞ্জের ভিতর।
উদয় হয্যাছে বুঝি শ্যাম সুধাকর॥ ২১০
ইন্দ্র নীলমণিময় শশী না হইলে।
হেন শ্যাম-জ্যোৎস্না ভুবনেতে নাহি মিলে॥ ২১১
ললিতা কহেন চল কুঞ্জ-ভিতরেতে।
যার গন্ধ যার জ্যোৎস্না পারিবে জানিতে॥ ২১২

তবে গিয়া কুঞ্জ-দ্বারে, দেখি রাধা নটবরে,
অন্তরেতে পাইয়া তরাস।
ললিতারে দৃঢ় করি, বাহু পসারিয়া ধরি,
কহিছেন গদগদ ভাষ॥ ২১৩

প্রিয়সখি চলহ ভবন।
মনে যত আশা ছিল, সে সকল পূর্ণ ভেল,
আর এথা নাহি প্রয়োজন॥ ২১৪
ললিতা কহেন বাণী, ভাল বটে বিনোদিনি,
তোর আশা হইল পূরণ।
মোদের যে আশা আছে, তাহা পূর্ণ কর পাছে,
গৃহে লয্যা করিব গমন॥ ২১৫
কহেন শ্রীমতী রাই, যদি শুনিবারে পাই,
তবে সেই আশা পূর্ণ করি।

কহেন ললিতা হাসি, সখি কৃপা পরকাশি,
মেঘকোলে দেখাও বিজুরী ॥ ২১৬
এত পরিহাস শুনি, কিছু না কহেন ধনী,
অধ করিয়াছেন বদন।
কিশোরীমোহন দেখি, নিকটে আসিয়া সুখী
কহিছেন মধুর বচন ॥ ২১৭
শশিমুখি মুখ তুলি চাহ একবার।
দেখিয়া জুড়াকু মন-নয়ন আমার ॥ ২১৮
কোকিলের নাদে কর্ণ হয়্যাছে তাপিত।
প্রিয়-কথা কহি কর সুধায় সিঞ্চিত ॥ ২১৯
মদন-জ্বরেতে তনু জ্বলিছে নিতান্ত।
শ্রীঅঙ্গ পরশ দিয়া তাপ কর শান্ত ॥ ২২০
আহা মরি কিবা তপ ছিল ললিতার।
যার বলে আলিঙ্গন পায়্যাছে তোমার ॥ ২২১
জানিতে পারিলে আমি সেই তপ করি।
যাহে পাই তব আলিঙ্গন আশা ভরি ॥ ২২২
ললিতা বলেন শুন তপ মো সবার।
সেবা করি মোরা সদা এইত রাধার ॥ ২২৩
সেই বলে হইয়াছি এ ভাগ্যভাজন।
ইহা বিনে অন্য নাহি ইহার সাধন ॥ ২২৪
তুমি যদি এমন হইতে কর মনে।
তবে কিশোরীর সেবা করহ যতনে ॥ ২২৫
কৃষ্ণ কন প্রিয়ে আসি বসহ আসনে।
সেবন করিয়ে আমি তোমার চরণে ॥ ২২৬
প্রেমানন্দ-ঘর্ম্ম-জলে করি পাদ্য দান।
রোমাঞ্চ দরুবাঙ্কুরে অর্ঘ্যের বিধান ॥ ২২৭
তিলক চন্দনে করি গন্ধ সমর্পিব।
আপনার হস্ত-রক্ত-পদ্ম-পুষ্প দিব ॥ ২২৮
তব অঙ্গস্পর্শে তাপ অগ্নি নিবাইবে।
সেই ধূম ধূপদানে উচিত হইবে ॥ ২২৯
কৌস্তুভ মণিতে হবে প্রদীপ উজ্জ্বল।
নৈবেদ্যে উচিত আছে এক বিম্বফল ॥ ২৩০
যদি তুমি স্বীকার করহ কৃপা করি।
তবেই আমিহ তাহা সমর্পিতে পারি ॥ ২৩১
যে হকু এক্ষণ আমি বসি পুষ্পাসনে।
সেবাতে নিযুক্ত কর এই ভৃত্য জনে ॥ ২৩২
এত কহি তাঁর কর ধরিবারে চান।
ললিতায় ছাড়িয়া কিশোরী দূরে যান ॥ ২৩৩

নাগর কহেন, ললিতা দেখিলে,
রাধিকার ব্যবহার।
সেবক জনেতে, সেবিতে চাহিল,
না করিলা অঙ্গীকার ॥ ২৩৪
ললিতা কহেন, বুঝিনু তোমার,
হৃদয়ে ভকতি নাই।
ভকতি বিহনে, দেবতা প্রসাদ,
কদাচিত নাহি পাই ॥ ২৩৫
পুন হরি কন, সাধকের যদি,
ভকতি না থাকে চিতে।
উত্তর সাধক, দেবতারে আনি,
পারয়ে নিকটে দিতে ॥ ২৩৬
তুমিহ আমার, উত্তর সাধক,
হইয়াছ এ ভজনে।
অতএব মোর, কাছে আনি দাও,
নিজ সহচরী জনে ॥ ২৩৭
বিশাখা বলেন, তুমিকি জান না,
দেবতা পূজার বিধি।
দেবতার দেহে, কর অঙ্গন্যাস,
না করিলে নহে সিধি ॥ ২৩৮
তাহা শুনি হরি, ভাল ভাল বলি,
কিশোরী নিকটে গেলা।
বৃন্দাদেবীসনে, ললিতা বিশাখা,
কুঞ্জের বাহির ভেলা ॥ ২৩৯
কৃষ্ণে কাছে দেখি রাধা চান পালাইতে।
স্তব্ধ হইয়াছে তনু নারিলা যাইতে ॥ ২৪০
তবে কৃষ্ণ কোলে করি ত্বরা লয়্যা লইয়া।
কুঞ্জের ভিতরি গেলা সুখিত হইয়া ॥ ২৪১
ভয়ে কাঁপিছেন রাই থর থর করি ॥
কহিবারে আরম্ভিলা তাঁর প্রতি হরি ॥ ২৪২
প্রিয়ে তুমি ঈশ্বরী আমিহ ইহ দাস।
অনুচিত মোরে দেখি তোমার ত্রাস ॥ ২৪৩
আর শুন এ বিষয়ে কিবা আছে ভয়।
ভ্রমর পরশে পুষ্প পীড়া কোথা হয় ॥ ২৪৪
রাধিকা কহেন তায় মৃদু মৃদু তাঁয়।
মুহু মু মু সুন্দর না করহ অন্যায় ॥ ২৪৫
মু মু মু মু মুগধস্বভাব হই মোরা।
তু তু তু তু তুমিহও রস রসে ভোরা ॥ ২৪৬

তত তব মোরে বল করা যোগ্য নয়।
কক কলিকাতে কোথা অলি লুব্ধ হয়॥ ২৪৭
কিশোরীর বচন শুনিয়া শ্যাম রায়।
বিনয় করিয়া পুন কহিছেন তাঁয়॥ ২৪৮

শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে, আমি কিছু নিবেদিয়ে,
শ্রবণ করহ দিয়া কাণ।
তুমি নিজ অঙ্গ দিতে, যদি ভয় কর চিতে,
তবে নাহি রহে মোর প্রাণ॥ ২৪৯
শুন শুন তাহার কারণ।
ক্রুদ্ধ হয়্যা পঞ্চশর, বিন্ধি করে জর জর,
করি শর-সমূহ-বর্ষণ॥ ২৫০

তব মুখ-সুধাকরে, যদি পাই দেখিবারে,
তবে মোর নেত্র সুখ পায়।
তব কথামৃত ধারে, যদি পাই শুনিবারে,
তবে মোর শ্রবণ জুড়ায়॥ ২৫১
শ্রীমুখ সৌরভ তব, যদি হয় অনুভব,
তবে তাপ যায় নাসিকার।
তব প্রেম-আলিঙ্গন, যদি পাই একক্ষণ,
তবে তনু জুড়ায় আমার॥ ২৫২
যদি ও অধরামৃত, পাই আমি যত কিঞ্চিত,
তবে মোর জিহ্বা হয় স্থির।
না পাইলে এ সকল, কিশোরি কি আছে ফল,
যত্ন করি রাখি এ শরীর॥ ২৫৩
কৃষ্ণের বচন শুনি রাধা ঠাকুরাণী।
মৃদু হাস্য করিলা কহিলা কিছু বাণী॥ ২৫৪
তবে অভিপ্রায় বুঝি নাগর তঁহার।
আরম্ভিলা পুরিবারে বাঞ্ছা আপনার॥ ২৫৫
আছে ভয় আছে অভিলাষ অতিশয়।
সেই দুই রাধিকারে দুদিকে টানয়॥ ২৫৬
নানা নানা করেন চুম্বন আলিঙ্গনে।
কিন্তু বিঘ্ন না করেন করাদি-চালনে॥ ২৫৭
হেন মতে শ্রীকৃষ্ণের আশা পূর্ণ করি।
নিবেদন করিছেন তাঁহারে কিশোরী॥ ২৫৮

নাগর-শেখর, সব গুণাকর,
পুরুষ-রতন তুমি।
আনাইয়া দূরে, কানন-ভিতরে,
কত দুখ দিনু আমি॥ ২৫৯
নাহি কর মোরে রোষ।
আপন কিঙ্করী, বলি মনে করি,
ক্ষমা কর সব দোষ॥ ২৬০
আমি মুগধিনী, কিছুই না জানি,
তব সুখ হবে যায়।
তাহে মোর প্রতি, কভু অপিরিতি,
কর না নাগর-রায়॥ ২৬১
আমি গুণ-হীন, পরের অধীন,
তাহে নানা দোষাশ্রয়।
তুমি যে স্বীকার, করিলে আমার,
এ কেবল দয়া হয়॥ ২৬২
যদি জন্মান্তরে, বিশুদ্ধ-অন্তরে,
করি থাকি পুণ্যচয়।
কিশোরী-মোহন, তবে এই জন,
প্রতি নহ নিরদয়॥ ২৬৩

শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে কহ একি কথা।
তোমা লাগি বনে আসি মোর নাহি ব্যথা॥ ২৬৪
তোহে পাব বলি যদি পরিচয় জানিতে।
তবে পারি আমি দাবানলে প্রবেশিতে॥ ২৬৫
তুমি মোর প্রাণধন কণ্ঠে হেম দাম।
সদাই হৃদয়ে ধরি এই হয় কাম॥ ২৬৬
তুমি যে তেজিলে মোর লাগি ধর্ম্ম-কুলে।
বিকাইনু তব কাছে আমি এই মূলে॥ ২৬৭
তোমার যে রূপ গুণ-লাবণি অপার।
ইহার তুলনা নাহি ভুবন-মাঝার॥ ২৬৮
এই সকলেতে মুগ্ধ হয়্যা মোর মন।
তোমা বিনে অন্য নাহি ভাবে একক্ষণ॥ ২৬৯
আঁখি তোমা বিনে অন্য দেখিতে না চায়।
প্রিয়ে জান আপনার অধীন আমায়॥ ২৭০
কৃতাঞ্জলি হয়্যা কহে শ্রীরঘুনন্দন।
দোহাঁর অধীন বট তোমা দুইজন॥ ২৭১

ইতি শ্রীগীতমালায়াং শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্ব-রাগবর্ণনং নাম অষ্টমং গ্রন্থনম্॥ ৮

নবম প্রস্থন।

অথানুরাগ।

সখি গৌর চিত্তচোর নয়নে দেখিয়া।
নাহি হয় মন জয় যতন করিয়া ॥ ১
আহা মরি হেন নারী কেবা আছে ভবে।
সে বদন বিলোকন করি স্থির হবে ॥ ২
দেখিমাত্রে যাহা গাত্রে অবশতা পায়।
কোথা আছি করিতেছি কিবা নাহি ভায় ॥ ৩
সে দীঘল শতদল-সমান নয়ন।
নিরখিয়া কেবা হিয়া করিবে ধারণ ॥ ৪
পুন তায় যবে চায় বিলাস করিয়া।
তবে পারে হরিবারে মদনের হিয়া ॥ ৫
তাহে কতি গুণততি না হয় গণন।
উপমান দিতে স্থান শ্রীরঘুনন্দন। ৬

এক দিন বসিয়া সন্ধ্যায়।
রাধিকা কহেন ললিতায় ॥ ৭
শ্রীকৃষ্ণের রূপের মাধুরী।
সখি করে আঁখি মন চুরী ॥ ৮
কান্তি নব জলধর জিনি।
চুয়াইয়া পড়য়ে লাবণী ॥ ৯
মুখশশী জন-মনোহারী।
তাহার তুলনা দিতে নারি ॥ ১০
তাহে ভুরু ভঙ্গিম চাহনী।
যাহা দেখি মজয়ে কামিনী ॥ ১১
অধর রঙ্গিম সুগঠন।
বলিহারি শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২

দশনকে জোতি, সুধাকর নিন্দই,
মণিময় মুকুর কপোল।
গরুড়-গরব-হর, নাসা সুন্দর,
তঁহি মুকুতাঘন দোল ॥ ১৩
পেখলুঁ য়ে সখি কিয়ে বনোয়ারী।
-সুন্দর, ভুজ যুগদোলনে,
বিকল করই সব নারী ॥ ১৪
নীল ধরাধর, তট পরিসর,
উর তঁহি রোমাবলী শোভা।
কেশরী জিনি মাঝা, নাভি সরোবর,
নারী-মন-ঝষ লোভা ॥ ১৫
রামকদলী জিনি, উরুযুগ সুবলনি,
থলকমলিনী-সম-চরণা।
নখশশিমণ্ডল, কিরণহিঁ ঝলমল,
রঘুনন্দন জন-শরণা ॥ ১৬

শ্রীকৃষ্ণের বেশ সখি ভুবন মোহন।
নিরখিয়া কে খির করিতে পারে মন ॥ ১৭
চরণে শোভয়ে কিবা কনক-নপুর।
মানিনী কামিনী মনে যেই করে চুর ॥ ১৮
তড়িত-তুলিত-পীত পট-পরিধান।
তা দেখি রাখিতে পারে মানিনী কি মান ॥ ১৯
কটীতটে সুবর্ণ-শিকলী অভিরাম।
নারীচিত্ত করী ধরি যাহে বান্ধে কাম ॥ ২০
বুকের উপরি পরিষ্কার হার সাজে।
সুরধনী ধারা যেন গিরিতট-মাজে ॥ ২১
আপাদলম্বিত বন-মালা দোলে তায়।
যার গন্ধে অলিগণ মাতি মাতি ধায় ॥ ২২
শিরে শিখি-শিখণ্ড মুকুট শোভমান।
শ্রীরঘুনন্দন সেই রূপ করে ধ্যান ॥ ২৩

ত্রিভঙ্গী হইয়া, সখি দাঁড়াইয়া,
কদম্বতরুর ছায়।
মুরলী বাজায়, সেই শ্যামরায়
তাহা কি কহনে যায় ॥ ২৪
কিবা সে মধুরধ্বনি।
যাহা করি পান, করি অনুমান,
এই সুধা-তরঙ্গিনী ॥ ২৫
যেই ধ্বনি শুনি, অমর কামিনী-
সকল মোহিত হয়।
খসে কেশপাশ, পরিধান বাস,
তাহা কিছু না জানয় ॥ ২৬
যমুনার জল, করি কলকল,
কূল-অভিমুখে ধায়।
হরিণী সকল, নেত্রে ঝরে জল,
শ্যামের নিকটে যায় ॥ ২৭
শুনিয়া সে রব, কুলের গৌরব,
ধৈরয রাখিতে পারে।

হেন কুলনারী, ভুবন-ভিতরি,
নাহি পাই দেখিবারে ॥ ২৮
সেই বেণুগান, হরিয়াছে কাণ,
রূপ হরিয়াছে আঁখি।
রহিতে না পারি, অন্দরে কিশোরী,-
মোহনেরে নাহি দেখি ॥ ২৯

যে দিনে শ্যামের রূপ দেখিতে না পাই।
সে দিনে রে দুর্দ্দিন বলিয়া আমি গাই ॥ ৩০
যে রাত্রিতে দেখিতে না পাই সে বদন।
সে রাত্রিরে কালরাত্রি মানে মোর মন ॥ ৩১
যদি বিধি না করিত মোরে কুলনারী।
দেখিতাম তবে নিরবধি বংশীধারী। ৩২
পারিতাম যদি পক্ষিস্বরূপ ধরিতে।
ভ্রমিতাম তার সঙ্গে দেখিতে দেখিতে ॥ ৩৩
কি করিয়া পাব সখি তাহার দর্শন।
সে উপায় কহি স্থির কর মোর মন ॥ ৩৪
কিশোরীর কথা শুনি ললিতা সুমতি।
সমুচিত কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি ॥ ৩৫

সখি স্থির কর নিজ চিত।
নাহি হও এত উৎকণ্ঠিত ॥ ৩৬
কোথা আছে এবে বংশীধারী।
তাহা কিছু জানিতে না পারি ॥ ৩৭
যদি থাকে পিতার নিকটে।
তবে তার দেখা নাহি ঘটে ॥ ৩৮
কিম্বা থাকে নিকটে মাতার।
তভু দেখা দুর্ল্লভ তাহার ॥ ৩৯
যদি থাকে সখাদের সনে।
কে যাইতে পারিবে সেখানে ॥ ৪০
অতএব থাক ধৈর্য্য ধরি।
কালি তারে দেখিবে কিশোরি ॥ ৪১

এইরূপ কহেন ললিতা।
হেন কালে বৃন্দা আসি, কহিছেন হাসি হাসি,
কুঞ্জে চল কীর্ত্তিদা-দুহিতা ॥ ৪২
বনমালী তোমা লাগি, হয়্যা অতি অনুরাগী,
পাঠাইলা লইতে তোমায়।
অতএব বেশ করি, চল চল হে সুন্দরি,
বিলম্ব করিতে না যুয়ায় ॥ ৪৩

শুনিয়া সকল সখী, বেশ করে হয়্যা সুখী,
মৃগমদ অঙ্গেতে লেপিল।
পরাইল নীল শাটী, নীলমণি পরিপাটী,
ইন্দীবর-মালা গলে দিল ॥ ৪৪
তবে সখীগণ-সঙ্গে, চলিলা রাধিকা রঙ্গে
বনমালি-দর্শন করিতে।
শ্রীকিশোরী-অনুচরী, তাম্বূল সজ্জিত করি
লইয়া চলিয়া সুখি-চিতে ॥ ৪৫
চলিলা পরিপূর্ণ সুধাংশু-মুখী।
বনমালি বিলোকন লাগী সুখী- ॥ ৪৬
গতি-গঞ্জিত মত্তকরি-গমনা।
মদমাদিত দিব্য পিকী-বচনা ॥ ৪৭
পদনূপুর-কঙ্কণ-কিঙ্কিণীরে।
চলিতে চলিতে করিয়ী ধ্বনিরে ॥ ৪৮
নবরঙ্গিনী সঙ্গিনি শোহনিরে।
বরবেণি-ভুজঙ্গিনি দোলনিরে ॥ ৪৯
তিমিরাবৃত পন্থহি মন্দগতি।
চলিলেন কিশোরী সুখিতমতি ॥ ৫০
এখানেতে কালাচান্দ পাঠায়্যা বৃন্দায়।
ব্যাকুল হইল অতিশয় উৎকণ্ঠায় ॥ ৫১
আইসেন কুঞ্জের বাহিরে একবার।
প্রবেশ করিছেন পুন মাঝে তার ॥ ৫২
করেন পল্লব পাতি শয্যা বিরচন।
মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন ॥ ৫৩
গিয়াছেন বৃন্দা আনিবারে মোর প্রিয়া।
এখনো ফিরিয়া না আইলা কি লাগিয়া ॥ ৫৪
বুঝি প্রিয়া-গুরুজন নিকটেতে আছে।
যাইতে পারেন নাই বৃন্দা তার কাছে ॥ ৫৫
কিম্বা তার পতি করি থাকিবে তর্জ্জন।
এই লাগি প্রিয়া করে নাই আগমন ॥ ৫৬
এইরূপ কহিতে কহিতে সখী-সনে।
শ্রীরাধিকা প্রবেশিলা নিকুঞ্জভবনে ॥ ৫৭
তাহা নিরীক্ষণ করি কিশোরী-মোহন।
আগে বাড়ি লইতে করিলা আগমন ॥ ৫৮
তাহা নিরখিয়া, ললিতা সুন্দরী,
পাছে করি রাধিকারে।
পরিহাস-রস,- লালস-মানস,
কহিছেন নটবরে ॥ ৫৯

চপল নাগর, হয়্যা সাবধান,
না ছুঁয়্য সখীর তনু।
আজি ব্রত করি, আছে মোর সখী,
কালি পূজিবেক ভানু॥ ৬০
বৃন্দার বচন, রাখিতে এখানে,
করিয়াছে আগমন।
না থাকিবে আজি, তোমোর নিকটে
যাইবেক নিকেতন॥ ৬১
নাগর কহেন, তোমার কথায়,
প্রতীতি না হয় মোর।
তবে আমি ইহা, সত্য করি মানি,
যদি সখি কহে তোর॥৬২
ললিতা কহেন, ব্রতে আছে সখী,
আজি না কহিবে কথা।
আমাকে কিশোরী- প্রতিনিধি জান,
নাহি ভাব ইতরথা॥ ৬৩
কৃষ্ণ কন প্রতিনিধি হয় যে যাহার।
করয়ে সকল কর্ম্ম সে জন তাহার॥ ৬৪
অতএব তুমি আজি থাক মোর পাশে।
তব সখী দূরে থাকি দেখুক বিলাসে॥ ৬৫
কহেন ললিতা দেবী মরিলাম লাজে।
মোর প্রতি হেন কথা কভু নাহি সাজে॥ ৬৬
যে জন বাঁশীর গান শুনিয়া ভুলিবে।
তাহারী নিকটে তুমি এ কথা কহিবে॥ ৬৭
রাধিকা কহেন যদি না থাকে ভুলিয়া।
তথাপি থাকিতে হয় শ্যামকাছে গিয়া॥ ৬৮
আপনার ইষ্ট বা অনিষ্ট যে করণ।
প্রতিনিধি হল্যো তাহা করে সব জন॥ ৬৯
নাগর কহেন বলিহারি তোহে রাধে।
যথার্থ কহিয়া পূর্ণ কৈলে মোর সাধে॥ ৭০
কিশোরি তোমার কথা পরমাণ করি।
ললিতা আস্থন এবে নিকুঞ্জ-ভিতরি॥ ৭১
হাসি হাসি পুন, কহেন ললিতা,
শুনহ নাগররায়।
বিধির ঘটনা, অতি অদ্ভুত,
কিছু বুঝা নাহি যায়॥ ৭২
যাবত বরতে, থাকিত রাধিকা,
আমারেও তদবধি।
ইহার সকল, করম করিতে,
হত্য হয়্যা প্রতিনিধি॥ ৭৩
এহ বিধি বলে, বচন কহিয়া,
করিলেক ব্রত ভঙ্গ।
আমি প্রতিনিধি, বুঝিনু ইহারে,—
লয়্যা কর রস-রঙ্গ॥ ৭৪
এতেক কহিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
লয়্যা সব সহচরী।
চতুরা ললিতা, বাহিরেতে গেলা,
এথা রাখি শ্রীকিশোরী॥ ৭৫
তবে বনবালী, মহা কুতুহলী,
ধরিয়া রাধার করে।
যতন করিয়া, আসনে লইয়া
বসাইলা সমাদরে॥ ৭৬
সজল-নয়নে, মধুর বচনে,
কহিছেন বনোয়ারি।
আমার লাগিয়ে, তুমি পাও পিয়ে,
কত দুখ বেরি বেরি॥ ৭৭
আহা মরি মরি, কুসুম-উপরি,
যে চরণ থুত্যে যেথে।
তাহাতে করিয়া, আইলে চলিয়া,
কি করিয়া বন-পথে॥ ৭৮
মোর কোলে দিনে, থাকিয়া শয়নে,
ভয় পাও অলি দেখি।
সে তুমি কি করি, রজনি ভিতরি,
বনে আল্যে শশিমুখী॥ ৭৯
কহেন কিশোরী, শুন বনোয়ারি,
কি গুণ তোমার আছে।
যাহে করি টানি, কুলের কামিনী,
আনহ আপন কাছে॥ ৮০
তুমি সুখময়, তোমা লাগি হয়,
যে সকল ব্যবহার।
তাহে দুখ-ভয়, কিরূপে ঘটয়,
এ কিশোরী সাখী তার॥ ৮১
শ্রীরাধারে পুন কহিছেন নটবর।
সত্য কহ প্রিয়ে বুঝিয়াছে সব ডর॥ ৮২
অধোমুখী হয়্যা মৃদু মৃদু হাস্য করি।
কহিছেন শ্রীকৃষ্ণেরে রাধা ধিরি ধিরি॥ ৮৩

প্রাণবন্ধু তুমি সর্ব্ব ভয় নাশ কর।
তোমার নিকটে কি থাকিতে পারে ডর॥ ৮৪
কিন্তু তুমি এক ভয় নার ঘুচাইতে।
সঙ্গ কালে হয় যাহা বিচ্ছেদ হইতে॥ ৮৫
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মরি বালাই লইয়া।
গড়িয়াছে বিধি তোহে প্রেমসার দিয়া॥ ৮৬
প্রেমময়ী বট তুমি মোর আহ্লাদিনী।
যেমন মধুর রূপ ততোধিক বাণী॥ ৮৭
প্রেম শিখিবারে আমি শিষ্য হব তোরী।
শিখাইতে হবে দয়া করিয়া কিশোরি॥ ৮৮

তবে রাধা মদনমোহন।
কাম-কেলি-রসে নিমগন॥ ৮৯
রসের সাগর যদুমণি।
শ্রীরাধিকা রস-তরঙ্গিনী॥ ৯০
দোঁহার মধুর আলাপন।
শুনি সুখী দোঁহার শ্রবণ॥ ৯১
অঙ্গ সুখী অঙ্গ-পরশনে।
আঁখি সুখী মুখ-বিলোকনে॥ ৯২
অঙ্গ-গন্ধে নাসা আমোদিত।
রসনা অধর-রসে প্রীত॥ ৯৩
পাই হেন রসের হিল্লোর।
কিশোরী-কিশোর দোঁহে ভোর॥ ৯৪

ইতি শ্রীগীতমালায়াং শ্রীরাধায়া অনুরাগ-
বর্ণনং নাম-নবমং গ্রন্থনম্॥ ৯

দশম গ্রন্থন।

অথ বাসক-সজ্জা।

গোরাচান্দ এখনী আসিবা এই মনে।
ভক্তগণ সাজায়েন শ্রীবাস অঙ্গনে॥ ১
সম্মার্জনী ধরিয়া করিয়া সম্মার্জন।
চন্দন-কুঙ্কুম-জলে করিলা সিঞ্চন॥ ২
নানাবর্ণ কুসুম তাহাতে বিছাইলা।
উপরিতে কুসুমেরী চন্দ্রাতপ দিলা॥ ৩
দ্বারেতে কদলী তরু করিয়া রোপণ।
করিলেন জলপূর্ণ কলস স্থাপন॥ ৪
পাখালিতে গোরাচান্দ-চরণযুগল।
শ্রীরঘুনন্দন আনি রাখিলেক জল॥ ৫

বনয়ারি আওব রাই-গৃহ-মাঝ।
শুনি সখীমণ্ডল করু ধনি সাজ॥ ৬
চাচর চিকুরে বনাওল বেণী।
যৈছন দিনকর-তনয়া-শ্রেণী॥ ৭
তঁহি দেই মালতি কুসুমকি মাল।
যমুনা জল জনু হংসকি জাল॥ ৮
সীঁথহিঁ মণিময় সিঁথি উজিয়ারী।
জলদ উপরি জনু অচপল বিজুরী॥ ৯
সিন্দূর-বিন্দু ললাটহিঁ দেলা।
বিধু উপরে রবি উদিত কি ভেলা॥ ১০
চন্দন-বিন্দু দেই চহুঁ পাশে।
রবি বেড়ি তারকগণ জনু ভাসে॥ ১১
নয়নহিঁ দেওল কাজর-রেখা।
কমল-উপরি জনু অলি দিল দেখা॥ ১২
নাসাশিখর দেই গজমোতি।
ঝলকে যৈছন তারকজোতি॥ ১৩
শ্রীরঘুনন্দন পহুঁ যাহা দেখি।
হোয়ব সুখিত বিষাদ উপেখী॥ ১৪

মণিময় মুকুর মনোহর গণ্ডহি
বহু পত্রাবলী লেখী।
শ্রবণযুগলে মণিকুণ্ডল দেওত
বিধু লজ্জিত যাহা দেখী॥ ১৫
পয়োধর উপরি মকরী বহু
লেখল চন্দন ঘনরস ভারী।
গলিত-কনক-রস-চিত্রিত-কঞ্চুক
বান্ধল কসি দিয়া ডোরী॥ ১৬
মুকুতাহার মনোহর মণিময়
পদক কনক-কৃত দাম।
কণ্ঠহি দেওল যুথী কুসুমকি মালা
অতি অনুপাম॥ ১৭
ভুজযুগে সুন্দর তাড় পরাওল
কঙ্কণ চূড়ী বালা।
নবজলধর-সম বসন পিন্ধাল
বান্ধল কিঙ্কিণি-মালা॥ ১৮

চরণহিঁ পঙ্কজ বাজন নূপুর
দেই মঞ্জুর রঙ্গে।
শ্রীরঘুনন্দন করল সুরঞ্জিত
নবযাবক-রসপঙ্কে ॥ ১৯
রাই-বেশ দেখি সুখী সব সহচরী।
গৃহ সাজাইতে আরম্ভিলা যত্ন করি ॥ ২০
অগুরু চন্দন-জলে করিয়া সেচন।
সংমার্জনী করে ধরি করিলা মার্জন ॥ ২১
রম্ভাতরু রোপণ করিয়া দ্বারদেশে।
জলপূর্ণ স্বর্ণ কুম্ভ দিলা তার পাশে ॥ ২২
চিত্র চন্দ্রাতপ আরোপিলা গৃহমাঝে।
মুক্তাময় ঝালর যাহাতে বহু সাজে ॥ ২৩
পরিষ্কার পালঙ্কে পাতিয়া পটতুলি
তদুপরি পুষ্প বিছাইলা বোঁটা ফেলি ॥ ২৪
সজ্জিত তাম্বূলে পূর্ণ সম্পুট রাখিলা।
সারি সারি মণিময় প্রদীপ জ্বালিলা ॥ ২৫
দেহ-গেহ-শোভা দেখি আনন্দিত-মন।
শ্রীকিশোরী করিছেন হৃদয়ে ভাবন ॥ ২৬
আজি বন্ধু নিকুঞ্জে করিলে আগমন।
কহিব না আমি তারে কোনহ বচন ॥ ২৭
যখন আসিবে সেহ অঙ্গ পরশিতে।
সরেতে যাইব তবে না দিব ছুঁইতে ॥ ২৮
করিবে যখন সেহ কাকুতি বিনতি।
তখন মুচকী হাসি কহিব ভারতী ॥ ২৯
বিহার সময়ে আজি না করিব লাজ।
যা করিতে কহিবে করিব সেই কাজ ॥ ৩০
তাহার যাহাতে সুখ করিব তাহাই।
লাজ নিয়া কি করিব যাহে সুখ নাই ॥ ৩১
পরে বাঁধাইব তারে আপনার কেশ।
করাইব নূতন করিয়া সব বেশ ॥ ৩২
পরে দোঁহে এক শেজে করিব শয়ন।
সখীগণ কাছে আসি করিবে বীজন ॥ ৩৩
শ্রীরঘুনন্দন দাস সময় জানিয়া।
টানিবে দোলন পাখা বাহিরে থাকিয়া ॥ ৩৪
হেন মতে রাই করত আশ;
কভু নিরখত দেহ-বাস,
কভু করতহিঁ নর্ম্ম হাস,
গদ-গদ-গদ ভাবে।

হেনই সময়ে নাগররাজ,
করিয়া দিব্য নটবর-সাজ,
আওল দেখি সখীসমাজ,
কহত রাই-পাশে ॥ ৩৫
দেখহ সখি নয়ন ভরি,
আওত ঘরে বংশীধারী,
গোকুল-পুর-যুবতী নারী,—
চিত্ত হরণকারী।
নীলরতন জলদ-শ্যাম,
জিনিয়া কোটি কোটি কাম,
শশধর শত লক্ষধাম,
ধৈরয-ধন হারী ॥ ৩৬
রাকাপতি-সম বয়ান,
ইন্দীবর জিনি নয়ান,
বরিখত সুকটাক্ষ-বাণ,
বঙ্কিম ভরু-চাপে।
চূড়হিঁ শোভে কুসুম পুঞ্জ,
গুঞ্জ মাল কেকি-পুচ্ছ,
ইন্দ্রধনুরে করয়ে তুচ্ছ,
মন্দ পবন কাঁপে ॥ ৩৭
চিত্রিত-দল কুসুম-পাঁতি,
সুন্দর বিনিয়া মধুর ভাঁতি,
মণি-কুণ্ডল বহল কাঁতি,
গণ্ডযুগল সাজে।
মদকলকরি-কলভ-শুণ্ড,
জিনি দোলই বাহুদণ্ড,
করত সোই লণ্ডভণ্ড,
গোকুলকুললাজে ॥ ৩৮
গিরিতট-সম উর বিশাল,
তহিঁ দোলত মুকুতা-মাল,
কনক-যূথি-দাম ভাল,
সৌরভে অলি ধায়ে।
কটিতটে শোভে পীতবাস,
গজবর জিতি গাত্র-বিলাস,
রঘুনন্দন নাম দাস,
সঙ্গে করি আয়ে ॥ ৩৯
বনমালী আওল নিরখি কিশোরী।
ঝাঁপল বসনে বদন হসি থোরী ॥ ৪০

লাজহিঁ বোল কহন নহি পার।
সখীজন হরি লেউ ভই আগুসার॥ ৪১
পহঁ পিয়া কর ধরি লহঁ লহঁ হাস।
সেজহিঁ বৈঠি বোলয়ে মৃদু ভাষ॥ ৪২
পিয়ে কাহে ঝাঁপসি বসনহিঁ বয়না।
নিরখি সুখিত হউ মঝু দুঁহু নয়না॥ ৪৩
চান্দ উদিত এই পিয়ে আপনারে।
নিরখিতে নাহি দেই কভু কি চকোরে॥ ৪৪
নাগর মীঠি বচন শুনি ভোরী।
মৃদু মৃদু হাসত সরস কিশোরী॥ ৪৫
শ্রীললিতা কহে, শুন শুন ওহে,
বনমালি মোর বাণী।
অলপ সুদ্গতে, কে পায় দেখিতে
সখীর বদন-খানী॥ ৪৬
তুমিত সতত, গো-চারণে রত,
ধরম কি তা না জান।
তবে কিপ্রকারে, পাবে দেখিবারে,
রাধিকার শ্রীবয়ান॥ ৪৭
বনমালী কন, শুনহ বচন,
আমিহ বড় সুজ্ঞাতী।
তোমার সজনী, সুরতরঙ্গিনী,
ইহারে পরশি নিতি॥ ৪৮
হেমবিরচন, দুই ত্রিলোচন,
পূজি নিতি শতদলে।
তবে কি কারণ, প্রিয়ার বদন,
দরশন নাহি মিলে॥ ৪৯
বিশাখা বলয়ে, আমার হৃদয়ে,
ইথে পরতীত নয়।
শুনিয়া নাগর, রাধা-পয়োধর,
ধরিতে উদ্যত হয়॥ ৫০
তাহা দেখি সুখী, হয়্যা সব সখী,
গৃহের বাহিরে গেলা।
কিশোরী-কিশোর প্রেমরসে ভোর,
বিলাসে মগন ভেলা॥ ৫১

ইতি শ্রীগীতমালায়াং বাসকসজ্জা-বর্ণনং
নাম দশমং গ্রন্থনম্॥ ১০॥

একাদশ গ্রন্থন।

অথ উৎকণ্ঠিতা।

শ্রীবাস অঙ্গন সাজাইয়া ভক্তজন।
গোরাচান্দ আগমন করি প্রতীক্ষণ॥ ১
দেখিতে প্রভুর নৃত্য আশা হয় চিতে।
ক্ষণেক বিলম্ব তায় না পারে সহিতে॥ ২
অধিক হইলা যবে রজনী কিঞ্চিত।
তাহা দেখি সকলে অধিক উৎকণ্ঠিত॥ ৩
করেন সকলে তাঁরা মনে অনুমান।
কি হইল কেননা আইলা ভগবান॥ ৪
শ্রীরঘুনন্দন দাস করে নিবেদন।
বুঝি আমাদিগে আজি করিলা বঞ্চন॥ ৫

দেহ-গেহ সাজাইয়া রাই।
রহিলা নাগর-পথ চাই॥ ৬
সঙ্কেত সময় বহি গেলা।
তভু বনমালী না আইলা॥ ৭
তবে অতি উৎকণ্ঠিত-মন।
ললিতার প্রতি কিছু কন॥ ৮
সখি হল্য অধিক রজনী।
এখনো না আলা গুণমণি॥ ৯
না বুঝিয়ে ইহার কারণ।
স্থির নাহি হয় মোর মন॥ ১০
বুঝি কোনো সখা গেছে কাছে।
সেই অনুরোধে পিয়া আছে॥ ১১
কিবা পদ্মা পথেতে পাইয়া।
সখীকাছে নিল ভুলাইয়া॥ ১২
কি কহিব কহনা বিচারি।
এত কহি কান্দেন কিশোরী॥ ১৩
রাধার বচন শুনি কহেন ললিতা।
সখি কেন হইতেছ এত উৎকণ্ঠিতা॥ ১৪
বনমালী এখনী করিবে আগমন।
কি লাগিয়া হইতেছ সজল-নয়ন॥ ১৫
এখনো অধিক নাহি হয়্যাছে রজনী।
ইথে কেন উতরল হও নাহি জানি॥ ১৬
তব গুণে অতিশয় বশ বংশীধারী।
তোহে ছাড়ি ভজিতে পারে কি অন্য নারী

অতএব স্থির কর আপনার মন।
কিশোরি সুখের কালে দুখ কি কারণ ॥১৮

ইতি শ্রীগীতমালায়াং উৎকণ্ঠিতাবর্ণনং
নামৈকাদশং গ্রন্থনম্ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ গ্রন্থন।

অথ বিপ্রলব্ধা।

বহি গেল অধিক রজনী।
না আইলা গোরা গুণমনি ॥ ১
তাহে দুখি না হয়্যা ভক্তগণ।
করিছেন সকলে রোদন ॥ ২
হায় কেন করুণা-সাগর।
হল্যা আজি কঠিন-অন্তর ॥ ৩
করি নাই কিছু দোষ মোরা।
তবে কেন না আইলা গোরা ॥ ৪
সাজাইনু কীর্ত্তনের স্থান।
সে সব হইয়া গেল আন। ৫
শ্রীরঘুনন্দন পড়ি কান্দে।
হৃদয়েতে ধৈরয না বান্ধে ॥ ৬

হেন আলাপনে, সখীজন-সনে,
রহিলা নিকুঞ্জে রাধা।
এখানে নাগর, সাজিলা সত্বর,
তাঁর সঙ্গে করি সাধা ॥ ৭
যাইতে যাইতে, পথে আচম্বিতে,
দেখা হল্য পদ্মা-সনে।
সেহ ধরি করে, লয়্যা গেল তাঁরে,
চন্দ্রাবলী-নিকেতনে ॥ ৮
করুণা বিথারি, প্রভু বংশীধারী,
রহিলা তাঁহার বাসে।
এখানে শ্রীমতী, অতি দুখমতি,
কহেন ললিতা-পাশে ॥ ৯
দেখহ সজনি, এইত রজনি,
তৃতীয় প্রহর ভেলা।
আমারে বিসরি, শঠ বংশীধারী,
আর কার কাছে গেলা ॥ ১০

কহ সহচরি, আমিহ কি করি,
কি সে জুড়াইবে তনু।
কিশোরী-মোহন, লাগি মোর মন,
অনলে দহিছে জনু ॥ ১১
বিরহ-তপন-তাপে, নীরস তনু-বন,
মদন-হুতাশন দহই।
তাহে অতি কাতর, প্রাণ হরিণগণ,
কি করব তাহা নাহি বুঝই ॥ ১২
কি করব রে সখি কহনা উপায়।
বনোয়ারি বিহনে, বিকল বড় অন্তর
ধৈরয ধরণ না যায় ॥ ১৩
ভবন-কলেবর, সাজ করলি যত,
সব ভেল বিপতি-সমান।
এলাগিয়া এহ সব, অতি দূরে ডারহ,
দেখি মোর পোড়য়ে নয়ান ॥ ১৪
করলহুঁ মন যাহা, যাওত মনোরথ,
ভৈ গেল সকল বিনাশ।
সো সব ভাবি অব, তনু জারি যাওত
না রহত জীবন-আশ ॥ ১৫
কি করব কহি যাব, কৈছে জুড়াওব
কহ প্রাণ রহয়ে যাহায়।
শ্রীরঘুনন্দন, করজোড়ি নিবেদয়ে,
ধনি থির করি আপনায় ॥ ১৬

প্রিয়সখি কি রূপে করিব মন স্থির।
পামর শশীরে দেখি জলয়ে শরীর ॥ ১৭
এ পামরে কোন জন কহে সুধাকর।
কিরণ-পরশে যার পুড়িছে অন্তর ॥ ১৮
এই দুষ্ট হরি ছিল নিজ গুরু-দার।
বিরহিণী বিনাশিতে ভয় কি ইহার ॥ ১৯
গৃহ-মাঝে থাকিলে ইহার যায় ভয়।
মলয়-পবন কিন্তু বারণ না হয় ॥ ২০
জগতের প্রাণ বায়ু সব লোকে কয়।
ইহার পরশে কেন শরীর জলয় ॥ ২১
প্রিয় সখি মোর অঙ্গে দাও আচ্ছাদন।
ইহার পরশ আর না হয় সহন ॥ ২২
অথবা কি হবে অঙ্গে আচ্ছাদন দিলে।
বধিতেছে রব করি ভ্রমর-কোকিলে ॥ ২৩

কর্ণেতে অঙ্গুলি দিলে এ দায় এড়াই।
কিন্তু মদনের হাতে পরিত্রাণ নাই ॥ ২৪
হৃদয়ে থাকিয়া এহ ছাড়ে শরগণ।
কি করিয়া হইবে ইহার নিবারণ ॥ ২৫
অধিক অসহ্য হয় এ সকল বাণ।
অতএব কিশোরীর নাহি রহে প্রাণ ॥ ২৬
কহিতে কহিতে, এই সব কথা,
আর না নিঃসরে বাণী।
থির-দিঠি হয়্যা, ভূতলে পড়িলা,
শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী ॥ ২৭
তাহা নিরখিয়া সব সহচরী,
পাইয়া অধিক ত্রাসে।
কি হল্য বলিয়া, করিয়া ব্যাকুলা,
বেড়িলেন চারি পাশে ॥ ২৮
শ্রীললিতা কোলে, তুলিয়া লইয়া,
ডাকিছেন নাম ধরি।
শ্রীবিশাখা দেন, বদন-কমলে,
পুন পুন শীত বারি ॥ ২৯
শ্রীচিত্রা করেন, চন্দন লেপন,
পুন পুনঃ কলেবরে।
শ্রীচম্পকলতা, করেন বীজন,
চামর ধরিয়া করে ॥ ৩০
অধিক যতনে, হেন উপচার,
করিছেন বারে বার।
তথাপি কিঞ্চিত, চেতনা না হল্য,
কোনো মতে শ্রীরাধার ॥ ৩১
তবে শ্রীবিশাখা, কহেন ও সখি,
চাহি দেখ বনমালী।
শুনি কৃষ্ণনাম, কিশোরী চাহিলা,
নয়ন-যুগল মেলী ॥ ৩২
তবে অতিশয় দুখে হইয়া কুপিত।
কহিছেন শ্রীললিতা রাধায় কিঞ্চিত ॥ ৩৩
রাই বুঝিলাম আমি তো বড় কুরুখ।
নাহি জান কিসে সুখ হয় কিসে দুখ ॥ ৩৪
এখনী মরিয়া ছিলি যার উপেক্ষণে।
তারি নাম শুনি পুন পাইলি চেতনে ॥ ৩৫
শ্রীরাধা বলেন সখি কি বটে না জানি।
কাণে প্রবেশিল যেন সুধা-তরঙ্গিনী ॥ ৩৬
মরিতাম যদি তবে ভালই হইত।
তোরাই করিলি কেন মোর এ অহিত ॥ ৩৭
এখন করিব কি তা কর উপদেশ।
কিসে মোর নাহি হয় আর হেন ক্লেশ ॥ ৩৮
ললিতা কহেন সখি শঠ আল্যে এথা।
না কহিয় তুমি তার সনে কোনো কথা ॥ ৩৯
না চাহিয় তার পানে প্রসন্ননয়নে।
না কহিয় তারে দিতে মোদিগে আসনে ॥ ৪০
যখন করিবে সেহ কাকুতি বিস্তর।
মোরাই তাহারে দিব উচিত উত্তর ॥ ৪১
মান করি যদি দুখ দিতে পার তারে।
কিশোরি নারিবে তবে হেন করিবারে ॥ ৪২

ইতি শ্রীগীতমালায়াং বিপ্রলব্ধাবর্ণনং
নাম দ্বাদশং গ্রন্থনং।

ত্রয়োদশ গ্রন্থন।

অথ খণ্ডিতা।

কভু গোরা মানিনী রাধিকা ভাবে ভোর।
ছল ছল নয়ন-যুগলে গলে লোর ॥ ১
উতপত নিশ্বাস ছাড়েন ঘনে ঘন।
নখেতে ধরণী-তল করেন লেখন ॥ ২
দামোদর প্রতি চাহি কহেন বচন।
কঠিনের রীতি তোরা করিলে দর্শন ॥ ৩
পরের বেদনা নাহি জানে যেই জন।
তার সনে প্রীতি করে অতি অভাজন ॥ ৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে হয়্যা জোড়কর।
কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার অন্তর ॥ ৫

হেন মতে রজনি ভেল অবশেষ।
বনমালী কুঞ্জে করল পরবেশ ॥ ৬
ললিতা কহই দেখ বর নারি।
আওত কুঞ্জ-ভবনে বনয়ারী ॥ ৭
যামিনী জাগি অলস-ভর-ভোর।
চলইতে চরণ চলই নহি ঠোর ॥ ৮
অরুণ নয়নযুগ আধ-বিকাস।
অধর নিরখি নহি রহ তহি হাস ॥ ৯

কণ্ঠহি তাড় চিহ্ন উজিয়ার।
নখ-পদ উরঁহি ফুরত অনিবার ॥ ১০
নিরখিয়ে শোভা ইহ চিতহারী।
সফল করহ নিজ নয়ন কিশোরি ॥ ১১

রাই কহত সখি, অদভুত রূপ দেখি,
জনম সফল ভেল মোর।
শশধর উপরি, আধ উদিত হেরি,
রাতা জলরুহ-জোর ॥ ১২
কিবা এহ নহে অপরূপ।
সিন্দুর দিনকর, নখ পদ শশধর,
নিয়ড়ে হই অনুরূপ ॥ ১৩
জগতহিঁ যত অলি, কুসুমহিঁ করু কেলি,
নহি বৈঠত ফল উপরি।
অধর বিম্বফল, উপরিহিঁ বৈঠল,
লোচন কাজর ভমরী ॥ ১৪
ষোলহিঁ শশিকলা, জগত করই আলা,
অধিক না দেখি কভু আন।
ইহ কত নখশশি- কলা রহে পরকাশি,
নিরখি জুড়ায় পরাণ ॥ ১৫

কোন করম ফলে, ইহ দরশন মিলে,
সহচরি কহ না বিচারি।
ললিতা বোলত, নিশি জাগরত,
ফল ইহ-হেতু কিশোরি ॥ ১৬

বনমালী বলেন শুনহ ধনি রাই।
তুমি যাহা কহিতেছ সে সব মিছাই ॥ ১৭
বৃন্দাবনে অসুর আইল একজন।
শুনি যুঝিবারে আমি করিনু গমন ॥ ১৮
সেই লাগি রঙ্গমাটী মাখিছিনু গায়।
গিয়াছে ঘামে আছয়ে মাথায় ॥ ১৯
অন্বেষিতে রাত্রি হল্য অবসান।
তেঁই জাগরণে রাতা হয়্যাছে নয়ান ॥ ২০
বনে তাহারে করিতে অন্বেষণ।
কণ্টক লাগিয়া অঙ্গ করিল খণ্ডন ॥ ২১
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরশিল বিম্ব-লতা।
এই লাগি অধরে হয়্যাছে মলিনতা ॥ ২২
এ সকলে অন্তবোধ তব কেন হয়।
সুমতির দৃষ্টি দিনে ভ্রান্ত কভু নয় ॥ ২৩

ললিতা কহেন ভাল ভুলাও কিশোরী।
কিরূপে ঢাকিবে বুকে চন্দন-মকরী ॥ ২৪

ললিতা বচন, শুনি বনোয়ারি,
লাজ পাই অতিশয়।
কি কব কি কব, করেন ভাবনা,
মুখে বাণী না সরয় ॥ ২৫
লাজে কৈল এক বড় উপকার,
স্বেদ-জল নিকসিল।
যাহাতে করিয়া, মকরীর চিন-,
সকল মিটিয়া গেল ॥ ২৬
তবে ললিতারে, কহেন দেখিলে,
কোথায় মকরী চিন।
একি অদভুত, থাকিতে নয়ন,
দরশন কেন ক্ষীণ ॥ ২৭
ললিতা কহেন, যতেক কহিলে,
বৃথা হল্য সে সকল।
সখি দিল তব কর, সে ঘরমে আর,
কেন কর ছল ॥ ২৮
কিশোরী কহেন, অসুর-সমরে,
হইয়াছে বড় শ্রম।
তেঁই পড়ে ঘাম, যমুনায় স্নান,
করি কর উপশম ॥ ২৯
পুন হি কহত বনয়ারী।
বুঝনু পিয়ে, নিজ গুণ নহি,
জানসি বোলসি পরশিতে বারি ॥ ৩০
শত কোটি চন্দ্র- সুশীতল তব তনু,
দেহ যদি পরশিতে মোয়।
মহারণ শ্রম, ঘরম সব মীটই,
অতিশয় সুখ মঝু হোয় ॥ ৩১
রাই কহত পুন, চন্দ্রাবলি দৃঢ়,
পরশে না মিটল যেহ।
উতপত মঝু তনু, পরশে সো মীটব,
কোন কহল তুঝ এহ ॥ ৩২
তুহঁ মুঝ প্রিয়তম, হিত কহি তোহে হাম,
নাহি রহ তুহুঁ এহ ঠাম।
হামারি কলেবর, তপ্ততপন লাগি,
তাপ পাওবি অনুপাম ॥ ৩৩

কিশোরিক নিঠুর, বচন শুনি বনমালী,
ছল ছল অরুণ-নয়ান।
করযুগ জোড়ি, কহত অতিকাতর,
খেদহিঁ মলিন বয়ান ॥ ৩৪
সুন্দরি তুমি মোর জীবন উপায়,
তুমি যদি মোর প্রতি, হইবে নিঠুরমতি,
তবে কেবা রাখিবে আমায় ॥ ৩৫
শরণ আগত জন, যদি করে দোষগণ,
তভু উপখেতি না যুয়ায়।
বিনি দোষে তুমি মোরে, উপেখিছ কি প্রকারে,
এ ত হয় বড় অপন্যায় ॥ ৩৬
যদি করিয়াছি দোষ, মানিয়া করিছ রোষ,
তবে কর দণ্ড আচরণ।
বান্ধি কণ্ঠে লতা-ডোরে, ভূতলে ফেলিয়া মোরে,
বুকে কর পর্ব্বত চাপন ॥ ৩৭
কিশোরী কহেন শুন, যে তব জীবন ধন,
তার কাছে করহ পয়াণ।
যদি কর অপরাধ, পুরাইয়া মন সাধ,
করিবে সে এ দণ্ড বিধান ॥ ৩৮
মোরা উদাসীন হুই, দোষ নিতে যোগ্য নই,
দণ্ডকরা কথা রহু দূরে।
শ্রীরঘুনন্দন কয়, বুঝিবারে কে পারয়,
তোমার মনের ভঙ্গীভরে ॥ ৩৯

পুন গদগদ রবে, বনমালী বোলত,
জানহুঁ হৃদয় তোঁহারী।
মঝু দরশনে তুহুঁ, বড় দুখ পাওসি,
থিতি অনুচিত ইহ মেরী ॥ ৪০

এ লাগিয়া অব, হাম যাঁহা তাঁহা,
যাওব তুহুঁ এক রাখবি বোলে।
কভু কভু নিজ গলে, পহিরবি তুহুঁ,
ইহ মনোহর মুকুতা-মালে ॥ ৪১

ইহ কহি নিজগল, হার নেই কর,
দেওল রাইক-চরণে।
চরণ উচালনে, দূরহিঁ ডারল,
গোরী অরুণিত-নয়নে ॥ ৪২
হাহা কি হওল, কোমল পদযুগে,
বেধিল কত মণিদাম।
এত কহি নিজ করে, রাইক পদযুগ,
পরশই পহুঁ ঘনশ্যাম ॥ ৪৩
তাহে অতি রোখি, সুমুখী বিমুখী,
ভেল বোলন কছু নাহি আন।
রঘুনন্দন কহে, কোনহুঁ বুঝব,
রাইক-মান-অমান ॥ ৪৪

রাধিকার অনাদর দেখি বংশীধারী।
চলিলেন অন্য ঠাঁই সে নিকুঞ্জ ছাড়ী ॥ ৪৫
যান যান পুন পুন ফিরি ফিরি চান।
তথাপি না শান্ত হল্য রাধিকার মান ॥ ৪৬
বিশাখা বলেন তবে শুনহ সুন্দরি।
রাখিতে পারিবে মান দেখহ বিচারি ॥ ৪৭
যদি নাহি পার তবে বলহ এখন।
ফিরাইয়া নটবরে করি আনয়ন ॥ ৪৮
কিশোরী কহেন যদি ভাল বাস মোরে।
না কর উহার নাম সত্য কহি তোরে ॥ ৪৯

এথা বনমালী, নিধুবনে গিয়া,
বিরহেতে উতরোল।
নয়ন-জলেতে, আকুল বয়ান,
কহিছেন এই বোল ॥ ৫০
হায় কি করিনু অনুচিত।
সঙ্কেত করিয়া, পিয়া উপেখিয়া,
রহিলাম আন ভিত ॥ ৫১

আহা মরি মরি, আমারে পাইবে,
এই আশা মনে করি।
কত দুখ পাই, পিয়া গোঁয়াইল,
আগি সব বিভাবরী ॥ ৫২
মোরে দেখি পিয়া, যে কিছু কহিল,
সরলের মত কথা।
তাহা ভাবি ভাবি, মন স্থির নহে,
অতিশয় পায় ব্যথা ॥ ৫৩
সজল অরুণ, নয়ন-যুগল,
কম্পিত-অধর হয়্যা।
গদ গদ ভাষে, যে কিছু কহিল,
মনে পড়ে রয়্যা রয়্যা ॥ ৫৪
পরাণ অধিক, সরবস ধন,
মোর হয় সে কিশোরী।

তাহা বিনে প্রাণ, অধিক বিকল,
স্থির করিবারে নারি ॥ ৫৫
তবে বংশীধারী স্থির করিবারে চিতে।
আরম্ভিলা গান করিবারে মুরলীতে ॥ ৫৬
কিবা সুমধুর সেই মুরলীর গীত।
হরে যাহে জগতের সকলের চিত ॥ ৫৭
পশু পাখি যাহা শুনি ক্রন্দন করয়।
মনুষ্য ভুলিবে তাহে এ আশ্চর্য্য নয় ॥ ৫৮
। কি কব তরু হয় মুকুলিত।
াণ গলয়ে নদী-জল উছলিত ॥ ৫৯
সেই শব্দ-সুধা-নদী রাধিকার মনে।
বশিয়া নিবাইল মান-হুতাশনে ॥ ৬০
বে মান গেল হল্য বিরহ উদয়।
কিশোরী কহেন তবে আপন হৃদয় ॥ ৬১

ইতি শ্রীগীতমালায়াং খণ্ডিতাবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশং গ্রন্থনম্।

চতুর্দ্দশ গ্রন্থন।

অথ কলহান্তরিতা।

কলহান্তরিতা রাধা ভাবে।
কভু পহুঁ গোরা মনে ভাবে ॥ ১
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু মোরে।
উপেখিনু তেমন নাগরে ॥ ২
পিয়া কত করিল কাকুতি।
কিছু না শুনিনু মূঢ়মতি ॥ ৩
সে সকল ভাবিয়া এখন।
দহিতেছে তনু প্রাণ মন ॥ ৪
করিবে কে হিত আচরণ।
দেখাইবে সে চান্দ বদন ॥ ৫
শ্রীরঘুনন্দন দাস কহে।
প্রভু তাঁরে দেখ নিজ দেহে ॥ ৬

যাহার চরণ, দেখিতে বাসনা,
করে সব ব্রজনারী।
সেহ মোর প্রতি কত না সাধিল,
না চাহিনু তভু ফিরি ॥ ৭
ধিক্ ধিক্ রহু মোরে।
হায় হায় তেন, বন্ধু উপেখিনু,
দারুণ মানের তরে ॥ ৮
আপন গলায়, মকুতার হার,
পিয়া দিল করে ধরি।
মানের গরবে, তাহা না লইনু,
কেলি দিনু পায়ে করি ॥ ৯
যে কর হৃদয়ে, ধরিতে বাসনা,
কমলা করয়ে নিতি।
তাহে মোর পদে, ধরিল তথাপি,
না চাহিনু তার প্রতি ॥ ১০
মোর অনাদরে দুখিত হইয়া,
রাজ-কিশোর গেল।
তথাপি তাহারে নাহি ফিরাইনু,
সে সব হইল শেল ॥ ১১
এইরূপ ভাবেন কিশোরী,
নয়ন-যুগলে গলে বারি ॥ ১২
চতুরা বিশাখা তা দেখিয়া।
কহিছেন ঈষত হাসিয়া ॥ ১৩
সখি একি অপরূপ দেখি।
ছল ছল কেন তব আঁখি ॥ ১৪
ছোড়সি দীঘ নিশাস।
বোলসি কছু নাহি ভাষ ॥ ১৫
লেখসি নখে করি ধরণী।
রহসি মলিন অধ-বয়নী ॥ ১৬
কহ নিজ ভাব কিশোরী।
তোহে হেন দেখিতে ন পারী ॥ ১৭
শুনি বিশাখার বাণী, সজলনয়নী ধনী,
কহিছেন গদ গদ ভাষ।
কি কহিব সহচরি, না হেরিয়া বংশীধারী,
হোয়ত সকলী উদাস ॥ ১৮
সখি রে কহিব কি দুখ আপনার।
মোর তনু-বনে পশি, বিরহ-দহন রাশি,
পোড়াইয়া করে ছার খার ॥ ১৯
তুই বংশীরব তায়, ফুৎকার সমান তায়,
জালি দিছে সেই হুতাশন।
কে করিবে পরিত্রাণ, কিরূপে রহিবে প্রাণ,
ভাবি স্থির নাহি হয় মন ॥ ২০

ধিক্ রহু বিধাতারে, যে স্থজিল অবলারে,
তাহে পুন ঘটাওল মান।
যার লাগি প্রিয় জন, দুখ পায় অনুক্ষণ,
কিছু নাহি সুখ-সংবিধান ॥ ২১
আমি করি সেই মান, সকল-জগত-প্রাণ,
প্রিয়তম উপেখিনু হরি।
অতএব বিষ খাই, কিম্বা কালীদহে যাই
জীবন তেজিবে এ কিশোরী ॥ ২২
রাই বচন শুনি দুখিত পরাণী।
ললিতা বোলত মধুরিম বাণী ॥ ২৩
সহচরি রোঅসি কাতর কাহে।
বাঙসি কাহে বা উপেখিতে দেহে ॥ ২৪
তোহে উপেখিয়া কাঁহা যাওব কান।
আনব তুঝ গুণে টানি এখান ॥ ২৫
যদি ভাবত নহি পার বিরহিতে।
চলিয়ে তব হাম তাকো ঢুড়িতে ॥ ২৬
হাম সুচতুরমতি তুহুঁ সহচারী।
আনি মিলাওব তোহে বনোয়ারী ॥ ২৭
কহি ইহ বাত আশাসি কিশোরী।
ললিতা চলত যাঁহা মুরলীধারী ॥ ২৮
ললিতারে নিরখি কহেন বংশিধারী।
সুন্দরি কি করিছেন এখন কিশোরী ॥ ২৯
এখনো কি তাঁর মান না হয়্যাছে লয়।
মোর প্রতি হয় নাই কিবা কৃপোদয় ॥ ৩০
ললিতা কহেন করিতেন দুষ্ট কাজ।
কহিতে এ সব কথা নাহি হয় লাজ ॥ ৩১
তোহে উপেখিয়া সখী কহিলা আমারে।
পুষ্প আনয়ন কর সূর্য্য পুজিবারে ॥ ৩২
এক মাস ব্রত ধরি তাঁহারে পুজিব।
কোনো পরপুরুষের মুখ না দেখিব ॥ ৩৩
অতএব আসিয়াছি কুসুম লইতে।
তাহার নিকটে শীঘ্র হইবে যাইতে ॥ ৩৪
এত শুনি বনমালী নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহিছেন ললিতারে কাকুতি করিয়া ॥ ৩৫
'কি হইবে প্রাণসখি কহ কহ মোরে।
প্রিয়া বিনে হৃদয় ধৈরয নাহি ধরে ॥ ৩৬
যদি মান নাহি যায় না যাকু সুন্দরি।
দেখাও তাহারে এক বার যুক্তি করি ॥ ৩৭

ললিতা কহেন যদি দেখিবে কিশোরী।
নারীবেশ ধরি চল তবে বংশীধারী ॥ ৩৮
তবে নারীবেশে বংশীধারী।
চলিলা ললিতা অনুসরি ॥ ৩৯
শ্রীললিতা নিজে থাকি দ্বারে।
পাঠাইলা শ্যামে অভ্যন্তরে ॥ ৪০
তাঁরে দেখি পুছেন কিশোরী।
কে বট তুমি হও সুন্দরি ॥ ৪১
ব্রজমাঝে লাবণ্য এমন।
কারো নাহি হয় দরশন ॥ ৪২
শ্যাম কন বৃন্দাবনেশ্বরি।
আমি হই বৃন্দা-সহচরী ॥ ৪৩
তুমি মান করাছ নাগরে।
শুনি পাঠাইলা সখী মোরে ॥ ৪৪
বনমালী তোমার লাগিয়া।
ভূমে লুঠে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৪৫
শুনি কান্দি কহেন কিশোরী।
সখি তুমি যাহ ত্বরা করি ॥ ৪৬
মোর বাক্যে কহিবে বৃন্দারে।
শীঘ্র লয়্যা আসিতে তাঁহারে ॥ ৪৭
ললিতাও তথায় গিয়াছে।
না জানি কি লাগি না আসিছে ॥ ৪৮
বুঝি সেই ব্রজের পরাণ।
মোর প্রতি কৈলা অভিমান ॥ ৪৯
এত কহি কান্দেন কিশোরী।
তাঁহারে কহেন বংশীধারী ॥ ৫০
বৃন্দাবনেশ্বরি, না কান্দ না কান্দ,
স্থির কর নিজ মনে।
আমি বনমালী, আনি মিলাইব—
এখনি তোমার সনে ॥ ৫১
সেহ তব গুণে, বশ অতিশয়,
নিজে তব দাস মানে।
তোমারে ছাড়িয়া কার কাছে যাই,
জুড়াইবে নিজ প্রাণে ॥ ৫২
শ্রীরাধিকা কন, আজি হত্যে তুমি,
হল্যে মোর সহচরী।
আগু দিব তোরে, প্রেম আলিঙ্গন,
আন শ্যামে ত্বরা করি ॥ ৫৩

এত কহি রাই, দু বাহু পসারি।
নাগরের গলে ধরি।
পরশে জানিয়া, জড়িত হইয়া।
রহিলা সুখেতে ভরি ॥ ৫৪
কিছু কাল পরে, গদ গদ রবে,
কহে শঠ শঠবাণী।
তাহা শুনি জানি, সহচরী সব,
দূরে গেলা সুখিপ্রাণী ॥ ৫৫
তবে বনমালা, প্রিয়া কোলে করি,
পালঙ্কে বসিয়া কন।
প্রিয়ে দয়াময়ি, দয়া পরকাশি,
কর দোষ ক্ষমাপণ ॥ ৫৬
চঞ্চল-স্বভাব, মধুকর হয়,
ভ্রমে কুমুদিনী-বনে।
তবু পদ্মিনি, তাহার সে দোষ,
কদাচিতো নাহি গণে ॥ ৫৭
তুমি মোর প্রাণ, সরবস ধন,
হও নয়ানের তারা।
তোমার বিরহে, কিশোরি আমার,
ক্ষণ হয় যুগ পারা ॥ ৫৮
রাই কন শুন বংশীধারী।
বিবেচনাহীন হয় নারী ॥ ৫৯
যা বিনে ক্ষণেক না বাঁচয়।
মান করে তাহাতে দুর্জ্জয় ॥ ৬০
দেখ কোথা গুণাকর তুমি।
কোথা নানা দোষাশ্রয় আমি ॥ ৬১
আমি তোমা প্রতি করি মান।
অতি অনুচিত এ বিধান ॥ ৬২
তুমি কৃপাময় শিরোমণি।
সাধ মোরে সে দোষ না গণি ॥ ৬৩
মোর মান করিতে ভঞ্জন।
নারী-বেশ করিলে ধারণ ॥ ৬৪
রসিক-শেখর বংশীধারী।
তব দাসী হয় এ কিশোরী ॥ ৬৫
এত কহি শ্রীরাধিকা করেন ক্রন্দন।
টবর করিছেন তাঁহারে সান্ত্বন ॥ ৬৬
করি অশ্রুজল করিয়া মার্জ্জন।
সহস্র সহস্র বার করেন চুম্বন ॥ ৬৭
তবে দোঁহে অতিশয় আনন্দ উল্লাস।
নানা কেলি করি কৈলা পূর্ণ অভিলাষ ॥ ৬৮
পরে শ্রীরাধিকা কন দেখ প্রাণেশ্বর।
বেশ-ভূষা-হীন হল্য মোর কলেবর ॥ ৬৯
সখী সব দেখিয়া করিবে পরিহাস।
লাজে কিরূপেতে মুখ করিব প্রকাশ ॥ ৭০
তাহা শুনি সুখিত কহেন বংশীধারী।
আমি বেশ করি দিব তোমার কিশোরি ॥ ৭১

ইতি শ্রীগীতমালায়াং কলহান্তরিতা-বর্ণনং
নাম চতুর্দ্দশং প্রস্থনম্ ॥ ১৪

পঞ্চদশ প্রস্থন।

অথ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা।

ভকতের বশ পহুঁ গোরা।
ভকত-প্রণয়-রসে ভোরা ॥ ১
ভক্ত জনে যাহা নিবেদয়।
কৃপা করি তাহাই করয় ॥ ২
বাঞ্ছা করে যাহা ভক্ত জন।
পহুঁ তাহা করয়ে পূরণ ॥ ৩
ভক্ত যাহা বাঞ্ছা না করয়।
ভাল হল্যে তাহাও করয় ॥ ৪
শ্রীরঘুনন্দন ইহা জানি।
সেবে তাঁর চরণ দুখানি ॥ ৫

রসিক-শেখর তবে করে তূলী ধরি।
রাধিকার পয়োধরে লিখেন মকরী ॥ * ৬
কিন্তু সেই চিত্র পরিপূর্ণতা না পায়।
দোঁহাকার ঘর্ম্মজলে গলি গলি যায় ॥ ৭
তাহে অতিশয় সুখ হয় দুহুঁ-মনে।
পাই দোঁহে দোঁহাকার অঙ্গ পরশনে ॥ ৮
বিশেষত দেখি রাধিকার পয়োধরে।
কৃষ্ণের হৃদয় সুখে টলবল করে ॥ ৯

* তবে বনয়ারী, মৃগ-মদে করি, রাধিকার পয়োধরে। কত শত বার পুঁছিয়া পুঁছিয়া, নানামত চিত্র করে॥

তারপর গণ্ডদেশে চন্দনেতে করি।
নানাবিধ পত্রাবলী লিখিলেন হরি ॥ ১০
সেই পত্রাবলী কিবা শোভিল কপোলে।
নানামত মুক্তা যেন দর্পণের তলে ॥ ১১
মৃগমদ-তিলক করিলা নাসিকায়।
স্বর্ণ-তিল পুষ্পে যেন মধুকর ভায় ॥ ১২
ললাটেতে সিন্দূরের বিন্দু সমর্পিলা।
শশি-মণ্ডলেতে যেন রবি দেখা দিলা ॥ ১৩
শ্রীরঘুনন্দন রটে রবি কোন্ ছার।
ক্ষণ কাল নাহি রহে রক্তিমা যাহার ॥ ১৪

সেই সিন্দূরের চারি পাশে।
বিন্দু দিলা চন্দনের রসে ॥ ১৫
যেন বেড়ি প্রাতের তপন।
উদয় করয়ে তারাগণ ॥ ১৬
নয়নেতে দিলেন অঞ্জন।
শতদলে ভ্রমর যেমন ॥ ১৭
কুঞ্চিত কুন্তলে বেণি করি।
কুন্দফুল দিলা তদুপরি ॥ ১৮
কিবা তাহে সাজে সেই ফুল।
যমুনায় যেন প্রোষ্ঠীকুল ॥ ১৯
হেম-সিঁথি বান্ধিলা সিঁথায়।
মেঘে যেন বিজুরী খেলায় ॥ ২০
তাহে দোলে মুকুতার ঝারা।
বিজুরী নিকটে যেন তারা ॥ ২১
নাসিকায় দিলেন বেশর।
যাহে দোলে মোতির ঝালর ॥ ২২
সে সাজিল বদন-মাঝারে।
তারা যেন চান্দের উপরে ॥ ২৩
শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয়।
কোটি তারা তার তুল্য নয় ॥ ২৪

দুই কাণে দিলা কর্ণফুল মণিময়।
শুক্র বৃহস্পতি যেন করিলা উদয় ॥ ২৫
অসিত কাঁচুলী বান্ধিলেন পয়োধরে।
নব মেঘ ঢাকে যেন সুমেরু-শিখরে ॥ ২৬
ছিন্ন মুক্তাহার সব গাঁথিয়া যতনে।
গলে দিয়া কহিছেন হসিত-বদনে ॥ ২৭
তুমি বড় ভাগ্যবান্ হও মুক্তাহার।
প্রিয়া-পয়োধরে সদা করহ বিহার ॥ ২৮
কটিতে কিঙ্কিণী-দাম করিয়া বন্ধন।
চরণে যাবক দিতে করিলা গ্রহণ ॥ ২৯
তাহা দেখি শ্রীরাধিকা ধরি কৃষ্ণকরে।
কহিতে লাগিলা তাঁরে গদগদ-স্বরে ॥ ৩০
যাবক রয়্যাছে পূর্ব্বমত মোর পায়।
ইহা নাহি দিতে হবে বন্ধু হে তোমায় ॥ ৩১
শ্রীকৃষ্ণ কহেন যদি ইহা না পরিবে।
তবে মোর করা বেশ তেজিতে হইবে ॥ ৩২
এত কহি বল করি কিশোরীমোহন।
যাবকে রঞ্জিত কৈলা কিশোরীচরণ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীগীতমালায়াং স্বাধীনভর্তৃকা-বর্ণনং
নাম পঞ্চদশং গ্রন্থনম্ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ গ্রন্থন।

অথ রাধিকার রাজ্য।

এক দিন শ্রীবাসাদি ভকত যতেক।
ভক্তিরাজ্যে গৌরের করেন অভিষেক ॥ ১
বসাইয়া দিব্য সিংহাসনের উপরে।
গঙ্গাজল বহু ঘট ঢালে তাঁর শিরে ॥ ২
চৌদিকে বেড়িয়া হয় হরি-সংকীর্ত্তন।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ বাজয়ে সঘন ॥ ৩
পুর-নারীগণ করে উলু উলু রব।
কুসুম বর্ষণ করে প্রিয় ভক্ত সব ॥ ৪
শ্রীরঘুনন্দন জয় জয় শব্দ করি।
নাচি নাচি ফিরে সুখে দিয়া করতারী ॥ ৫

কভু বনয়ারি, নানা কেলি করি,
বৃষভানু-সুতা-সনে।
আনন্দিত-মনে, হসিত-বদনে,
কহিছেন সখীগণে ॥ ৬
শুন সখীসব বাণী।
আছে চিরদিন, এক আশা মোর,
পুরাহ সকলে শুনি ॥ ৭
এই বৃন্দাবনে, নিকুঞ্জ-ভবনে,
শ্রীরাধারে করি রাজা।

যাহার যে মন, করহ সেবন,
কেহ কেহ হও প্রজা ॥ ৮
শুনি সখী যত, আনন্দিত-চিত,
ভাল ভাল ভাল বলি।
রত্ন-সিংহাসনে, বসায়্যা রাধারে,
রাজা করে কুতূহলী ॥ ৯
হেম-ঘটে করি, যমুনার বারি,
আনি দেয় সখীগণ।
নিজ করে করি, করিছেন হরি,
অভিষেক-আচরণ ॥ ১০
তবে সখীগণ, পরায়্যা বসন,
দিব্য বেশ বনাইলা।
কিশোরী-মোহন, লইয়া চন্দন,
ভালে রাজ-টিকা দিলা ॥ ১১
মন্ত্রী হইলা তাঁর চতুরা ললিতা।
তার প্রতিনিধি শ্রীবিশাখা সুচরিতা ॥ ১২
ধরিলা কুসুম-ছত্র চিত্রা-দেবী মাথে।
শ্রীচম্পকলতা সে তাম্বূল দেয় হাথে ॥ ১৩
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা চামর ঢুলায়।
রঙ্গদেবী সুদেবী রাধার যশ গায় ॥ ১৪
জয় জয় শ্রীরাধিকে বৃন্দাবনেশ্বরি।
জয় জয় জগতমোহন মনোহারী ॥ ১৫
জয় জয় বনমালি-বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকরী।
জয় জয় বিপক্ষ-রমণী-মদ-হরী ॥ ১৬
জয় সখী চাতকী-আনন্দ-কাদম্বিনী।
চন্দ্রাবলী-আদি সকল কিশোরী-শিরোমণি ॥ ১৭
তবে অতিশয় আনন্দিতা।
শ্রীকৃষ্ণেরে কহেন ললিতা ॥ ১৮
শুন ওহে বনমালি বাণী।
কি সেবা লইবে কহ শুনি ॥ ১৯
সখী সব সেবা বাঁটি নিল।
যার যে বাসনা মনে ছিল ॥ ২০
হেন সেবা আর নাহি দেখি।
যাহাতে তোমার নাম লেখি ॥ ২১
শুনিয়া কহেন বংশীধারী।
মোর সেবা আছে বড় ভারী ॥ ২২
আমি রাজ্যে কোতোয়াল হব।
রাজ-জয়-ফুকারী ফিরিব ॥ ২৩
কিবা গুণ জানেন কিশোরী।
যাহে কোতোয়াল হল্যা হরি ২৪
তবে কোতোয়াল হল্যা প্রভু বনয়ারী।
রাধিকার জয় ঘোষে কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরি ॥ ২৫
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবাকার অদর্শনে।
রাখিলা আপন বাঁশী ললিতা-বসনে ॥ ২৬
তবে রাধিকার আগে কর যোড় করি।
নিবেদন করিতে লাগিলা বংশীধারী ॥ ২৭
বৃন্দাবনেশ্বরি শুন মোর নিবেদন।
মোর বংশী চুরী করিলেক কোন জন ॥ ২৮
শুনিয়া বিশাখা কহে মৃদু মৃদু হাসি।
ভাল হল্য চুরী গেল কুল-নাশা বাঁশী ॥ ২৯
এবে কুলবতীকুল মান-রক্ষা হবে।
গৃহে থাকি নারী সব সুখে ঘুমাইবে ॥ ৩০
কিশোরী কহেন সখি ভাল না কহিলে।
রাজ্যের অখ্যাতি হবে এমন করিলে ॥ ৩১
ললিতা চতুর-মতি, কন বংশীধারী প্রতি,
তুমি নিজে কোতোয়াল হয়্যা।
নিজে নারি রাখিবারে, রাজ-আগে কি প্রকারে,
এ কথা কহিছ লাজ খায়্যা ॥ ৩২
মাগো মাগো মোরা মরি যাব এই লাজে।
রাজার অখ্যাতি হবে, সঙ্গি সব দোষ পাবে,
হেন জন রাখিলে এ কাজে ॥ ৩৩
কহিছেন বংশীধারী, রাজ-প্রিয়-জনে চুরি,
যদি করে রাজ-বিদ্যমানে।
কোটাল হইতে তার, কি হইতে পারে আর,
রাজ-অগ্রে নিবেদন বিনে ॥ ৩৪
শুনি বাণী রাধা কন, সখী সব এ কেমন,
করিলেক কেবা এই কাজ।
শুষ্ক বাঁশ এক পাব, হরি কি হইল লাভ,
সকলেরে দিল মহালাজ ॥ ৩৫
কিশোরীর কথা শুনি, কহে সব সখী বাণী,
মোরা কিছু বাঁশীর না জানি।
যাহারে সন্দেহ করে, কোটাল ধরিয়া তারে,
দেখুক আপন রত্ন খানি ॥ ৩৬
বনমালী কন, মোর দুষ্ট মন,
সন্দেহ করয়ে সবে।

তাহার প্রত্যয়, যে করিলে হয়,
তাহাই করিতে হবে ॥ ৩৭
মন শঙ্কা করে, কাঁচুলী ভিতরে,
বাঁশী রাখিয়াছে কেহ।
অতএব তাহা, প্রকাশ করিয়া,
আমারে প্রত্যয় দেহ ॥ ৩৮
ললিতা বলয়ে, তাহাই করিব,
রাজারে জিজ্ঞাসি আসি।
এতেক কহিয়া, উঠিতে পড়িল,
বসন হইতে বাঁশী ॥ ৩৯
তবে কন শ্যাম, দেখ দেখ বাম,
বৃন্দাবন-পট্টেশ্বরি।
কর আজ্ঞাপন, ইহার যেমন,
দণ্ড হয় সুবিচারি ॥ ৪০
কিঞ্চিত কুপিতা, কহেন ললিতা,
শুন শুন মহারাণি।
কোটাল-কপটে, বাঁশী মোর পটে,
রাখিছিল এই মানি ॥ ৪১
যদি না মানহ, তবে আজ্ঞা দেহ,
উহারে শাসন করি।
কিশোরী সম্প্রতি, করুক শপতি,
তোমার চরণ ধরি ॥ ৪২

তাহা শুনি ভাল ভাল বলি।
হৃদয়ে সাহস করি, চলিলেন বংশীধারী,
দিব্য করিবারে কুতূহলী ॥ ৪৩
তাঁহারে নিকটে দেখি, সশঙ্কিত শশিমুখী
নিজ-পদ ঢাকেন বসনে।
তথাপি বলেতে হরি, তাঁহার চরণোপরি,
নিজ কর দিলা সুখিমনে ॥ ৪৪

সে পদ-পরশ-সুখে, বচন না স্ফুরে মুখে,
কম্পিত হইলা বনমালী।
তাহা দেখি সখীগণ, অতি আনন্দিত-মন,
হাস্য করে দিয়া করতালী ॥ ৪৫
ললিতা কহেন বাণী, দেখিলে হে মহারাণি,
ধর্ম্মবল আপন গোচরে।
মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে, কম্প হয় কলেবরে,
অধার্ম্মিক কোথা দিবো ভরে ॥ ৪৬

অন্য সখী কহে ভাল, হইয়াছে কোতোয়াল,
মিথ্যা পর-অপবাদ-কারী।
মোর নীতি অনুসারে, করি এবে প্রতীকারে,
কিশোরীর আজ্ঞা অনুসারী ॥ ৪৭

কহিতে কহিতে কেহ লইল মুরলী।
কেহ মস্তকের চূড়া লইতেছে খুলি ॥ ৪৮
কেহ কাড়ি লয় মুক্তা-মালা গুঞ্জাহার।
উত্তরীয় লয় কেহ করি বলাৎকার ॥ ৪৯
তাহা দেখি হাসিয়া শ্রীরাধারাণী কন।
সখী সব মোর আগে অন্যায় কেমন ॥ ৫০
না হইতে না হইতে রাজ-আজ্ঞাপন।
বড় অনুচিত হয় দণ্ড আচরণ ॥ ৫১
সখী সব কহে এত বড় অবিচার।
রাজা হয়্যা চোর-পক্ষ করয়ে স্বীকার ॥ ৫২
অতএব এখানেতে থাকা অনুচিত।
চল চল যাই মোরা অন্যত্র তুরিত ॥ ৫৩
এত কহি কিশোরীর বদন চাহিয়া।
সকলে বাহিরে গেলা হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৫৪

তবে নিরঞ্জন দেখি।
রাই-সিংহাসনে, উঠিয়া বসিলা,
বনমালী হয়্যা সুখী ॥ ৫৫
তবে প্রেমময়ী, প্রেমে গদ গদ,
কহিছেন রস-রাজে।
নাগর এ কাজ, করিয়া আমারে,
ডুবাইলে মহালাজে ॥ ৫৬
কহিবে সকলে, এমত রমণী,
না দেখিয়ে ত্রিজগতে।
নিজে রাজা হয়্যা, কোটাল করয়ে,
আপনার প্রাণনাথে ॥ ৫৭

কন বনয়ারী, শুন হে সুন্দরি,
তোমার পিরিতি রসে।
বশ হয়্যা আমি, যে লীলা করিয়ে,
তাহে কোন জন হাসে ॥ ৫৮
এমন পিরিতি, জগত-ভিতরে,
আছয়ে কোথা বা কার।
এ লাগি ইহার, উপমার স্থান,
থাকিবেক কোথা আর ॥ ৫৯

কিশোরী-চরণ, করিয়া স্মরণ,
শ্রীযদুনন্দন ভণে।
রাধা-মাধবের, প্রেমের উপমা,
নাহি লক্ষ্মী-নারায়ণে ॥ ৬০

ইতি শ্রীগীতমালনাম্নাং রাধা-রাজ্য-বর্ণনং
নাম ষোড়শং গ্রন্থনম্ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ গ্রন্থন।

অথ ছদ্মাভিসার।

একদিন গোরা দ্বিজমণি।
গৌরীদাসে কহিছেন বাণী ॥ ১
কহ কহ কহ হে বান্ধব।
কি করিয়া পাইব মাধব ॥ ২
না দেখিতে পাইয়া তাঁহারে।
নাহি পারি স্থির হইবারে ॥ ৩
না দেখিয়া সে চান্দবদন।
বৃথা দিন করয়ে গমন ॥ ৪
যদি কিছু থাকয়ে উপায়।
কহি স্থির করহ আমায় ॥ ৫
শ্রীযদুনন্দন নিবেদয়।
এ ভাব কে বুঝিতে পারয় ॥ ৬

একদিন বৃন্দাবনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
বনমালী সুবলেরে লাগিলা কহিতে ॥ ৭
সখা আজি দুই তিন দিন রাধিকায়।
দেখিতে না পাই মন আকুল চিন্তায় ॥ ৮
শুনিয়াছি রোষ করি জটিলা তাহারে।
রাখিয়াছে নাহি দেয় বনে আসিবারে ॥ ৯
কিন্তু তারে নাহি দেখি স্থির নহে মন।
অতএব কর কিছু উপায় রচন ॥ ১০
এত শুনি ভাল বলি সুবল চলিলা।
যাইতে যাইতে পথে ভাবিতে লাগিলা ॥ ১১
আমি রাই-বেশ ধরি রহিব ভবনে।
মোর বেশে তারে পাঠাইয়া দিব বনে ॥ ১২
ইহা হৈলে জটিলা না পারিবা লখিতে।
কিশোরী পাইয়া সখা সুখী হবে চিতে ॥ ১৩
এত ভাবি গিয়া কিছু দূর।
নিজ বেশ করিলা মধুর ॥ ১৪
নীল পাগ বান্ধিলা মাথায়।
নীল জামা পরিলেন গায় ॥ ১৫
কমলের মালা থরে থরে।
পরিলেন বুকের উপরে ॥ ১৬
সব অঙ্গ আচ্ছাদন করি।
লইলেন বিচিত্র উত্তরী ॥ ১৭
তবে গিয়া জটিলার দ্বারে।
আরম্ভিলা কহিতে তাহারে ॥ ১৮
কিশোরীর জননী আমায়।
পাঠাইলা পুছিতে তোমায় ॥ ১৯

শুনিয়াছি মোর কন্যা দুই তিন দিন।
হঞা আছে শয়ন-ভোজন-পান-হীন ॥ ২০
অতএব সুবলেরে করিয়ে প্রেরণ।
কহিবে এ সকলের তুমিহ কারণ ॥ ২১
জটিলা কহয়ে সব কথা সত্য হয়।
কিন্তু তার কারণ আমার বেদ্য নয় ॥ ২২
তুমি গিয়া জিজ্ঞাসা করহ রাধিকারে।
যদি কহে তবেই পারিবে জানিবারে ॥ ২৩
তবে শ্রীসুবল গেলা রাধার ভবনে।
তাঁরে জিজ্ঞাসেন রাধা উৎকণ্ঠিত-মনে ॥ ২৪
সুবল বলহ কোথা আছেন নাগর।
করিছেন কিবা তাহা কহরে সত্বর ॥ ২৫
দাসীরে করেন মনে ব্রজ কিশোর।
কহ কি লাগিয়া এথা আগমন তোর ॥ ২৬

সুবল কহেন রাই, তোহে না দেখিতে পাই,
সখা মোর বড়ই কাতর।
উপেখিয়া গোচারণ, সখা সঙ্গে বিহরণ,
ভ্রমে সদা বনের ভিতর ॥ ২৭
বিহরয়ে তোমা সনে, সখা যেই যেই বনে,
তথা তথা করিয়া গমন।
দেখিতে না পাই তোহে, নয়ন ঢাকয়ে লোহে,
নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনে ঘন ॥ ২৮
সম্প্রতি সে বৃন্দাবনে, থাকিয়া দুখিত মনে,
পাঠাইলা মোরে তোহে নিতে।
অতএব একবার, কর তুমি অভিসার,
শ্যাম চান্দে সুখিত করিতে ॥ ২৯

রাধিকা কহেন সখা, না পাই তাঁহার দেখা,
আমিহ মরমে আছি মরি।
শাশুরী রাক্ষসী দ্বারে, বসি আছে কহ তারে,
ভুলাইব কিবা যুক্তি করি॥ ৩০
সুবল কহেন ধনি, মোর এই বেশ খানি,
ধরি তুমি দাসী সঙ্গে নিয়া।
কহিয়াছ জটিলারে, বুঝাইনু রাধিকারে,
ভোজন করিবে সুখিহিয়া॥ ৩১
আমি ধরি তব বেশ, গৃহে করি পরবেশ,
থাকিয়া করিব সব কাজ।
তুমিহ আইলে ফিরি, আমি নিজ-বেশ ধরি,
কিশোরি যাইব বন-মাজ॥ ৩২
তবে ভাল বলি রাধা গেলা গুপ্ত দেশে।
দাসী-পরিবৃত্তি করি দিল দুহুঁ বেশে॥ ৩৩
কিবা পরিপাটী বেশ হইল দোঁহার।
তাঁহারাই যা দেখি পাইলা চমৎকার॥ ৩৪
তবে শ্রীরাধিকা দ্বারে করিয়া গমন।
জটিলারে কহিতে লাগিলা এ বচন॥ ৩৫
পুছিনু আমিহ রাধিকারে সব কথা।
কহিলেন আমার শরীরে ছিল ব্যথা॥ ৩৬
আজি হইয়াছে সে সকল অবসান।
অতএব করিব ভোজন স্নান পান॥ ৩৭
পুনশ্চ ভোজন কালে আমিহ আসিব।
যদি নাহি ভুঞ্জে তবে কহি ভুঞ্জাইব॥ ৩৮
এত কহি তিঁহ যবে পয়াণ করিলা।
একদাসী কুম্ভ কাঁখে পশ্চাতে চলিলা॥ ৩৯
ক্রমে ক্রমে দুই জনে গেলা বৃন্দাবনে।
বরজকিশোর দেখি ভাবিছেন মনে॥ ৪০
একি একা আসিতেছে সখা।
বুঝি পায় নাই তার দেখা॥ ৪১
অথবা জটিলা আছে দ্বারে।
পারে নাই প্রিয়া আসিবারে॥ ৪২
কি হইবে কি করিব হায়।
মন স্থির করা নাহি যায়॥ ৪৩
কাছে দেখি কহেন বিকল।
কি হইল কহরে সুবল॥ ৪৪
কেন না আইল মোর প্রিয়া।
তাহা বিনে স্থির নহে হিয়া॥ ৪৫
কৃষ্ণ-কথা কিশোরী শুনিয়া।
কহিছেন কপট করিয়া॥ ৪৬
প্রিয়সখা করিলাম অনেক যতন।
না পারিনু করিতে রাধারে আনয়ন॥ ৪৭
তাঁহার শাশুরী আছে বসিয়া দুয়ারে।
না পারিল আসিবারে কোনহ প্রকারে॥ ৪৮
যদি কহ তবে চন্দ্রাবলী আনি গিয়া।
বিলাস করহ আজি তারেই লইয়া॥ ৪৯
শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা সুধার পিয়াস।
দুগ্ধপান করিলে কি পায় কভু নাশ॥ ৫০
কি করিব রাই-অঙ্গ পরশ বিহনে।
স্থির করিবারে নারি আপনার মনে॥ ৫১
এত কহি ছল ছল যুগল নয়ন।
নিশ্বাস ছাড়েন ব্রজকিশোর সঘন॥ ৫২
কিশোরী কহেন পুন, সখা মোর কথা শুন,
রমণীর বেশ ধরি তুমি।
যদি যাও মোর সনে, রাধিকার নিকেতনে,
তবে মিলাইতে পারি আমি॥ ৫৩
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ভাই, করিয়ে আমিহ তাই,
নারী-বেশ ধরা কোন কর্ম্ম।
যা করিলে পাই প্যারী, তাহাই করিতে পারি,
এই মোর হৃদয়ের মর্ম্ম॥ ৫৪
কহিয়া এতেক বাণী, রসিকের শিরোমণি,
ধরিলেন রমণীর বেশ।
দেখি রাধিকার দাসী, করি মৃদু মৃদু হাসী,
কহিতেছে বচন বিশেষ॥ ৫৫
যেন অতি চমৎকার, হল্য বেশ দোঁহাকার,
তেনই হইবে বুঝি কাম।
অতএব এথা আর, অবস্থান মোসবার,
যোগ্য নহে যাই নিজ-ধাম॥ ৫৬
এত কহি সে কিঙ্করী, আনিবারে গেল বারি,
কৃষ্ণ বুঝি তাহার বচন।
হয়্যা আনন্দিত-মন, করি দৃঢ় আলিঙ্গন,
কিশোরীরে করেন চুম্বন॥ ৫৭
নিকুঞ্জ-ভিতরি তবে বেদীর উপরি।
বসি রাধিকার প্রতি কহেন শ্রীহরি॥ ৫৮
প্রিয়ে আজি যেন বেশ হয়্যাছে দোঁহার।
করিতে হইবে তদুচিত ব্যবহার॥ ৫৯

কমলবদনি মোরে বাম দিকে করি।
বন্ধ বাহুদিয়া মোর স্কন্ধের উপরি ॥ ৬০
আর আর যত কর্ম্ম আমার আছয়।
সে সব করিয়া তুষ্ট করহ হৃদয় ॥ ৬১
কৃষ্ণবাণী শুনি কৃষ্ণ-আহ্লাদিনী রাই।
কহিলেন যাহা কৃষ্ণ করিলা তাহাই ॥ ৬২
পরে কহিছেন রাধা হয়্যা ভীতমন।
কিরূপে করিব বন্ধু-গৃহেতে গমন ॥ ৬৩
দেখ মোর বেশ সব হইয়াছে হত।
করি দাও তুমি মোর বেশ পূর্ব্বমত ॥ ৬৪
সুবল আছয়ে মোর বেশ ধরি ঘরে।
এই বেশভূষা দিতে হইবে তাহারে ॥ ৬৫
তবে কৃষ্ণ নিজকরে সানন্দ হইয়া।
কিশোরীর পূর্ব্ববেশ দিলেন করিয়া ॥ ৬৬
হেন কালে জল নিয়া আইল কিঙ্করী।
রাধিকা চলিলা ঘরে তারে আগে করি ॥ ৬৭
দ্বারের পাশেতে বসি আছয়ে জটিলা।
তারকাছে গিয়া তারে পুছিতে লাগিলা ॥ ৬৮
রাধিকা কি করিতেছে জানহ আপনি।
জানিবারে পাঠাইলা তাহার জননী ॥ ৬৯
জটিলা বলয়ে আজি আছে সুস্থমন।
তুমিহ সেখানে গিয়া করহ দর্শন ॥ ৭০
তবে রাধা প্রবিষ্ট হইয়া নিকেতনে।
বেশ পরিবৃত্তি কৈলা সুবলের সনে ॥ ৭১
তবে সে সুবল জটিলারে সম্ভাষিয়া।
কিশোরীমোহন-সঙ্গে মিলিলা যাইয়া ॥ ৭২

ইতি শ্রীগীতমালায়াং ছদ্মাভিসার-বর্ণনং
নাম সপ্তদশং গ্রন্থনম্ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ গ্রন্থন।

অথ দান-লীলা।

একদিন গোরাচান্দ সুরধুনী-তটে।
দানলীলা করিছেন ঘাটের নিকটে ॥ ১
কদম্বতরুর তলে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
দাঁড়ায়্যা কহেন পুরনাগরী দেখিয়া ॥ ২
কোথা যাও তোরাসবে বাহু দোলাইয়া।
ঘাটের উচিত দান আমারে না দিয়া ॥ ৩
আমি ঘাটোয়াল হইয়াছি এই ঘাটে।
দান নাহি দিলে যাত্যে না দিব এবাটে ॥ ৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে হয়্যা জোড়কর।
ব্রজের গোপিকা নহে কে দিবে উত্তর ॥ ৫

এক দিন পরভাতে, সব সহচর সাঁতে,
গোষ্ঠগমনের বেশ করি।
শিঙ্গাবেণু বাজাইয়া, গোমহিষবৃষ নিয়া,
গোষ্ঠ-যাত্রা করিলা শ্রীহরি ॥ ৬
শুনিয়া বেণুর ধ্বনি যত গোপ-সিমন্তিনী,
করিবারে কৃষ্ণ-দরশন।
উপেখিয়া গৃহকাজ, ধৈরয ধরম লাজ,
পথধারে কৈলা আগমন ॥ ৭

দেখি তারা ব্রজরাজ,- নন্দনের রূপসাজ,
প্রেমানন্দে হইলা মগন।
স্তম্ভিত হইলা কেহ, কাঁপিতেছে কারো দেহ,
কারো অশ্রু পড়ে কণ কণ ॥ ৮
শ্রীরাধিকা সখী-সাঁথে, উঠি অট্টালিকা-মাথে,
নিরখিয়া যশোদা-নন্দন।
পুলকিত গণ্ডস্থল, তাহে গলে অশ্রুজল,
স্বেদ-জলে ভিজিল বসন ॥ ৯
তাঁহারে মোহিত দেখি, চতুরা বিশাখা সখী,
দুই ভুজে তাঁহার ধরিয়া।
অমৃতের ধারা জিনি, কহেন মধুর বাণী,
কিশোরীমোহনে দেখাইয়া ॥ ১০
দেখ সখি নয়ন ভরি নাথে।
বেণু ধরি ধেনুগণ, পাছু চলিয়া তঁহে,
রঙ্গ করি সঙ্গিগণ সাঁথে ॥ ১১
সেহ জিনি দেহখানি, তঁহি ঝলকে লাবণী,
নিরখি যাহা নীলমণি লাজে।
চূর্ণ করি পূর্ণ বিধু, গর্ব্ব-সুখ-মাধুরী,
দেখি যাহা কমল ভয় ভাজে ॥ ১২
পদ্মরুচি সমদিঠি, বঙ্ক তঁহি চাহনী,
কাল ফণিরাজ ভুরু ভাতি।

ভাল তল বালশশি- তিলক রুচি রাজয়ে,
বিম্বফল-সম অধর-কাঁতি ॥ ১৩
গুন্ডকুল-দম্ভহর, বাহুযুগ দোলয়ে,
গোপবধূ-ধৈরযপরাসী।
পীন উর খীনতর, মধ্যতনু কেশরী,
উরু করি-শুণ্ড-মদ-নাশী ॥ ১৪
স্বর্ণ-সম বর্ণ পট, পদ উপরি লম্বই,
হার বনমাল উর দোলে।
একি সখি কেকিদল, চূড়াপরে শোভই,
মন্দগতি পবন মৃদুলোলে ॥ ১৫
রঙ্গি কত ভঙ্গি করি, পদকমল চালই,
মত্ত গজ যৈছে থোরি থোরী।
ধর্ম্ম কুল-কর্ম্ম সব, এহী চরণে দিয়া,
শরণ নিল গোকুল-কিশোরী ॥ ১৬
শ্রীরাধিকা বিশাখার বচন শুনিয়া।
কহিছেন প্রেমানন্দে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৭
ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া ॥ ১৮
নপুর হয়্যাছে সোণা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া ॥ ১৯
বনমালা হল্য পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া ॥ ২০
মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া ॥ ২১
এ সকল সখা হল্য কি পুণ্য করিয়া।
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া ॥ ২২
শ্রীরঘুনন্দন রটে দুপাণি জুড়িয়া।
এ সব না জানা যায় ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ ২৩
সখি যে চরণ, করে পরশন,
করিতে ডরাই মনে।
সে চরণে করি, ধরণী উপরি,
চলিতেছে ও কেমনে ॥ ২৪
যদি না থাকিত, এখানে অহিত,
কোনো জন মোসবার।
এ তনু পাতিয়া, দিতাম ও পিয়া,
চলিত উপরি তার ॥ ২৫
শিরীষের ফুল, হইতে মৃদুল,
বন্ধুর এ তনুখানি।
রবির আতপে, পাইতেছে তাপে,
এই আমি মনে মানি ॥ ২৬
কৃপা করি বিধি, যদি দেয় সিধি,
সবরূপ ধরা যায়।
তবে মেঘ হয়্যা, আকাশে উঠিয়া,
বন্ধুরে করিগা ছায় ॥ ২৭
কর দরশন, বন্ধুর বদন,
ঘাম কণ কণ গলে।
এই হয় হিয়া, নিকটে যাইয়া,
পোঁছাইয়ে পটাঞ্চলে ॥ ২৮
রাই এই মতে, কহিতে কহিতে,
প্রেমেতে মগন মনে।
কিশোরীমোহন, বনে প্রবেশন,
করিলেন সখাসনে ॥ ২৯

বনে গিয়া শ্রীদাম কহেন দামোদরে।
ইচ্ছা আছে সখা আজি গেঁড়ু খেলিবারে ॥ ৩০
তাহাতে যে জন যার নিকটে হারিবে।
সে তাহারে ঘোড়া হয়্যা পৃষ্ঠেতে বহিবে ॥ ৩১
তবে তারা সকলেতে হয়্যা একমন।
আরম্ভিলা আনন্দেতে কন্দুক খেলন ॥ ৩২
বিচিত্র সুন্দর ছাতা ধরি ধরি করে।
গেঁড়ু ফেলাফেলি করিছেন পরস্পরে ॥ ৩৩
তাহে যে যে নাহি পারে গেঁড়ু ফিরাবারে।
সে সে হারি পিঠে করে নিজ খেলুয়ারে ॥ ৩৪
লাফিয়া লাফিয়া যায় ঘোড়ার সমান।
নানাস্থানে ফিরি পুন আস্যে সেই স্থান ॥ ৩৫
এইরূপ কিছুকাল করি গেঁড়ু খেলা।
সকলেই অতিশয় শ্রমযুক্ত ভেলা ॥ ৩৬
তাহা জানি সখা সব পল্লব পাতিয়া।
শয্যা বিরচিলা রাম শ্যামের লাগিয়া ॥ ৩৭
শ্রীরঘুনন্দন পুষ্প তুলি আনি বনে।
বিছাইয়া দিল দুই প্রভুর শয়নে ॥ ৩৮

শয়ন করিলা রাম, দেখি নবঘন-শ্যাম,
বসি তাঁর শ্রীচরণ-তলে,
আপন উরুতে রাখি, তাঁর পদ মহাসুখী,
সেবিছেন নিজ-করতলে ॥ ৩৯

কিবা সুমধুর কৃষ্ণ-লীলা।
সকলের সেব্য যেহ, নাহি যার সম কেহ,
সেহ রাম-চরণ সেবিলা ॥ ৪০
তাহা নিরীক্ষণ করি, নবীন পল্লব ধরি,
সখা সব করয়ে বীজন।
তবে শ্রম দূরে গেল, সুখের উদয় ভেল,
রামে কৈল নিদ্রা আকর্ষণ ॥ ৪১
তাঁর নিদ্রা দেখি হরি, পদ রাখি ধীরি ধীরি,
কহিছেন গোপাল-সকলে।
তোরা থাক এই স্থানে, আমিহ ভ্রমিব বনে,
লয়্যা বটু সুবল উজ্জ্বলে ॥ ৪২
এত কহি নটবর, সেই তিন সহচর,
সঙ্গে করি কিছু আগে গিয়া।
কহিছেন তা সবারে, কহ আজি বনান্তরে
কিশোরীরে পাব কি করিয়া ॥ ৪৩
শ্রীমধুমঙ্গল তবে কহিছেন তাঁয়।
শুন শুন সখা কহি ইহার উপায় ॥ ৪৪
ঘৃত লয়্যা যজ্ঞশালে করিতে অর্পণ।
শান্তনু কুণ্ডেতে রাধা করিবে গমন ॥ ৪৫
অতএব এই স্থানে থাকহ দাঁড়াই।
অবশ্যই দেখিতে পাইবে তবে রাই ॥ ৪৬
শ্রীকৃষ্ণ কহেন হল্য বড় সুসন্ধান।
সাধিব রাধার স্থানে এই ঠাঁই দান ॥ ৪৭
এখানে শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীর আজ্ঞায়।
ঘৃত লয়্যা যাত্রা কৈলা যজ্ঞের শালায় ॥ ৪৮
কিছু দূর গিয়া তিঁহ কৃষ্ণ দেখিবারে।
উৎকণ্ঠিত হইয়া কহেন ললিতারে ॥ ৪৯
সখি শুনিয়াছি এই বনে নটবর।
সখা সঙ্গে বিহার করেন নিরন্তর ॥ ৫০
আমি বুঝি মোর কোনো কুকর্ম্মের ফলে।
আইসেন নাই আজি বন্ধু এই স্থলে ॥ ৫১
যদি নাহি পাই এথা তাঁর দরশন।
তবে বৃথা হবে শ্রম করি আগমন ॥ ৫২
শ্রীরঘুনন্দন কহে স্থির কর মনে।
এখনই দেখিতে পাবে নিজ বন্ধুজনে ॥ ৫৩
কহিতে কহিতে হরিকে নিরখী।
বৃষভানু-সুতা কহিছেন সুখী ॥ ৫৪
ললিতে সখি দেখ কদম্ব-তলে।
নব মেঘ বিরাজই নাহি চলে ॥ ৫৫
থির বিদ্যুত-দাম বিলাস করে।
পরিপূর্ণ পুরন্দর-চাপ ধরে ॥ ৫৬
বকপাঁতি বিরাজই দেখ এথা।
গিরিরাজ-তটে থির ধায় যথা ॥ ৫৭
শুন গর্জ্জই চারু গভীর রবে।
রঘুনন্দন দাস কি আর কবে ॥ ৫৮
শ্রবণ করিয়া এত রাধার ভারতী।
হাসি হাসি বিশাখা কহেন তাঁর প্রতি ॥ ৫৯
রাই কোথা দেখিতেছ তুমি জলধর।
জলধর নহে এত হয় নটবর ॥ ৬০
সৌদামিনী বলি যারে করিছ মনন।
সেহ তাহা নহে কিন্তু তাহারী বসন ॥ ৬১
ইন্দ্রধনু বলি যারে করিছ বর্ণন।
তাহা নহে শিখি-পুচ্ছ মুকুট শোভন ॥ ৬২
বকপাঁতি বুদ্ধি যাহে হইছে তোমার।
সেহ তাহা নহে কিন্তু মুকুতার হার ॥ ৬৩
যাহা শুনি মানিতেছ মেঘের গর্জ্জন।
তাহা নহে কিন্তু হয় মুরলী-নিস্বন ॥ ৬৪
কিশোরি ভাবিতে ছিলে যাহার লাগিয়া।
বিধি কৃপা করি দিল তাহাই আনিয়া ॥ ৬৫
কৃষ্ণ বলি জানি রাই, অনিমিখ নেত্রে চাই,
আনন্দেতে হইলা স্তম্ভিতা।
আগে পদ নাহি চলে, অঙ্গ ভাসে স্বেদজলে,
তাহা দেখি কহেন ললিতা ॥ ৬৬
রাই তুমি কারে কর ভয়।
আমি আছি তোর কাছে, আর মোর পাছেপাছে
কার সাধ্য তোমারে কি কয় ॥ ৬৭
এত কহি আগে গিয়া, যান বাহু দোলাইয়া,
তাঁর পাছে যান সখীগণ।
তাহা দেখি বটুরাজ, আনিয়া কৃষ্ণের কাজ,
কহিছেন কর্কশ বচন ॥ ৬৮
মূর্খগোপী কোথা যাও, পথ পানে নাহি চাও,
আগে বসি আছে ঘট্টরাজ।
না দিলে উচিত দান, পাইবে না পরিত্রাণ,
বুঝিয়া করহ সব কাজ ॥ ৬৯

ললিতা কহেন বাণী, এখানে কখনো দানী,
নাহি দেখি না শুনি শ্রবণে।
কে দিল এ অধিকার, দান দিতে হবে কার,
শুনি তাহা বলহ বচনে ॥ ৭০
শ্রীকৃষ্ণ কহেন বাণী, মোর এই ঘাটখানী,
দিয়াছেন ভূপতি মদন।
এই পথে যে চলিবে, তারী স্থানে দান পাবে,
যোগ্যমতে কিশোরীমোহন ॥ ৭১
রাধিকা কহেন পথে করিলে গমন।
দান লাগে কি কারণে কহ বিবরণ ॥ ৭২
শ্রীকৃষ্ণ কহেন পথে ভারযুক্ত জন।
গমন করিলে হয় পথের ভঞ্জন ॥ ৭৩
তোমাদের মাথে দেখি ঘৃতের গাগরী।
গায়ে যত অলঙ্কার গণিতে না পারি ॥ ৭৪
নিতম্ব কুচের ভার নহে পরিমাণ।
এ লাগি লাগিবে তোমাদিগে বহু দান ॥ ৭৫
বিশাখা বলেন পথে হাতী ঘোড়া যায়।
নারী শরীরের দান তাহে না যুয়ায় ॥ ৭৬
যেই বস্তু বিক্রেয় করিতে লয়্যা যায়।
তারী কিছু দান ঘাটে ঘাটিয়াল পায় ॥ ৭৭
মোরা ত না যাই কিছু দ্রব্য বেচিবারে।
যজ্ঞে ঘৃত দিতে যাই ধর্ম্ম করিবারে ॥ ৭৮
ইথে আমাদের স্থানে পাইবে কি দান।
কিশোরীমোহন তাহা কর অভিধান ॥ ৭৯
হাসিয়া কহেন বনমালী।
কোথা ধর্ম্ম তোদের গোয়ালী ॥ ৮০
ঘৃত দিয়া নাও অলঙ্কার।
এত হয় বাণিজ্য প্রকার ॥ ৮১
অতএব তোমাদের স্থানে।
অবশ্য পাইতে হবে দানে ॥ ৮২
রাধা কন কি তোমার দান।
কহ শুনি করিব বিধান ॥ ৮৩
হাসিয়া কহেন বংশীধারী।
এই ভাল বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ ৮৪
দান শুন কহি নীতি মতে।
এক টাকা এক তোলা ঘৃতে ॥ ৮৫
কুম্ভে ঘৃত ষোল সের রয়।
সেরে চতুঃষষ্টি টাকা হয় ॥ ৮৬
মিলিয়া হইবে যত দান।
তাহা শুন করি প্রণিধান ॥ ৮৭
দশ শত চব্বিশ সংখ্যান।
একেক জনের হবে দান ॥ ৮৮
শ্রীরঘুনন্দন কহে প্যারী।
মূল হত্যে দান হল্য ভারী ॥ ৮৯
ললিতা কহেন ধূর্ত্ত এই দান দিব।
কিন্তু তোমাস্থানে কিছু মোরাও পাইব ॥ ৯০
তাহাতে যদ্যপি তব নাহি হয় শোধ।
তবে অলঙ্কার দিয়া করিব প্রবোধ ॥ ৯১
বৃন্দাবনেশ্বরী রাই কহিলে আপনে।
তোমার গোধন চরে সেই বৃন্দাবনে ॥ ৯২
তোমা মত রাই কভু কহে না অন্যায়।
এক গোয়ে এক কড়া করি কর চায় ॥ ৯৩
অসংখ্যাত-সংখ্য হয় তোমার গোধন।
শুন এবে তার কর করি নিরূপণ ॥ ৯৪
পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত আছে অঙ্কের সংস্থান।
তাহারী কহিয়ে আগে করের সংখ্যান ॥ ৯৫
টাকা পাঁচ শঙ্খ আর অষ্ট মহাপদ্ম।
একটী নিখর্ব্ব দুই খর্ব্ব পাঁচ পদ্ম ॥ ৯৬
ইহার পরেতে যত হইবেক কর।
কিশোরীমোহন তাহা করহ গোচর ॥ ৯৭
ললিতার বাণী, শ্রবণ করিয়া,
হাসিয়া কহেন রাই।
পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত, যত কর হল্য,
গণি গণি লহ তাই ॥ ৯৮
ইহার পরের, আর যত কর,
ছাড়ি দাও দয়া করি।
দেখ ঘটপাল, মুখ শুকাইল,
কর শুনি হরি হরি ॥ ৯৯
শ্রীমধুমঙ্গল, কহেন কানাই,
দানে আর কাজ নাই।
চল চল সবে, আপনা লইয়া,
পলাইয়ে অন্য ঠাঁই ॥ ১০০
লাভ করিবারে, দান ঘাট করি,
নিজে লয়্যা টানাটানি।
কি করি শোধিবে, এ করের দায়,
তাহা আমি নাহি জানি ॥ ১০১

শ্রীকৃষ্ণ কহেন, সখা যে কহিলে,
তাহা মিছা নাহি ভায়।
কিশোরীর কাছে, আপনারে দিয়া,
শোধিব করের দায় ॥ ১০২
কৃষ্ণের বচন শুনি, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী,
কহিছেন হসিত-বদনে।
একি কহ নটরাজ, অতি অনুচিত কাজ,
মোর কাছে দিবে যে আপনে ॥ ১০৩
পূর্ব্বে যাহা অন্যজনে, দিয়াছ সুস্থির মনে,
তাহা পুন দিবে কি করিয়া।
দত্তবস্তু পুন দিলে, পুণ্য কিছু নাহি মিলে,
পাপ ঘটে বরঞ্চ আসিয়া ॥ ১০৪
চন্দ্রাবলী এই কথা, শুনিয়া পাইবে ব্যথা,
আমি বা লইব কি প্রকারে।
কহিবেক সব জন, রাধা হরে পর ধন,
অযশ হইবে এ সংসারে ॥ ১০৫
শ্রীরঘুনন্দন কয়, তব পর ধন নয়,
কদাচিত এই নটরায়।
কিন্তু পূর্ব্বে তোমা স্থানে, বিকায়াছে প্রেমপণে,
কর শোধ না হয় ইহায় ॥ ১০৬
বিশাখা কহেন রাই কি করিবে আর।
দানাকেই নাও অনুরোধে মো-সবার ॥ ১০৭
অন্যেরে দিয়াছে বলি যে কর সংশয়।
সে দোষ উহারী হবে তোহে না ঘটয় ॥ ১০৮
শ্রীমধুমঙ্গল কন সুবল উজ্জ্বল।
মোরা সবে যাই চল এবে অন্যস্থল ॥ ১০৯
ইহাদের হয়্যা গেল বিবাদভঞ্জন।
আমাদের এথা আর নাহি প্রয়োজন ॥ ১১০
এত কহি তাঁরা সবে অন্য ঠাঁই গেলা।
শ্রীললিতা বিশাখারে কহিতে লাগিলা ॥ ১১১
দানী পাইলেক দান রাই পাইল্য কর।
দোঁহে আনন্দিত হয়্যা যাইবেক ঘর ॥ ১১২
মোরা চল যজ্ঞশালে সমর্পিয়া ঘৃত।
দেখি গিয়া পাই যদি ভূষণ কিঞ্চিত ॥ ১১৩
এত কহি তাঁহারাও করিলা গমন।
রহিল কিশোরী আর কিশোরীমোহন ॥ ১১৪
রাধারে যাইতে, উদ্যত দেখিয়া,
করে ধরি কন হরি।
একি কোথা যাও, প্রিয়ে মোরে রাখি,
বস্য আলাপন করি ॥ ১১৫
তোমার করেতে, বিকাইলা আমি,
হইলাম তব দাস।
বনে ফুল তুলি, তোমারে সেবিব,
মনে যত আছে আশ ॥ ১১৬
রাধিকা কহেন, একি কহিতেছ,
প্রাণনাথ অনুচিত।
দাসীজন প্রতি, এ সকল কথা,
নাহি সাজে কদাচিত ॥ ১১৭
কোথা তুমি গুণ- রতন সাগর,
পুরুষের শিরোমণি।
কোথা আমি সব, গুণেতে বিহীন,
অরসিক অভাগিনী ॥ ১১৮
তুমি মোর লাগি, পথের মাঝারে,
হয়্যা রহিয়াছ দানী।
এ সকল কথা, কাহারে কহিব,
মুখে না নিঃসরে বাণী ॥ ১১৯
শ্রীরঘুনন্দন, কহে জোড় কর,
শুন শুন ঠাকুরাণি।
তোমার প্রেমেতে, মোর প্রভু বশ,
আমি ইহা ভাল জানি ॥ ১২০
রসিক নাগর কন শুন রসবতি।
তোমারি বচন সব অনুচিত অতি ॥ ১২১
কোথা তুমি রাজকন্যা অতি সুকুমারী।
কোথা দূরে আগমন শিরে কুম্ভ করি ॥ ১২২
আমারে দেখিতে পাবে করিয়া আশয়।
এত দুখ পাও তুমি একি সহ্য হয় ॥ ১২৩
এখন চলহ গিরি-গুহার ভিতরি।
শ্রম ঘুচাইব দোঁহে তাঁহা বাস করি ॥ ১২৪
এত কহি নিজ করে তাঁর কর ধরি।
গিরি-গুহা-মাঝে গিয়া বসিলা শ্রীহরি ॥ ১২৫
তবে কাম-রসে দোঁহে আশায় পূরিলা।
হেন কালে সখী সব ফিরিয়া আইলা ॥ ১২৬
গিরি-গুহা মাঝে দেখি কিশোরী-কিশোর।
তাঁরাও সকলে হল্যা আনন্দে বিভোর ॥ ১২৭
ইতি শ্রীগীতমালায়াং দানলীলা-বর্ণনং নাম
অষ্টাদশং গ্রন্থনম্ ॥

ঊনবিংশ গ্রন্থন।

অথ নৌ-খেলা।

এক দিন গোরা কুতুহলে।
খেলিতেছেন সুরধুনী-জলে ॥ ১
খেলিতে খেলিতে দেখি তরি।
চড়িলেন গিয়া তদুপরি ॥ ২
নিজ করে কেরুয়াল ধরি।
তরণি চালান সুখে ভরি ॥ ৩
মাঝেমাঝে কহেন হাসিয়া।
গোপি চড় আসি কড়ী দিয়া ॥ ৪
না দিবে ঘাটের যদি পণ।
তবে ফিরি করহ গমন ॥ ৫
নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
এ ভাব বুঝিবে কোন জন ॥ ৬

একদিন বর্ষাকালে, বনমালী কুতহলে,
সরস্বতী নদীতে যাইয়া।
আনি নিঝরের বারি, তারে পরিপূর্ণ করি,
রহিলেন তরণি লইয়া ॥ ৭
মঞ্জশালো ঘৃত দিতে, সহচরীগণ সাঁতে,
সেই পথে আসিয়া কিশোরী।
দূর হতো দেখি হরি, কহিছেন সহচরী,
সকলেরে সম্বোধন করি ॥ ৮
একি দেখি নদীমাঝে, নবজলধর রাজে,
স্থির সৌদামিনী ঝলকয়।
তাহে সোহে বকপাঁতি, কিবা-ইন্দ্রধনু ভাতি,
মৃদুমৃদু গর্জ্জন করয় ॥ ৯
এই মেঘে করি বৃষ্টি, করিয়াছে নদী পুষ্টি,
ডাকিতেছে কল কল রবে।
তোরা সবে সুকুমারী, কিশোর বয়স নারী,
কি করিয়া ইহা পার হবে ॥ ১০
বিশাখা বলেন সখি নব মেঘ নহে।
নব জল-ধর শ্যাম নদী-মাঝে রহে ॥ ১১
বিজুরী না হয় হয় পীতবাস তার।
বক পাঁতি নাহি হয় শুভ্র তারা হার ॥ ১২
ইন্দ্রধনু নহে শিখিপিঞ্ছ চূড়া হয়।
মেঘের গর্জ্জন নহে মুরলী বাজয় ॥ ১৩
রাধিকা কহেন সখি নদীর মাঝারে।
প্রাণ বন্ধু রহিয়াছে হায় কি প্রকারে ॥ ১৪
কল কল করি নদী ডাকে অতিশয়।
দেখিয়া শঙ্কায় মোর হৃদয় কাঁপয় ॥ ১৫
ললিতা কহেন নাহি ভাব সহচরি।
কালাচাঁদ রহিয়াছে নায়ের উপরি ॥ ১৬
কিশোরি হয়্যাছে বড় ভাল মো সবার।
ঐ নায়ে চড়ি মোরা যাব নদীপার ॥ ১৭
গোপীদিকে দেখি বংশীধারী।
কহিছেন কিছু উচ্চ করি ॥ ১৮
কুসুমাগে তোমরা কে বট।
পারে যাবে যদি আগু ঘাট ॥ ১৯
শুনি তাঁরা তীরে আগ্যা সুখে।
দেখি কৃষ্ণ অধ কৈলা মুখে ॥ ২০
ললিতা কহেন ও কাণ্ডারী।
ডাকি কেন মুখ কৈলে ভারী ॥ ২১
কৃষ্ণ কন এ নৌকার পণ।
দিতে না পারিবে এ কারণ ॥ ২২
রাধিকা কহেন ভাঙ্গানায়ে।
পণ লাগে কভু না শুনিয়ে। ২৩
নরক পাইব মোরা পণ।
ভাঙ্গানায়ে দিব যে চরণ ॥ ২৪
কিশোরীমোহন ইহা শুনি।
দূরে যান লইয়া তরণি ॥ ২৫
বিশাখা কহেন তব নায়ে কত পণ।
লাগিবেক তাহা কহ করিয়ে শ্রবণ ॥ ২৬
কৃষ্ণ কন মোর নায়ে যেই পার হয়।
আপন সমান সোনা তাহারে লাগয় ॥ ২৭
ললিতা কহেন যদি নায়ে এত ধন।
পাও তবে গোচারণ কর কি কারণ ॥ ২৮
শ্রীকৃষ্ণ কহেন গোচারণে হেতু ধর্ম্ম।
ধন উপার্জ্জন লাগি না করি সে কর্ম্ম ॥ ২৯
ললিতা কহেন ধর্ম্মে রত তব মন।
কহ কোন ধর্ম্ম হয় তরণি বাহন ॥ ৩০
গোবিন্দ কহেন বিপ্র বৈষ্ণব সকল।
বিনা পণে পার কৈলে ধর্ম্ম অবিকল ॥ ৩১

বিশাখা কহেন সতী জগতের মান্য।
ইহাদিগে পার কৈলে হবে বহুপুণ্য॥ ৩২
এত শুনি হাসি কন কিশোরিমোহন।
সতী হল্যে পার করি দিব বিনাপণ॥ ৩৩
শুনি নাগরের বাণী, যত গোপ-সীমন্তিনী,
হাসি হাসি নৌকায় উঠিয়া।
গৃতের কলসী রাখি, বসিলা হইয়া সুখী,
কৃষ্ণ-মুখ-পদ্মে নেত্র দিয়া॥ ৩৪
হরি নদী-মাঝে গিয়া, কেরুয়াল ঘুরাইয়া
কাঁপাইতে লাগিলা তরণী।
নায়ের ঘুরুণী হেরি, ভয়ে থর থর করি,
কৃষ্ণে কন সকল রমণী॥ ৩৫
অধিক না বহে বাত, নাহি কোনো অবঘাত,
বেগে নাহি বহে তরঙ্গিণী।
তবে কেন কাঁপে তরি, নাবিক যতন করি,
স্থির কর নিজ নৌকা খানী॥ ৩৬
নাগর কহেন পুন, সবে মোর কথা শুন,
এক দোষ আছে মোর নায়।
অসতী যদ্যপি চাপে, তবে এহ বড় কাঁপে,
এক হাত আগে নাহি যায়॥ ৩৭
রাধিকা কহেন ভাষা, ললিতার বড় আশা,
ছিল এই নৌকায় চড়িতে।
তার ফল হল্য ভাল, জলে ডুবি প্রাণ গেল,
কলঙ্ক রহিল অবনীতে॥ ৩৮
পুন কন বনমালী, যদি তোরা সবে মেলি,
গান কর শ্রীমধুসূদনে।
তবে তোমা সবাকারে, পারি পার করিবারে,
শ্রীকিশোরি করিয়া যতনে॥ ৩৯
রাধিকা কহেন একি অনুচিত বাণী।
নায়ে গান করে কোথা কুলের রমণী॥ ৪০
বরঞ্চ পরাণ যায় সহিতে পারিব।
পুরুষের আগে গান করিতে নারিব॥ ৪১
বিশাখা কহেন সখি কি করিবে লাজে।
পরাণ থাকিলে লাগিবেক বহু কাজে॥ ৪২
অতএব গান কৈলে যদি চলে তরী।
তবে গান করা ভাল লাজ পরিহরি॥ ৪৩
কিশোরীমোহন-সুখ হইবে জানিয়া।
গান আরম্ভিলা সবে বদন ঝাঁপিয়া॥ ৪৪

জয় জয় হে মধুসূদন।
তব নাম বিপদ-নাশন॥ ৪৫
মোরা ঘোর বিপদে পড়িয়া।
তোহে ডাকি কাতর হইয়া॥ ৪৬
জলে পূর্ণ নদী ভাঙ্গা তরি।
শঠমতি চপল কাণ্ডারী॥ ৪৭
এ বিপদে যাইতেছে প্রাণ।
তুমি বিনে নাহি পরিত্রাণ॥ ৪৮
তব নামে তরয়ে সংসার।
ক্ষুদ্র নদী তরয় কোন ভার॥ ৪৯
তুমি রঘুনন্দনাবতারে।
তরায়্যাছ বিপদে সীতারে॥ ৫০
গোপীদের গানে কৃষ্ণ মোহিত হইলা।
আপনি ভাসিয়া তরি ধারেতে লাগিলা॥ ৫১
বিশাখা কহেন সখি কিবা এ তরণী।
নাহি বহে কোনো মতে অসতী রমণী॥ ৫২
শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোরা মোর নাম করি।
শুদ্ধ হল্যে তেঁই বহিলেক মোর তরি॥ ৫৩
ললিতা কহেন গোকুলের সব জন।
আসিয়া নয়নে দেখ শ্রীমধুসূদন॥ ৫৪
ডুবাইতে ছিল যেহ এই নারী সবে।
সে মধুসূদন না হইলে কেনা হবে॥ ৫৫
শ্রীকৃষ্ণ কহেন এ বিচারে নাহি ফল।
তরণীর পণ দেও তোমরা সকল॥ ৫৬
ললিতা কহেন মোরা শ্রীমধুসূদনে।
ডাকি পার হইলাম আপনার গুণে॥ ৫৭
তোমারি ইহাতে নাহি শ্রম কিছু মাত্র।
তুমি কি করিয়া হবে এ পণের পাত্র॥ ৫৮
কিন্তু পার হইলাম চড়ি তব তরি।
তাহার প্রসাদ কিছু দিবেক কিশোরী॥ ৫৯
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, ললিতা হে যদি,
রাধিকা রমণী পাই!
তবেই লইব, আমিহ প্রসাদ,
আর কিছু নাহি চাই॥ ৬০
ললিতা কহেন, তাহাই পাইবে,
তরি লয়্যা চল তীরে।
ভাল ভাল বলি, শ্রীকৃষ্ণ তখন,
তরণি লইলা ধারে॥ ৬১

তবে ক্রমে ক্রমে, কলসী লইয়া,
নামেন সকল নারী।
রাধারে নামিতে, উদ্যত দেখিয়া,
বসনে ধরিলা হরি ॥ ৬২
রাধিকা কহেন, একি অপন্যায়,
কর যুবরাজ হয়্যা।
সকলে ছাড়িয়া, একলা আমারে,
ধরি রাখ কি লাগিয়া ॥ ৬৩
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, নদী পার করি,
প্রসাদ পায়্যাছি তোরে।
ইথে কিবা আর, বিবাদ করহ,
পুছ সখী ললিতারে ॥ ৬৪
শ্রীরাধিকা কন, মোর কণ্ঠমণি,
দিয়াছে ললিতা জানি।
তাই নাও দিব, আমারে লইয়া,
কেন কর টানাটানী ॥ ৬৫
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, কিশোরী সুন্দরী,
চাহি ছিনু পরসাদ।
ললিতাও মোরে, দিয়াছেন তাই,
ইথে আর কি বিবাদ ॥ ৬৬
ললিতা কহেন সখি কলহ ছাড়িয়া।
কিছু কাল থাক তুমি নৌকায় বসিয়া ॥ ৬৭
যজ্ঞশালা হত্যে মোরা ফিরিয়া আসিয়া।
তোমারে লইয়া যাব বিচার করিয়া ॥ ৬৮
এত কহি তাঁরা সবে যজ্ঞশালে গেলা।
শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ৬৯
প্রাণপ্রিয়ে যার লাগি হয়্যাছি কাণ্ডারী।
বিধি ঘটাইল তাহা মোরে কৃপা করি ॥ ৭০
অতএব চল অই বেতসী-কাননে।
হাস-পরিহাস করি বসিয়া নির্জ্জনে ॥ ৭১
এত কহি তাঁর কর করিয়া ধারণ।
বেতসী-কাননে হরি করিলা গমন ॥ ৭২
তবে সেই কুঞ্জেতে বসিলা দুইজন।
কিশোরী করেন কিছু কৃষ্ণে নিবেদন ॥ ৭৩
প্রাণবন্ধু আমার লাগিয়া।
কর তুমি অনুচিত ক্রিয়া ॥ ৭৪
একি হয়্যা ব্রজযুবরাজ।
কুকর্ম্মেতে নাহি হয় লাজ ॥ ৭৫
এ দাসীরে দেখিব বলিয়া।
রহিয়াছ ঘাটে তরি নিয়া ॥ ৭৬
কভু পথে হয়্যা থাক দানী।
কি বলিবে লোকে ইহা জানি ॥ ৭৭
যদি গুণ থাকয়ে আমার।
তবে শোভে এই ব্যবহার ॥ ৭৮
আমি গুণরূপ-হীন হই।
এত আদরের পাত্র নই ॥ ৭৯
কিশোরীর শুনিয়া বচন।
কৃষ্ণ তাঁরে কোলে লয়্যা কন ॥ ৮০
প্রাণপ্রিয়ে আছে যত তব দিব্য গুণ।
কহিতে কে পারে তাহা হয়্যাও নিপুণ ॥ ৮১
তোমার লাবণ্য হয় অতি অনুপাম।
যাহা নিরখিলে বিমোহিত হয় কাম ॥ ৮২
করুণা বিনয় লজ্জা মধুর ভাষণ।
এই আদি যত গুণ না হয় গণন ॥ ৮৩
প্রেমের তুলনা তব না পাই দেখিতে।
যেহ মুগ্ধ করিয়াছে প্রিয়ে মোর চিতে ॥ ৮৪
সেই প্রেমে হয়্যা আমি নিতান্ত মগন।
না দেখি রহিতে নারি তোহে একক্ষণ ॥ ৮৫
এই লাগি যাহে তোরে দেখিবারে পাই।
তাহাই করিয়ে ভাল মন্দ নাহি চাই ॥ ৮৬
এইরূপ কহি কহি কিশোরী কিশোর।
মদন-সমরে দোহে হইলা বিভোর ॥ ৮৭
এখানেতে সব সহচরী।
যজ্ঞশালা হত্যে আল্যা ফিরি ॥ ৮৮
জানি তাঁহাদের আগমন।
বাহিরে আইলা দুই জন ॥ ৮৯
বিশাখা বলেন হাস্য করি।
এ কেমন কাজ ও কিশোরি ॥ ৯০
নৌকাতে রাখিয়া গেনু মোরা।
কুঞ্জে কেন গিয়াছিলি তোরা ॥ ৯১
তাহা শুনি রাধিকা লজ্জিত।
হাসি কৃষ্ণ কহেন কিঞ্চিত ॥ ৯২
রাধিকা বড়ই সুচতুর।
নিজ কর্ম্ম সাধিবারে শূর ॥ ৯৩
অনেক সুবর্ণ মোরে দিয়া।
আপনারে নিলা ছাড়াইয়া ॥ ৯৪

নায়ে বসি তাহা নাহি হয়।
দুষ্টলোকে করিবে সংশয়॥ ১৫
এই লাগি গিয়াছিলা বনে।
তোরা অন্য নাহি ভাব মনে॥ ১৬
এইরূপ হাস পরিহাসে।
কিশোরী কিশোর সুখে ভাসে॥ ১৭

ইতি শ্রীগীতমালায়াং নৌ-খেলা-বর্ণনং
নাম উনবিংশং গ্রন্থনম্॥ ১৯

বিংশ গ্রন্থন।

অথ কলঙ্ক-ভঞ্জন।

জয় জয় প্রভু গৌর হরি।
ভক্ত মনোরথ-পূর্ত্তিকারী॥ ১
ভক্তজন উদ্বেগ নাশিতে।
হেন আর নাহি ত্রিলোকীতে॥ ২
ভকত-কলঙ্ক-অন্ধকার।
দিনকর নাশনে তাহার॥ ৩
ভক্ত যশ-ক্ষীরোদ-সাগর।
তাহা বাঢ়াইতে সুধাকর॥ ৪
ভকত-নিন্দক যেই জন।
তার মান করেন খণ্ডন॥ ৫
অদভুত লীলার বসতি।
শ্রীরঘুনন্দন জনগতি॥ ৬

দানঘাটে নৌকাঘাটে রাধাকৃষ্ণলীলা।
প্রায় গোকুলের সব লোকেই জানিলা॥ ৭
তাহাতে হইল কিছু রাধার অযশ।
শুনিয়া দুখিত বড় কৃষ্ণের মানস॥ ৮
অতএব পৌর্ণমাসী সনে যুক্তি করি।
এক দিন গোঠে যাত্রা না করিয়া হরি॥ ৯
গোধন বিদায় করি আসিয়া অঙ্গনে।
কহিতে লাগিলা মধুমঙ্গল ব্রাহ্মণে॥ ১০
সখা আজি আমি বনে নারিনু যাইতে।
সুখ নাই কিছুমাত্র আজি মোর চিতে॥ ১১
এইরূপ কহি কহি কিশোরীমোহন।
পড়িলেন ভূমিতলে হয়্যা অচেতন॥ ১২

তাহা করি নিরীক্ষণ, দ্বিজবর ভীত-মন,
কোলে তুলি লয়্যা দামোদরে।
কহিছেন একি কর, প্রিয়সখা ধৈর্য্য ধর,
বুক ফাটে দেখি হেন তোরে॥ ১৩
শুনি মধুমঙ্গলের বাণী।
শিরে বাজ পড়ে যেন, ব্যথিত হইয়া তেন,
ধাইয়া আইলা ব্রজরাণী॥ ১৪
কোলে লয়্যা দামোদরে, রাণী গদ গদ স্বরে,
কহিছেন কান্দিয়া কান্দিয়া।
বাপ মোর নীলমণি, কেন নাহি কহ বাণী,
আছ কেন নয়ন মুদিয়া॥ ১৫
চাহরে নয়ন মিলি, ডাকরে জননী বলি,
দেখি শুনি জুড়াকু হৃদয়।
দেখি তোরে অচেতন, পুরিতেছে মোর মন,
বুক যেন শত খণ্ড হয়॥ ১৬
বটু তুমি কৃষ্ণসনে, ছিলে জান কি কারণে,—
বাছা মোর হইলা এমন।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, তোমার পুত্রের মনে,
কি আছয়ে জানে কোন্ জন॥ ১৭
শ্রীমধুমঙ্গল কন শুন গো জননি।
আমারে কহিলে এই তোর নীলমণি॥ ১৮
সখা আমি আজি বনে নারিনু যাইতে।
সুখ নাই কিছুমাত্র আজি মোর চিতে॥ ১৯
এইরূপ কহিতে কহিতে দামোদর।
পড়িল মোহিত হয়্যা ধরণী উপর॥ ২০
ইহা বিনে আর কিছু আমি নাহি জানি।
কি হইবে কি করিব বল গো জননি॥ ২১
মধুমঙ্গলের বাণী শুনি যশোমতী।
কান্দিতে লাগিলা হয়্যা অতি দুখিমতি॥ ২২
তাঁহার ক্রন্দন শুনি গোপিকা সকল।
ক্রমে ক্রমে আল্যা সেথা হইয়া বিহ্বল॥ ২৩
তারাও সকলে দেখি কৃষ্ণে অচেতন।
কান্দিতে লাগিলা অতিশয় দুখিমন॥ ২৪
কৃষ্ণের প্রেয়সী যত গোপনারীগণ।
শূন্য দেখিছেন তাঁরা এ তিন ভুবন॥ ২৫
শ্রীরঘুনন্দন কহে কে বুঝিবে লীলা।
শিবশেষ বুঝিতে না পারে যার কলা॥ ২৬

যশোমতী কহিছেন সকলে কান্দিয়া।
আমার গোপাল হেন হল্য কি লাগিয়া ॥ ২৭
নাহি চাহে নাহি নাড়ে অঙ্গ একবার।
পুন পুন ডাকিলেও না দেয় হুঙ্কার ॥ ২৮
একি কোনো ডাকিনীতে বাছারে দেখিল।
কিম্বা কোনো ভূত আসি আবেশ করিল ॥ ২৯
যদি কেহ জান কিছু ঔষধ ইহার।
তবে দিয়া ভাল কর গোপাল আমার ॥ ৩০
নীলমণি সকলের হয় তোমাদেরী।
যাহে ভাল হয় তাহা কর যুক্তি করি ॥ ৩১
চরণের ধূলী দাও বৃদ্ধ গোপীসব।
তবেই হইবে ভাল যাবে উপদ্রব ॥ ৩২
যদি ভাল বৈদ্যের উদ্দেশ কেহ জান।
তবে শীঘ্র গিয়া তারে এখানেতে আন ॥ ৩৩
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ব্রজরাণি।
আনিতে না হবে বৈদ্য আসিছে আপনি ॥ ৩৪

হেন কালে সেই বংশীধারী।
অন্যরূপে বৈদ্য বেশ করি ॥ ৩৫
পথে পথে কহেন সুস্বরে।
কেবা রোগী আছে এ নগরে ॥ ৩৬
আমি হরি বৈদ্য নাম ধরি।
দেখিলেই রোগী ভাল করি ॥ ৩৭
এই কথা শুনি ব্রজরাণী।
উচ্চস্বরে ডাকেন আপনি ॥ ৩৮
বৈদ্যরাজ আস মোর ঘরে।
দেখ আসি গোপাল সুন্দরে ॥ ৩৯
ভাল কর আমার নন্দন।
যে চাহিবে দিব সেই ধন ॥ ৪০
শ্রীরঘুনন্দন আগে গিয়া।
বৈদ্যরাজে আনিল ডাকিয়া ॥ ৪১

তবে বৈদ্যরাজ আসি, কৃষ্ণের নিকটে বসি,
সব অঙ্গ দেখি পুন পুন।
করি নাড়ী পরীক্ষণ, সব অঙ্গ পরশন,
কহিছেন সবে শুন শুন ॥ ৪২

ইহার শরীরে পীড়া নাই।
এক পীড়া আছে চিতে, তাহাতেই হেন মতে,
রহিয়াছে অবসাদ পাই ॥ ৪৩

কিন্তু না ভাবহ তোরা, হেন রোগী কত মোরা,
ভাল করিয়াছি অবহেলে।
একটী নূতন ঘট, আন মোর সন্নিকট,
আরোগ্য করিব মন্ত্রবলে ॥ ৪৪
তবে ঘট দেন আনি, লইয়া সে বৈদ্যমণি,
দশ শত ছিদ্র করি তায়।
কহিছেন একনারী এই কলসেতে করি,
জল আন গিয়া যমুনায় ॥ ৪৫
গোপিকা সকল কন, বৈদ্যরাজ এ কেমন,
তোমার বচন অঘটন।
সহস্র বিবর ঘটে, কোন মতে নাহি ঘটে,
দূর হৈতে জল আনয়ন ॥ ৪৬
পুন কহে বৈদ্যরাজ, সিদ্ধ হবে এই কাজ,
আন সতী নারী একজনে।
সেক পরগোত্র হবে, আনিতে পারিবে তবে,
শ্রীরঘুনন্দন মন্ত্রগুণে ॥ ৪৭
যশোদা কহেন আছ সব কুলনারী।
আনি দেহ কেহ এই ঘটে করি বারি ॥ ৪৮
এত শুনি কিছু নাহি কহে কোনো জন।
তবে কুন্দলতা কহিছেন এ বচন ॥ ৪৯
ঠাকুরাণি ব্রজ মাঝে খ্যাত দুই সতী।
শ্রীজটিলা আর এই কুটিলা সুমতি ॥ ৫০
ইহাদেরী একজনে কর নিয়োজন।
অক্লেশে হইবে এই কার্য্য সম্পাদন ॥ ৫১
রাণী কন জটিলা শুনিলে সব কথা।
জল আনি নিবারহ সকলের ব্যথা ॥ ৫২
জটিলা বলয়ে যদি সতী হল্যে হয়।
তবে কর্ম্ম সিদ্ধ হবে নাহিক সংশয় ॥ ৫৩
কুটিলা কলস লয়্যা কালিন্দীতে গিয়া।
ত্বরিতে আনহ জল কলস পূরিয়া ॥ ৫৪
এত শুনি কুটিলা কলসী কাখেঁ নিয়া।
গরবে মাতিয়া যায় হাত নাড়া দিয়া ॥ ৫৫
শ্রীরঘুনন্দন কহে কুটিলা কেমন।
তব কুটিলতা আজি হবে দরশন ॥ ৫৬
কিছু আগে গিয়া সে কুটিলা।
গরবেতে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৭
কত নারী আছে গোকুলেতে।
না পারিল এ কর্ম্ম করিতে ॥ ৫৮

ভাগ্যে আমি আজি ঘরে ছিনু।
তেঁইত কৃষ্ণেরে বাঁচাইনু ॥ ৫৯
আমি না থাকিলে আজি এথা।
কে ঘুচাত্য যশোদার ব্যথা ॥ ৬০
কৃষ্ণ যবে উঠিয়া বসিবে।
রাই মোরে আশীষ করিবে ॥ ৬১
একা সুখী হবে না কিশোরী।
শ্যাম-কলঙ্কিনী সব নারী ॥ ৬২

এত কহি আগে গিয়া কুম্ভ ডুবাইল।
তুলিতে তুলিতে সব সলিল পড়িল ॥ ৬৩
পুনর্ব্বার জল পূরি তোলে কক্ষ দেশে।
তুলিতে তুলিতে জল গলয়ে নিঃশেষে ॥ ৬৪
এই মতে তিন বার কলসী তুলিল।
জল না রহিল দেখি লজ্জায় পড়িল ॥ ৬৫
তবে অধোমুখী হয়্যা ফিরিয়া আইলা।
তারে দেখি কুন্দলতা কহিতে লাগিলা ॥ ৬৬
বৈদ্যরাজ কুটিলা আইল জল নিয়া।
করহ এক্ষণ তুমি যে হয় প্রক্রিয়া ॥ ৬৭
কুটিলা বলয়ে বুঝি এ বৈদ্য পাগল।
সচ্ছিদ্র কলসে আনিবারে কহে জল ॥ ৬৮
বৈদ্যরাজ কন তুমি সতী না হইয়া।
গিয়াছিলে কি প্রকারে সাহস করিয়া ॥ ৬৯
শ্রীরঘুনন্দন কহে কুটিলা কি ভেল।
মহা কুটিলের হাতে ঠেকি মান গেল ॥ ৭০

কুটিলা আনিতে বারি, পারিল না দেখি হরি,
বৈদ্যরাজ করে উপহাস।
শুনিয়া জটিলা কোপে, থর থর করি কাঁপে,
কুটিলারে কহে কটু ভাষ ॥ ৭১

দুষ্ট তোর মুখে পড়ু ছাই।
জন্মিয়া জঠরে মোর, কলঙ্ক করিলি ঘোর,
তোরে বিধি করুক অগ্নাই ॥ ৭২
আন আন দে গাগরী, আনিতে যমুনা-বারি,
আমি নিজে করিব গমন।
আনয়ন করি বারি, গোপালেরে সুস্থ করি,
সন্তোষিব সকলের মন ॥ ৭৩
এত কহি কুম্ভ নিয়া, কিঞ্চিত অগ্রেতে গিয়া,
কহে পুন প্রকাশি গরব।

এই কুম্ভে আনি বারি, যত পতিব্রতা নারী,
সকলে করিব পরাভব ॥ ৭৪
এত কহি গিয়া জলে, কুম্ভ ডুবাইয়া তোলে,
কিন্তু না রহিল এক কণ।
তবে কোপাবিষ্ট হয়্যা, ব্রজে আল্য বাহুড়িয়া,
দেখি হাসে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৭৫

কলসী ভূতলে রাখি রোষেতে জটিলা।
সকল গোপিকা প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬
কোথাকার মূর্খ বৈদ্য আসিয়া এখানে।
বিনাশিলে পতিব্রতা সকলের মানে ॥ ৭৭
তবে বৈদ্যরাজ রোসে অরুণ-নয়ন।
কহিছেন জটিলার প্রতি এ বচন ॥ ৭৮
একি মোরে মূর্খ বল মূর্খ হয়্যা তোরা।
এ দুখ কহিব কার কাছে গিয়া মোরা ॥ ৭৯
ভাল কৈনু এইরূপ রোগী কত শত।
বুঝি সেই যশ আজি ব্রজে হল্য হত ॥ ৮০
যশোদা কহেন বৈদ্য ক্রোধ না করিহ।
অপর উপায় যদি থাকে তাহা কহ ॥ ৮১
বৈদ্যরাজ কন নাহি অপর উপায়।
সতী নারী না পাইলে রোগ নাহি যায় ॥ ৮২
রোহিণী কহেন ডাকি আন ভগবতী।
পারিবেন তেঁই ইথে করিতে সুকৃতি ॥ ৮৩
শ্রীরঘুনন্দন তবে ধাইয়া যাইয়া।
আনিলেক ঝাঁট পৌর্ণমাসীরে ডাকিয়া ॥ ৮৪

আইলেন ভগবতী, দেখি কন যশোমতী,
গোপালের হয়্যাছে কি ব্যথা।
চক্ষু মিলি নাহি চায়, কোলো অঙ্গ না নড়ায়,
ডাকিলেও নাহি কহে কথা ॥ ৮৫

এই বৈদ্যরাজ বলে, এই ঘটে আন জলে,
তবে আমি সুস্থ করি দিব।
বিনা পতিব্রতা নারী, এ ঘটে না আস্যে বারি,
বল কোথা সে নারী পাইব ॥ ৮৬

কুটিলা জটিলা দোঁহে, গিয়াছিল মোর স্নেহে,
কিন্তু জল আনিতে নারিল।
অতএব কি হইবে, কেবা জল আনি দিবে,
ভগবতি তাহা তুমি বল ॥ ৮৭

তবে সেই পৌর্ণমাসী, কহিছেন হাসি হাসি,
কুটিলা জটিলা সতী বটে।
কিন্তু গর্ব্ব করিছিল, আনিবারে না পারিল,
তেঁই জল এই ছিদ্রঘটে ॥ ৮৮
সতী পতিব্রতা ধন্যা, বৃষভানু-রাজকন্যা,
কিশোরীরে করহ প্রেরণ।
ইহা হতে এই কাজ, সিদ্ধ হবে যুবরাজ,
এখনী হইবে সুস্থ-মন ॥ ৮৯

পৌর্ণমাসী কথা শুনি যত গোপীগণ।
ঠারাঠারী করি হাসে ঢাকিয়া বদন ॥ ৯০
তার মধ্যে কুটিলা কোপেতে অচেতন।
কহিতেছে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত বচন ॥ ৯১
ভগবতি তব পায়ে পরণাম করি।
ভাল সতী দেখাইলে গোকুল ভিতরি ॥ ৯২
পৌর্ণমাসী কন ক্রোধ না কর কুটিলে।
জানিবে এখনী সতী কার্য্য নিরখিলে ॥ ৯৩
এত শুনি যশোদা কহেন রাধা প্রতি।
ও রাজ-নন্দিনি তুমি উঠ দ্রুতগতি ॥ ৯৪
এই ঘট লয়্যা জল আনয়ন করি।
বাঁচাও বাছারে মোর তুমিহ কিশোরী ॥ ৯৫

যশোদার কথা, শুনিয়াও রাধা,
উঠিতে নারেন ডরে।
তবে পৌর্ণমাসী, কুম্ভ লয়্যা করে,
কহিতে লাগিলা তাঁরে ॥ ৯৬
রাধে সতী-শিরোমণি।
ছাড়ি সব ডর, কলসী লইয়া,
যমুনায় আন পাণি ॥ ৯৭
সলিল আনিয়া, গোকুল-জীবনে,
রোগেতে মোচন করি।
ব্রজ বাসিজন, সকলে বাঁচাও,
বিশেষত ব্রজেশ্বরী। ৯৮
তুমি জল লয়্যা, আইলে পড়িবে,
খলের বদনে কালী।
কিশোরী তোমার, যশ এ সংসার,
পূরিবেক ভালি ভালি ॥ ৯৯

এত পৌর্ণমাসী-বাণী রাধিকা শুনিয়া।
প্রণাম করিলা তাঁর পদে শির দিয়া ॥ ১০০
মান্য-গোপী সকলের বন্দিয়া চরণে।
প্রাণনাথে প্রণাম করিলা মনে মনে ॥ ১০১
কলসী কক্ষেতে করি প্রস্থান করিলা।
দেখি প্রতিপক্ষ সব হাসিতে লাগিলা ॥ ১০২
তবে কিছু দূরে গিয়া বৃষভানু-সুতা।
কহিছেন মনে মনে অতি শঙ্কাযুতা ॥ ১০৩
প্রাণনাথ দেখ্য নাহি ফেলাইয় লাজে।
মুখ দেখাবার পথ থাকে যেন ব্রজে ॥ ১০৪
বাড়ায়্যাছ তুমি মান রক্ষা কর তার।
তুমি না রাখিলে অন্য কে রাখিবে আর ॥ ১০৫
তোমা বিনে অন্য যেন নাহি জানি আমি।
সেই সত্যে এই দায়ে পার কর তুমি ॥ ১০৬
যদি তুমি পার না করিবে এই দায়।
কিশোরী মরিবে তবে ডুবি যমুনায় ॥ ১০৭
তবে যমুনার কাছে গিয়া।
কহিছেন বিনয় করিয়া ॥ ১০৮
তুমি হও কৃষ্ণের প্রেয়সী।
ব্রজে চল চড়ি এ কলসী ॥ ১০৯
যদি এই ঘটে না যাইবে।
তবে প্রাণনাথে হারাইবে ॥ ১১০
হরি বৈদ্য কহিল নিশ্চয়।
জল নাহি গেলে ভাল নয় ॥ ১১১
অতএব এ ঘটে চড়িয়া।
সুস্থ কর প্রাণনাথে গিয়া ॥ ১১২
তুমি দেবী নিজে নাহি গেলে।
কে লয়্যা যাইতে পারে বলে ॥ ১১৩
যমুনা কহেন রাধা প্রতি।
কি ভাবনা কর রসবতি ॥ ১১৪
তোমার কলঙ্ক ঘচাবারে।
প্রভু করিছেন এ বিহারে ॥ ১১৫
প্রকাশ করিয়া নিজ-ক্লেশ।
হয়্যাছেন নিজে বৈদ্যবেশ ॥ ১১৬
জল যাবে ইচ্ছায় তাঁহারী।
কিছু শঙ্কা না কর কিশোরি ॥ ১১৭
তবে রাধা কলসেতে সলিল পুরিয়া।
দেখিতেছেন তার মুখে নয়ন পাতিয়া ॥ ১১৮
তাহার মাঝারে দেখি নিজ প্রাণেশ্বর।
কহিছেন অতিশয় সুখিত অন্তর ॥ ১১৯

তাই বলি ইহা না হইলে এ সংসারে।
রাধা-নাথ বলে কেন সকলে তোমারে ॥ ১২০
বুঝিলাম দাসী প্রতি করুণা আছয়।
তেঁই করিয়াছ আসি কলসে উদয় ॥ ১২১
এত কহি আনন্দেতে বাহু দোলাইয়া।
চলিলা রাধিকা জল পূর্ণকুম্ভ নিয়া ॥ ১২২
দূর হইতে তাহা দেখি ললিতা সুমতি।
কহিছেন আনন্দেতে শ্রীযশোদা প্রতি ॥ ১২৩
দেখ দেখ ব্রজরাণি মোর সহচরী।
আনিতেছে সেই ঘট জল-পূর্ণ করি ॥ ১২৪
যদি কলসেতে জল আনিতে নারিত।
তবে রাই কোনোমতে ফিরি না আসিত ॥ ১২৫
ললিতার বাণী শুনি তুলিয়া বদন।
রাই পানে চাহে সবে স্থকিত-নয়ন ॥ ১২৬
তবে রাধা কাছে আসি কলস রাখিয়া।
প্রণাম করিলা সবে বিনয় করিয়া ॥ ১২৭
পৌর্ণমাসী শ্রীরাধারে কোলেতে লইয়া।
আশীর্ব্বাদ করি কন ঈষত হাসিয়া ॥ ১২৮
কলঙ্ক করয়ে যারা আমার রাধার।
দেখুক সকলে তারা সতীত্ব ইহার ॥ ১২৯
জলপূর্ণ কলস দেখিয়া সব জন।
ধন্য ধন্য ধন্য বলি করে প্রশংসন ॥ ১৩০
শ্রীরঘুনন্দন দাস তাহা নিরখিয়া।
আনন্দেতে নৃত্য করে করতালী দিয়া ॥ ১৩১
তবে কিছু সুস্থ-মতি হয়্যা যশোমতী।
কহিবারে আরম্ভিলা বৈদ্যরাজ প্রতি ॥ ১৩২
বৈদ্যরাজ দেখ জল আনিলেক রাধা।
এখন ঘুচাও তুমি গোপালের বাধা। ১৩৩
তবে বৈদ্য সেইজল মন্ত্রপূত করি।
ঢালিলেন গোপালের মস্তক-উপরি ॥ ১৩৪
সেই জল-স্পর্শ পাবামাত্র জনার্দ্দন।
চাহিলা নয়ন মিলি প্রসন্নবদন ॥ ১৩৫
তাহা দেখি উলু উলু দেয় নারীততি।
অনিমিষে গোপালে দেখেন যশোমতী ॥ ১৩৬
পরে আপনার বাম উরুতে রাধায়।
বসাইলা যশোমতী সুখিত-হিয়ায় ॥ ১৩৭
দক্ষিণ উরুতে কৃষ্ণে বসাইয়া সুখে।
চুম্বন করেন পুন পুন দুহুঁ মুখে ॥ ১৩৮
সভা-মাঝে কৃষ্ণ-বামে কিশোরী দেখিয়া।
ললিতা প্রভৃতি যান সুখেতে ভাসিয়া ॥ ১৩৯
তবে সুখিমতি, হয়্যা যশোমতী,
কহিছেন বৈদ্যবরে।
তুমি বড় হিত, করিলে আমার,
কহ কিবা দিব তোরে ॥ ১৪০
বৈদ্যরাজ কন, মাতা কোনো ধন,
আমি নাহি চাহি তোহে।
গোপালে যেমন, করহ পিরিতি,
কর‍্য তেন তুমি মোহে ॥ ১৪১
আর এক কর‍্য, রাধিকারে কষ্য,
মোরে দয়া করিবারে।
সতী পতিব্রতা, করুণা হইলে,
সব সুখ এ সংসারে ॥ ১৪২
সর্ব্ব গুণবতী, এমন রমণী,
যদি বধূ হত্য তোর।
তবে ধান্য ধনে, ভবন ভরিত,
সুখের না হত্য ওর ॥ ১৪৩
বৈদ্যরাজ-বাণী, শুনিয়া সুখেতে,
হাসিছেন যশোমতী।
কিশোরী কিশোর, আনন্দে বিভোর,
আর যত সখীততি ॥ ১৪৪

ইতি শ্রীগীতমালায়াং কলঙ্কভঞ্জনং নাম
বিংশং প্রস্থনম্ ॥ ২০

একবিংশ প্রস্থন।

অথ রাগোদ্গার।

রসিকশেখর গোরা রায়।
দেখিয়াছে হেন কে কোথায় ॥ ১
ভকতের আনন্দ করিতে।
কেবা হেন আনয়ে জগতে ॥ ২
কভু নানা পরিহাস করি।
ভক্ত জনে তোষে গৌরহরি ॥ ৩
নিজ-নিন্দা করি স্ববদনে।
কখনও রোষায় ভক্তজনে ॥ ৪

তাঁর মুখে নিজগুণ শুনি।
সুখী হয় অধিক আপুনি ॥ ৫
না দেখিতে পাইয়া তাঁহারে।
এ রঘুনন্দন বুঝি মরে ॥ ৬

এক দিন শ্রীমুরারি, শ্যামা-গোপী-বেশ ধরি,
গেলা রাধিকার সন্নিধান।
তাঁহারে দেখিয়া ধনী, শ্যামাসখী বলি জানি,
করিলেন অধিক সম্মান ॥ ৭
দাসী দিল দিব্যাসন, বসিলেন জনার্দ্দন,
রাধিকা পুছেন তবে তায়।
শ্যামাসখি কহ শুনি, নাগরের চূড়ামণি,
রয়্যাছেন সম্প্রতি কোথায় ॥ ৮
শুনি রাধিকার ভাষ, করি মৃদু মৃদু হাস,
কহেন তাঁহারে নটবর।
রাই তব ব্যবহার, হয় বড় চমৎকার,
নাহি দেখি জগত-ভিতর ॥ ৯
তোমার নিকটে যবে, আসি মোরা দেখি তবে,
মালা গাঁথ, শ্যামের লাগিয়া।
কিম্বা শুন তার গুণে, কিম্বা গাও স্ববদনে,
কিম্বা দেখ তাহারে লেখিয়া ॥ ১০
ব্রজে আছে নারী যত, প্রায় সবে কৃষ্ণে রত,
তার মধ্যে হেন নহে কেহ।
পরপুরুষেতে প্রীত, ঢাকি রাখা সমুচিত,
কিশোরি সুপরামর্শ এহ ॥ ১১

রাই কন শুন সহচরি।
কহি তোরে মরম উঘারী ॥ ১২
শ্যাম মোর সরবস ধন।
শ্যাম মোর ধর্ম্ম আচরণ ॥ ১৩
শ্যাম মোর হয় জাতি কুল।
শ্যাম মোর জীবনের মূল ॥ ১৪
শ্যাম বিনে না দেখি নয়ন।
শ্যাম বিনে শুনে না শ্রবণ ॥ ১৫
শ্যাম বিনে অপর পরশে।
অঙ্গ মোর না করে লালসে ॥ ১৬
শ্যামের অধরামৃত বিনে।
জিহ্বা মোর না খায় সপনে ॥ ১৭
শ্যাম-অঙ্গ গন্ধেতে কেবল।
অভিলাষী নাসিকা যুগল ॥ ১৮
শ্যাম বিনে কদাচিত আন।
মন মোর নাহি করে ধ্যান ॥ ১৯
অতএব করিলে যতন।
তার প্রেম না হয় গোপন ॥ ২০
সখি কহি সত্য করি তোর।
মোর গতি বরজ-কিশোর ॥ ২১
রাইক মধুর বচন, শুনি মাধব-অন্তর,
অধিক উল্লাস।
বাহিরে কপট করি, কয়কশ বোলত,
বচন কিয়ে পরিহাস ॥ ২২
সখি হে না হেরিয়ে বিবেচনা তোর।
কোন অধিক গুণ, শ্যামহিঁ পেখিয়ে,
ভুলসি কুলভয় ছোর ॥ ২৩
একে শ্যামল তনু, তাহে পুন বঙ্কিম
ভূখন কাঁচিক হার।
ক্ষিতিধর গৌরিক, অঙ্গবিলেপন,
পাখি-পাখা-আবরণ সার ॥ ২৪
গোচারণ করি, বিপিন হি ফীরত,
সহচর মুরুখ গোয়াল।
গুণ এক জানত, মুরলী বাদন,
তাহা নাহি হোয়ত ভাল ॥ ২৫
রস পরিহাস- বচন নহি জানত,
দূরে রহু কেলিবিলাস।
তাহে পুন নিতি নিতি, নব নব রমণী,
সঙ্গম কর তহিঁ আশ ॥ ২৬
ভুলত যাহে মন, হেন সুমধুর গুণ,
দরশন হোতন কোই।
তুহুঁ কাহে শ্যাম শ্যাম, করি ঝুরসি,
কিশোরি মুরুখ সম হোই ॥ ২৭
শ্যামের ভারতী, শুনিয়া শ্রীমতী,
কোপ উপজিল চিতে।
তাহারে ঢাকিয়া, কহেন হাসিয়া,
তাঁর প্রতি যে উচিতে ॥ ২৮
সখি হে আমারে লাগিল ধন্দ।
রসিক হইয়া, শ্যামে কি কারণে,
তুমি কহিতেছ মন্দ ॥ ২৯

শ্যামের চরণে, এক নখ-কোণে,
যে মাধুরী আছে সই।
তার কোটি ভাগ, এক ভাগে লাগ,
শশধর পায় কই॥ ৩০
জগত-ভিতর, যাবত সুন্দর,
তার রাজা শশী হয়।
সেহ নাহি পারে, যাহার নখরে,
তারে কি সুন্দর কয়॥ ৩১

সে মুখ সে দিঠী, সে চাহনী মিঠি,
সে বুক সে বাহু দেখি।
যাহার নয়ন, না হয় মগন
তহারে কাণায় লেখি॥ ৩২

শ্যামল বরণ, হইলে নিন্দন
যদি করিবারে হয়।
শ্রীরঘুনন্দনে, প্রভু নারায়ণে
তবে কেন প্রশংসয়॥ ৩৩

যাহার তনুর ছটা, হেরিয়ে অতসীঘটা,
ইন্দীবর-কুল লাজ পায়।
নবঘন নীলমণি, তুলনাতে নাহি গণি,
তারে নিন্দে কেবা হায় হায়॥ ৩৪
সখি রে সে শোভা কে পারে বর্ণিতে।
যে হেতুক এ সংসারে, নাহি পাই দেখিবারে
কোন বস্তু উপমান দিতে॥ ৩৫
মধুর রসের সিন্ধু, যদি হয় তাহে ইন্দু,
ডুবি থাকি শ্যামে করি ধ্যান।
যদি শ্যামবর্ণ হয়, তবে কিছু মনে লয়,
সে শোভার দিতে উপমান॥ ৩৬
যবে দেখি সে শোভায়, তবে এই মনে ভায়,
ধিক্ বহু মুরুখ ধাতায়।
দেখিবে এ শোভা যেই, তারে দিল আঁখি দুই,
নিমেষ করিল পুন তায়॥ ৩৭
স্ফুরিত নয়নময়, যদি সব অঙ্গচয়,
তাহে যদি না দিত নিমেষ।
তবে হয্যা কুতূহলী, তারে বিবেচক বলি,
পূজা করিতাম সবিশেষ॥ ৩৮
তুমিহ সে শোভা হেরি, আপনারে না পাসরি
স্থির হয্যা থাক ধৈর্য্য ধরি।
ধন্য ধন্য সখি তোরে, ধন্য তোর ধর্ম্ম-ডরে,
বলিহারী যায় এ কিশোরী॥ ৩৯

বঙ্কিম যে কহসি তাহায়।
তাহা সত্য মিথ্যা নাহি ভায়॥ ৪০
এক বাঁকা কারো যদি হয়।
তাহে সব শরীর দূষয়॥ ৪১
তিন ঠাঁই বাঁকা হয় তার।
তভু শোভা অতি চমৎকার॥ ৪২
সুন্দরে কি সুন্দর না হয়।
চন্দ্রে যেন বঙ্কিমা উদয়॥ ৪৩
যে না ভুলে সে ত্রিভঙ্গী দেখি।
তাহারে আমিহ জড়ে লিখি॥ ৪৪
ব্রজ-কিশোর বাঁকা রূপ।
মধুর রসের হয় কূপ॥ ৪৫

কনক রতনময়, ভূষণ পহিঁ রহি,
সব জন শোভিত হোই।
তাহে নিজ-পরজন, সব পণ্ডিতগণ,
সুন্দর কহত ন কোই॥ ৪৬

সখি রে সো লাবণী মতি পার।
বেশ-ভূষণ, পট নহি চাহত,
আপনি হোত উজিয়ার॥ ৪৭
শত শত শশিসম মণিময় ভূষণ,
যছু কাঁতি সে রহুঁ গোই।
গুঞ্জাফল শিখি, চন্দ্রকগৈরিক,
তাসে ঝলমল হোই॥ ৪৮
গোচারণ করি, বিপিনহি কীরত,
সুখয়িতে রসিক-পরাণ।
ইথে অরসিক তাহে, বোলত সো জন,
যো তছু ভাবনা জান॥ ৪৯
আর এক ভাবি দেখ, গোচারণ-রস,
সকল কেলিকুল-সার।
তাহা না হইলে কাহে, যাবত সুরগণ,
পেখিতে আওত অনিবার॥ ৫০
কানুক-সহচর, মুরুখ না হোয়ত,
যদি বা হোয় তাহাউ।
কপিকুল সঙ্গহি, রঘুনন্দন কো,
দূষণ কহ তহি কোউ॥ ৫১

শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব, করিয়াছে অনুভব,
কদাচিত যেহ এক বার।
সেই তার গুণ জানে, জানিবে কি অন্য জনে,
বর্ণন দূরেতে রহু তার ॥ ৫২
সখি রে কহি আমি তোর বিদ্যমান।
নাগরের বেণুগীত, হরে জগতের চিত,
নাহি দেখি তার উপমান ॥ ৫৩
গীতবাদ্যে বিচক্ষণ, কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ,
যাহা শুনি মহামোহ পায়।
হেন বেণু-নাদে যেহ, ভাল নহে কহে সেহ,
বিজ্ঞ নহে সঙ্গীত-বিদ্যায় ॥ ৫৪
যাহা শুনি পুরন্দর, প্রজাপতি গঙ্গাধর,
প্রভৃতি অমর মুনিগণ।
নেত্র ঝরে ছল ছল, অঙ্গে ঝরে স্বেদজল,
হয় তারা অতি মুগ্ধমন ॥ ৫৫
শচী-আদি দেবী সব, করি যাহা অনুভব,
কাম-বেগে মোহিত হইয়া।
স্খলিত কুন্তল-পাশ, সম্বরিতে নারে বাস,
স্বামিকোলে পড়ে মূরছিয়া ॥ ৫৬
সে কথা রহুক দূরে, শ্রবণ করিয়া যারে,
পশুপাখিগণ মোহ পায়।
নদী-জল উচ্ছলিত তরু হয় মুকুলিত,
পাষাণ সকল গলি যায় ॥ ৫৭
হেন বেণু-নাদামৃতে, নাহি পারে ভুলাইতে,
কদাচিত চিত্তে যে জনার।
ধন্য ধন্য ধন্য তায়, কিশোরীর তার পায়,
কোটি কোটি কোটি নমস্কার ॥ ৫৮
কানু রসময়, রসের আশ্রয়,
রসের বিষয় হয়।
তার রসিকতা, কহিতে বিধাতা,
কদাচিতো না পারয় ॥ ৫৯
কি কব তাহা সজনি।
চাহিলে কহিতে, বদন হইতে,
নিকসয়ে নাহি বাণী ॥ ৬০
নাগর-প্রবর, রসিক-শেখর,
যতেক সোহাগ জানে।
এই হয় চিত, তাহার কিঞ্চিত,
না থাকিবে কোন স্থানে ॥ ৬১
সম্মুখে দেখিয়া, উলসিত-হিয়া,
যেমত আদর করে।
তাহা করিবার, উচিত আধার,
কে আছে গোপের ঘরে ॥ ৬২
আইলে নিয়ড়ে, যবে লাজ ভরে,
আমি হই নত-মুখী।
চিবুক ধরিয়া, নিমেষ তেজিয়া,
মুখ দেখে মহাসুখী ॥ ৬৩
তাহে পুন মোরা, লাজে হয়্যা ভোরা,
প্রবেশিয়ে যদি ঘরে।
আকুল পরাণী, যায় যেন ফণী,
নিজ-মণি দেখি দূরে ॥ ৬৪
মোরে কোলে নিয়া, পালঙ্কে বসিয়া,
করে যত পরিহাস।
তাহা কহিবারে কিশোরী কি পারে,
মুখে করি পরকাশ ॥ ৬৫
অতি সুমধুর হয় কৃষ্ণের বচন।
শুনিলে জুড়ায় সখি কর্ণ-তনু-মন ॥ ৬৬
বুঝি সে মাধুর্য্য নাহি আছয়ে সুধায়।
অন্যথা অমরগণ লুব্ধ কেন তায় ॥ ৬৭
দেখ দেখ তারা শুনিবারে সে বচন।
গগন-উপরি নিতি করে আগমন ॥ ৬৮
তাহারাও রস-কথা শুনিতে না পায়।
তথাপি গগন ছাড়ি যাইতে না চায় ॥ ৬৯
সে মধুর কথা যার প্রবেশে শ্রবণে।
তার কি অন্যের কথা কভু লাগে মনে ॥ ৭০
মধুর রসের সার করি আকর্ষণ।
বুঝি গড়িয়াছে বিধি কৃষ্ণের বচন ॥ ৭১
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ঠাকুরাণি।
তুমি মাত্র জান যাহা হয় কৃষ্ণবাণী ॥ ৭২
কৃষ্ণকেলি বিলাস-বর্ণন।
করিতে পারয় কোন জন ॥ ৭৩
যার নাই তার সাক্ষাৎকার।
তার নাহি তাহে অধিকার। ৭৪
যার আছে তার পরিচয়।
সে কখনো তাহা নাহি কয় ॥ ৭৫
চিন্তামণি হেন ঢাকি রাখে।
আপনার মনে মনে চাখে ॥ ৭৬

তুহুঁ অবোধিনী নহ তাহে।
অনুচিত বলসি কাহে॥ ৭৭
রঘু কহে ইহার নিদান।
কিছু পরে হবে অবধান॥ ৭৮

জগত-ভিতর, জঙ্গম স্থাবর,
যত জীবগণ রয়।
গুণের ভাণ্ডার, শ্রীনন্দকুমার,
তা সবার প্রিয় হয়॥ ৭৯
বিশেষে ব্রজের গতি।
তার মাঝে যত, নারী তাহে রত,
তাহাদের প্রাণপতি॥ ৮০

অতএব তারে, সকল জনারে,
সুখিত করিতে হয়।
তাহাতে দূষণ, কহে কোন জন,
বিবেচনা যে ধরয়॥ ৮১

সব কমলিনী- প্রিয় দিনমণি,
সে সবারে সুখী করে।
তাহাতে তাহায়, কেবা মন্দ গায়,
অমর অসুর নরে॥ ৮২

অতি অদভুত, অযুত অযুত,
হেন গুণ আছে শ্যামে।
শ্রীরঘুনন্দন, সমান না হন,
যার রূপে গুণে ধামে॥ ৮৩

রাধিকার বচন শুনিয়া শ্যামরায়।
কহিছেন গদ গদ স্বরে পুন তায়॥ ৮৪
সখি যে কহিলে তুমি সব সত্য হয়।
কৃষ্ণের অদ্ভুত গুণ কিছু মিথ্যা নয়॥ ৮৫
তব মুখে সেই গুণ করিতে শ্রবণ।
কয়্যাছিনু পূর্ব্বে আমি বিরুদ্ধ বচন॥ ৮৬
এক্ষণ হইনু তাহা শুনি সুখিমন।
করিব তোমারে এক কথা জিজ্ঞাসন॥ ৮৭
কহিলে আপুনি শ্যাম প্রিয় সবাকার।
সকলের প্রতি করা উচিত তাহার॥ ৮৮
তবে কেন সেহ গেলে অন্তপ্রিয়া-পাশে।
তোমার মনেতে মান অধিক প্রকাশে॥ ৮৯
এত শুনি শ্যামের বচন মনোহর।
তার প্রতি শ্রীকিশোরী করেন উত্তর॥ ৯০

সহচরি প্রেম, স্বভাব-সুদুর্গম,
কহিতে না পারয়ে কোই।
প্রিয়জন-উপরি, পরমসুখ-কারণ,
মান ঘটাওত সোই॥ ৯১
সখি রে অঘটন-ঘটন সিনেহ।
মানস মহ যাহা, কভু নাহি হোয়ও
তাহা উপজাওত সেহ॥ ৯২
দূষণ লেশ, বিহনে যো করতঁহি,
কভু মান কি পরকাশ।
দূষণ পাই কর, বসো যোতিন,
ইহ তাকর কি প্রয়াস॥ ৯৩
অমিয়া পয়োনিধি, অধিক মধুরতর
আপনি হোই অনিবার।
দুসহ মান-গরল, নিতি বরিখই
ইহ দুঝান অতিভার॥ ৯৪
সোই প্রেমরস, যকো যৈছন,
তৈছন মান।
তা বিনে বরজ কিশোর কিঁ
ন ঘটত কাতকো মান-বিধান॥ ৯৫
রাধার বচন, করিয়া শ্রবণ
হইয়া সুখেতে ভোর।
কহিছেন তারে, গদ গদ স্বরে
গোপিকা-হৃদয়-চোর॥ ৯৬
বুঝিছিনু বিচারি আমি।
বৃন্দাবনেশ্বরি, ব্রজের ভিতরি,
প্রেমময়ী হও তুমি॥ ৯৭
তোমারে আশ্রয়, যে জন করয়,
সেই পায় প্রেমধন।
তোমার করুণা, বিনে তার কণা,
নাহি পায় কোনো জন॥ ৯৮
এলাগি তোমারে, গুরু করিবারে,
আমিহ বাসনা করি।
শিখাও আমায়, কিঞ্চিত প্রেমায়,
কৃষ্ণ-প্রাণ-অধীশ্বরি॥ ৯৯
যদি করি দয়া, দিয়া পদ-ছায়া
দাও কিছু প্রেম-কণ।
কিশোরি চরণে, তবে তনু-মনে,
সমর্পিবে এই জন॥ ১০০

শুনিয়া এ সব বাণী, শ্রীরাধিকাঠাকুরাণী,
কহিছেন তারে আর বার।
সহচরি হেন কথা, কহি কেন দেও ব্যথা,
তোরা হও প্রেমার ভাণ্ডার ॥ ১০১
হরি হরি কৃষ্ণে কই আমার প্রণয়।
যার তাহে প্রেম থাকে, সে কি না দেখিয়া তাকে
একক্ষণ বাঁচিতে পারয় ॥ ১০২
মোরা হই পরাধীন, মাসে কভু এক দিন,
দেখিবারে পাইবা না পাই।
তভু এই ছার দেহে, সুখেই পরাণ রহে,
কিবা মোর প্রেমার বড়াই ॥ ১০৩
তুমি বুঝি আজি তাঁরে, পাইয়াছ দেখিবারে,
প্রসন্ন দেখি যে তব মুখ।
আস্য তোহে পরশিয়া, সুখি করি নিজ-হিয়া,
কৃষ্ণসঙ্গি-সঙ্গ বড় সুখ ॥ ১০৪
এত কহি তবে রাই, পসারিয়া দুই বাই,
সখী বলি শ্যামে কোলে করি।
পরশে জানিয়া তাঁরে, আনন্দ লজ্জার ভরে
স্তম্ভিত হইলা শ্রীকিশোরী ॥ ১০৫
শ্যামেরে পরশি, তাঁর মুখশশী,
বিশেষে দেখিয়া রাই।
পুলকিত-কায়, ভাবেন হিয়ায়
সুখ-সীমা নাহি পাই ॥ ১০৬
এ কি! এহ শ্যামা নয়।
সেই নটবর, রসিক-শেখর,
আমার বন্ধুয়া হয় ॥ ১০৭
করিনু ইহার, আগে বার বার,
প্রগল্ভতা কত মত।
ইহারে জানিলে, সব সখী মিলে,
ইঙ্গিত করিবে কত ॥ ১০৮
বিশেষে আপনি, পসারি দুখানি,
বাহু বন্ধু নিনু কোলে।
জানিলে বন্ধুরে, সখীরা এঘরে,
পুরিবে হাসীর রোলে ॥ ১০৯
এ লাগি বিথারি, কিঞ্চিত চাতুরী,
ফেলিব সকলে লাজে।
কেহ কিছু তবে, কহিতে নারিবে,
ইহা সকলের মাঝে ॥ ১১০

এই ত মন্ত্রণা; করেন ভাবনা,
শ্রীকিশোরী মনে মনে।
তাঁহারে জড়িত, দেখিয়া হসিত,
সুখী সখী সব ভণে ॥ ১১১
সখি বড় সুখ পাল্যে শ্যামা-আলিঙ্গনে।
স্পন্দন না দেখি তেঁই তোর অঙ্গগণে ॥ ১১২
রাধিকা কহেন শ্যামা শ্যামের প্রেয়সী।
ক্ষতে পারয়ে সুখ ইহারে পরশি ॥ ১১৩
তাহে এহ শ্যামের প্রসাদ-মালা পরে।
স্তম্ভিত করাাছে মোরে তার গন্ধ-ভরে ॥ ১১৪
তোরাও ইহারে সবে কর আলিঙ্গন।
সুখ পাবে শ্যামচান্দ পরসে যেমন ॥ ১১৫
এত কহি শ্রীরাধিকা শ্যামেরে ছাড়িয়া।
প্রথমে ললিতা তারে আলিঙ্গন দিলা ॥ ১১৬
তিঁহও পরশে জানি কিছু না কহিলা।
এই রূপে ক্রমে সবে শ্যামে কোল দিলা ॥ ১১৭
পরে মৃদু হাস্য করি কিশোরী সুমতি।
কহিছেন আপনার সখীগণ-প্রতি ॥ ১১৮
সখী সব শুন বাণী, এই শ্যামা গোয়ালিনী,
মোর বড় প্রিয়তম হয়।
কৃষ্ণ ভক্ত মালা পরি, সবে আলিঙ্গন করি,
দিল আজি সুখ অতিশয়। ১১৯
অতএব যত্ন করি, মিলি সব সহচরী,
বেশভূষা করহ ইহার।
পত্রাবলী লেখ উরে. বান্দি দাও তার পরে,
আমার কাঁচুলি উজ্জি আর ॥ ১২০
পরাও আমার শাটী, দাও হার পরি-পাটী,
কাটিতটে বান্ধহ রসনা।
যেখানে যে শোভে আর, দাও সেই অলঙ্কার,
পূর্ণ কর আমার বাসনা ॥ ১২১
রাধিকার বাণী শুনি, চতুরের শিরোমণি,
সব সখী শ্যামেরে বেড়িয়া ॥
কাঁচুলি ঘুচাল যবে, কম্পিত উরোজ তবে,
ভূমিতলে পড়িল খসিয়া ॥ ১২২
তাহা দেখি হাসে সবে, কহিছেন কৃষ্ণ তবে,
কৈলে তোরা অভ্রম আমারে।
আমি মুখাপেক্ষা ছাড়ী, কাড়ী লই তার শাড়ী,
আজ্ঞা দিল যে তোমা সবারে ॥ ১২৩

এত কহি আরভটী, কাড়ি রাধিকার শাটী,
ধরিলেন বরজকিশোর।
তাহা দেখি হাস্যমুখী, সুচতুর সব সখী,
পলাইয়া গেল চহুঁতর ॥ ১২৪
তবে নিরঞ্জন, দেখিয়া নাগর,
অতি উলসিত-হিয়া।
রাধা কোলে করি, রতন পালঙ্ক উপরি,
বসিলা গিয়া ॥ ১২৫
শ্রীরাধিকা কন তারে।
তুমি দয়াময়, সকলের প্রতি,
নিরদয় কেন মোরে ॥ ১২৬
দেখ রমণীর, লাজ বড় ধন
যতনে রাখিতে হয়।
তুমি নারীবেশে, আসি মোর কাছে,
তাহারে করিলে ক্ষয়। ১২৭
কহাইলে কথা, আপন সমুখে,
যাহা কহাবার নয়।
আপুনি করিলে, কতমত স্তব,
যাহা না করিতে হয় ॥ ১২৮
কপটে ভুলয়্যা, করাইলে মোরে,
যে কিছু অপর কাজ।
হায় হায় হায়, তাহাতে পড়িল,
লাজের মাথায় বাজ ॥ ১২৯
শুনি এ সকল, ব্রজ-নারীগণ,
করিবেক উপহাস।
কহ এ কিশোরী, গোকুল-ভিতরি
কিরূপে করিবে বাস ॥ ১৩০
কানু কহত ধনি, কাহে দুখ ভাবসি
সুমধুর-রস-পরিহাসে।
প্রিয়সখি এ করম, স্বধরম ছোড়িয়ে,
করনু আমিহ বহু আশে ॥ ১৩১
দেখ দেখ করিয়া বিচার।
জনম অবধি হেন, বচন-অমৃত-নদী,
না পশিল শ্রবণকি দ্বার ॥ ১৩২
অতিশয় লাজে রহসি, মুখ ঝাঁপিয়ে,
মুখ দরশহ নাহি হোয়।
নিজ-আয়োজন, দৃঢ় পরি রন্তণ,
কবহুঁ মিলত নহি মোয় ॥ ১৩৩

অবধরি রমণী, বেশ বিভূষণ,
কপট করিয়ে পরকাশ।
দুর্লভ সোসব সুন্দর মীলন,
চীতহিঁ ভেল উলাস ॥ ১৩৪
তুঁহু মম ভূষণ, তুহুঁ মম জীবন,
তুহুঁ মম প্রাণ পিয়ারী।
তুহুঁ সঙ্গমরসে, আশ না মীটই,
জানহুঁ সাঁচ কিশোরী ॥ ১৩৫

সুধার সমান, শ্যামের বচন,
শ্রবণ করিয়া রাই।
গদ গদ ভাষে, কহিছেন কিছু
ছল ছল দিঠে চাই ॥ ১৩৬

বন্ধু হে তোমার যাহাতে সুখ।
তাহাই করিবে, তাহাতে আমার,
কদাচিত নাহি দুখ ॥ ১৩৭

তোমার সুখের, লাগিয়া তেজিনু,
ধরম করম আমি।
তোমারী সুখের, লাগিয়া উপেখিনু,
কুলের গৌরব স্বামী ॥ ১৩৮

যাহাতে তোমার, সুখের উদয়
তাহে যদি দুখ হয়।
সে সুখেরে মহা,- সুখ বলি মানে,
মোর মনে অসংশয় ॥ ১৩৯
তুমিহ রসিক- চূড়ামণি হও,
কত-জান রস-কেলী।
কিশোরী দাসীরে, সুখিত করিতে
কর কত মত খেলী ॥ ১৪০
রাধার বচন, করিয়া শ্রবণ,
কহিছেন শ্যাম রায়।
পরাণ-পিয়সি, তব গুণ-রাশি
বচনে কহা না যায় ॥ ১৪১
তুমি ত্রিজগতী, সুন্দর যুবতি-
সমূহের শিরোমণি।
লক্ষ্মী আদি নারী, পরাভবকারী,
অপূর্ব্ব লাবণী ধনী ॥ ১৪২
জিনি মধুধার, অমৃতের সার,
তোমার বচন ধনী।

করিলে শ্রবণ, জুড়ায় শ্রবণ,
কলেবর মনপ্রাণী ॥ ১৪৩
যেন আমাপ্রতি, তোমার পিরিতি,
তাহার উপমাস্থান।
আমি ত্রিজগতে, না পাই দেখিতে,
পাইবেক কেবা আন ॥ ১৪৪
বিধাতার আই, লইয়া সদাই,
যদি করি আয়োজন।
তথাপি কিশোরি, শোধিতে না পারি,
তব প্রেম ঋণধন ॥ ১৪৫
হেন প্রেম আলাপনে, গোঁয়াইয়া কতক্ষণে,
কিশোরী কিশোর দুইজন।
অতি নিরজন দেখি, হৃদয়ে বড়ই সুখী,
কামকেলি রসে দিলা মন ॥ ১৪৬
দোঁহে রসিকের চূড়ামণি।
তাঁহাদের যে খেলারে, বর্ণন করিতে নারে,
কোটি মুখে মদন আপনি ॥ ১৪৭
সে লীলার অবসানে, পালঙ্কেতে দুইজনে,
অলসেতে করিলা শয়ন।
তাহা জানি সখীগণ, কাছে করি আগমন,
যথোচিত করয়ে সেবন ॥ ১৪৮
ধবল চামর ধরি, করে মন্দ মন্দ করি,
কেহ কেহ দোঁহারে বীজন।
তাম্বূল জোগায় কেহ, চন্দনে লেপয়ে দেহ,
কেহ করে অঙ্গ-সম্বাহন ॥ ১৪৯
কেহ প্রেম-রসাবেশে, করে হাস পরিহাসে,
কেহ দেখে দোঁহার লাবণী।
শ্রীরঘুনন্দন জন, ধ্যান করে অনুক্ষণ,
প্রিয়াগণ সহ নীলমণি ॥ ১৫০

ইতি শ্রীগীতমালায়াং, রাগোদ্গার-বর্ণনং নাম,
একবিংশং গ্রন্থনম্।

দ্বাবিংশ গ্রন্থন।

অথ প্রেম-বৈচিত্ত্য।

কভু গোরা সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে।
ভাবাবেশে কহিতে লাগিলা আচম্বিতে ॥ ১
হায় হায় একি হৈল বিধি-বিড়ম্বন।
মোরে রাখি কোথা গেল গোকুল-জীবন ॥ ২
এখনী করিতে ছিল হাস পরিহাস।
কোথা গেল উপেখিয়া সে সব বিলাস ॥ ৩
তাহারে না দেখি স্থির না হয় অন্তর।
দেখাইয়া দেহ হে স্বরূপ দামোদর ॥ ৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে নিজ-অঙ্গ-প্রতি।
চাহিলেই দেখিতে পাইবে সে মূরতি ॥ ৫

এক দিন বৃন্দাবনে, নিজ-প্রাণ-বন্ধুসনে,
রাধা কর ধরাধরি করি।
বন-শোভা দেখি দেখি, ভ্রমণ করেন সুখী,
পাছে পাছে সব সহচরী ॥ ৬
কিবা হয় স্বভাব প্রেমার।
রয়্যাছেন নেত্রপথে, তভু রাধা নিজ-নাথে,
দেখিতে না পান বনে তার ॥ ৭
তাহে হয়্যা বড় দুখী, ঝরিতে লাগিল আঁখি।
পুছিতে লাগিলা সখীগণে।
সহচরি কেহ তোরা, দেখিয়াছ মনচোরা,
মোরে রাখি গেল কোন বনে ॥ ৮
করি নাই কিছু দোষ, নাহি করিয়াছি রোষ,
তবে কেন তেজিল আমায়।
দেখিতে না পাই তারে, নারি স্থির হইবারে,
কি হইবে কহ হায় হায় ॥ ৯
যদি কেহ কৃপা করি, মোরে সেই বংশীধারী
দেখাইয়া দেয় এইক্ষণে।
তার কাছে একিশোরী, এইত জনম ভরি,
দাসী হয়্যা রবে বিনা পণে ॥ ১০
অশ্বত্থ তুমিহ হও বিষ্ণুর মূরতি।
বন্ধুরে দেখাও কৃপা করি মোর প্রতি ॥ ১১
বট তুমি জটাধারী শিবভক্ত বট।
বন্ধু কোথা গেল তাহা কৃপা করি রট ॥ ১২

অশোক তোমার নাম বড় অভিরাম।
মোর শোক নাশিয়া সার্থক কর নাম ॥ ১৩
করুণ তুমিহ হও করুণা-নিধান।
কৃষ্ণে দেখাইয়ে মোরে কর প্রাণ দান ॥১৪
মাধবি তুমিহ হও মাধবের প্রিয়া।
বন্ধু দেখাইয়া দাও করুণা করিয়া ॥ ১৫
তুলসি তুমিহ সদা থাক তার গায়।
জান কোথা আছে বন্ধু দেখাহ আমায় ॥১৬
আর আর যত আছ তরু দেহ-ধারী।
সকলেই হও তোরা পরহিতকারী ॥ ১৭
অতএব মোর হিত কর সবে তোরা।
দেখাইয়া কিশোরীমোহন মন-চোরা ॥ ১৮

ও রে মধুকর, তোরা নিরন্তর,
থাকহ বন্ধুর কাছে।
মোরে কৃপা করি, কহি দাও হরি,
এখন কোথায় আছে ॥ ১৯
যদি না কহিবে তারে।
তবে তোরা সব, গুণু গুণু রব,
নাহি কর বারে বারে ॥ ২০
তোমাদের ধনি, যেমন অশনি,—
নিনাদ শ্রবণে পশে।
তাহাতে পরাণ, করে আনচান,
মন নাহি রহে বশে ॥ ২১
ওরে রে কোকিল, তারী মত শীল,
তোর আমি জানি ভাল।
তারী মত স্বর, ধৈর্য্য-লাজ-হর,
তারী মত বট কাল ॥ ২২
তুমি দিবে ব্যথা, ইহা কোন কথা,
পবনের দেখ রীত।
জগত-জীবন, হইয়া দহন,
করিতেছে মোর চিত ॥ ২৩

অ রে দ্বিজরাজ, তোর যত কাজ,
তাহা জানে সব জনে।
অবলা-সংহার, করিতে তোমার,
কিবা ভয় আছে মনে ॥ ২৪
কালার বিরহে, আজি মোর দেহে,
হুতাশন প্রবেশিল।
শ্রীরঘুনন্দন, বিরহে যেমন,
জানকীর হয়াছিল ॥ ২৫
এইরূপ কহি কহি করেন ভ্রমণ।
কালাচান্দ কাছে কাছে করেন গমন ॥ ২৬
তথাপি রাধিকা তারে না পান দেখিতে।
প্রেমের কুটিল গতি কে পারে বুঝিতে ॥ ২৭
তবে পুন রাধা কন কিছু আগে গিয়া।
বুঝি পদ্মা লয়্যা গেল তাহারে ডাকিয়া ॥ ২৮
সেহ নিরন্তর করে আমার অহিত।
নাগরো তাহার সখী-প্রতি লুব্ধচিত ॥ ২৯
তার কাছে হত্যে কি আইলে মধুকর।
কহ কোথা এখন রয়াছে শঠবর ॥ ৩০
পাঠাইল তোমারে কি লইতে আমারে।
নাহি যাব আমি তুমি কহ গিয়া তারে ॥ ৩১
আমরা সরল নারী সেহ অন্যে রত।
তার সনে মোর প্রীতি না হয় সংযত ॥ ৩২
এই রূপ বহু কথা কিশোরী কহিয়া।
কান্দিতে লাগিলা প্রেমে বিভোর হইয়া ॥ ৩৩
তবে আসি তাঁহার সাক্ষাতে।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ধরি হাতে ॥ ৩৪
একি একি পরাণ-প্রেয়সি।
কি কারণে কাতর কান্দসি ॥ ৩৫
সম্মুখে আমারে না দেখিয়া।
অন্বেষিছ গহনে ফিরিয়া ॥ ৩৬
যেন কেহ কণ্ঠে মণি পরি।
অন্বেষয়ে গহন ভিতরি ॥ ৩৭
ধনি ধনি তোমার প্রেমায়।
অন্ধ করিয়াছে যে তোমায় ॥ ৩৮
এত কহি সুশীতল করে।
পোঁছেন তাহার অশ্রুনীরে ॥ ৩৯
কিশোরী কৃষ্ণের কথা শুনি।
লাজে হল্যা বিনম্র-বদনী ॥ ৪০
তবে বংশীধারী, কহেন কিশোরি,
বনেতে ভ্রমণ করি।
হইয়াছ শ্রান্ত, অলসে আক্রান্ত,
ঘামে ভিজিয়াছে শারী ॥ ৪১
অতএব ধিরে, নিকুঞ্জ-কুটীরে,
চল চল রসবতি।

পালঙ্কে বসিয়া, বিশ্রাম করিয়া,
সুখী কর মোর মতি ॥ ৪২
এত কহি হরি, তাঁর করে ধরি,
নিকুঞ্জে লইয়া গিয়া।
পালঙ্ক-উপরে, বসিলা তাঁহারে,
নিজ-কোলে বসাইয়া ॥ ৪৩
তবে সখীগণ, করয়ে বীজন,
চামর ধরিয়া করে।
কর্পূর চন্দন, করয়ে লেপন,
দোঁহাকার কলেবরে ॥ ৪৪
তবে কতক্ষণ, শ্রম-নিবারণ,
করিয়া রাধিকাশ্যাম।
সরস অন্তর, মদন-সমর,
বিলাসে করিলা কাম ॥ ৪৫
তাহা অনুমানি, সকল সজনী,
অপর কুঞ্জেতে গেলা।
কিশোরা কিশোর, আনন্দে বিভোর,
বিলাসে মগন ভেলা ॥ ৪৬
তবে তারা মদন-সমর-অবসানে।
শয়ন করিলা দিব্য কুসুম-শয়নে ॥ ৪৭
নিজ-ভুজে নাগরের কণ্ঠ ধরি রাই।
উপাধান করিলেন নাগরেরে বাই ॥ ৪৮
মুখে মুখে বুকে বুকে ঠেকাঠেকি করি।
নিদ্রা যান দোঁহে কিবা শোভা মরি মরি ॥ ৪৯
মাঝে মাঝে পরস্পরে করেন চুম্বন।
কভু স্বপ্ন-আবেশেতে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৫০
কভু নানা রস-কথা কহেন স্বপনে।
যাহা শুনি সখীগণ সুখ পায় মনে ॥ ৫১
পরে তাঁহাদের গাঢ় নিদ্রাবেশ দেখি।
অন্য কুঞ্জে শয়ন করিলা সব সখী ॥ ৫২
শ্রীরঘুনন্দন কুঞ্জ-বাহিরে বাহিরে।
জাগি থাকি সাবধানে ফিরে ধিরে ধিরে ॥ ৫৩

ইতি শ্রীগীতমালায়াং প্রেমবৈচিত্ত্য-বর্ণনং
নাম দ্বাবিংশং গ্রন্থনম্ ॥ ২২

ত্রয়োবিংশ গ্রন্থন।

অথ শয্যোত্থান।

উঠ উঠ গোরা ভগবান্।
রজনী হইল অবসান ॥ ১
করিতেছে অরুণ উদয়।
তাহে অন্ধকার পায় ক্ষয় ॥ ২
দ্বিজসব স্নান করিবারে।
যাইছেন সুরধুনী-ধারে ॥ ৩
আপনিহ তেজিয়া শয়ন।
স্নান লাগি করহ গমন ॥ ৪
লয়্যা সব স্নানোপকরণ।
সঙ্গে যাকু শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৫

নিশা-অবসান-কালে, পক্ষিগণ-কোলাহলে,
নিদ্রা তেজী সব সহচরী।
আসিয়া নিকুঞ্জ-দ্বারে, রাই শ্যামে জাগাবারে,
কহিছেন ধিরি ধিরি করি ॥ ৬
উঠ উঠ নাগর নাগরী।
রজনী হয়্যাছে শেষ, ছাড় এবে নিদ্রাবেশ,
উঠি দেখ প্রভাত-মাধুরী ॥ ৭
দেখিয়া রজনী-ক্ষয়, দ্বিজরাজ মহাশয়,
প্রবেশয়ে অস্তাচল বনে।
কুমুদিনী তাঁর প্রিয়া, তার দশা নিরখিয়া,
ম্লান কৈল আপন বদনে ॥ ৮
অরুণ-উদয় দেখি, কমলিনী হয় সুখী,
তাহে মোরা উপমান করি।
প্রোষিতপতির ঘরে, আগমনবাদি-চরে,
দেখি যেন পতিব্রতা নারী ॥ ৯
পদ্মিনীর শোভা হেরি, কুমুদিনী-সঙ্গ ছাড়ি,
তার কাছে ভ্রমর চলয়।
কিশোরি কিশোর শুন, কালবর্ণে এই গুণ,
নব নব রসে লুব্ধ হয় ॥ ১০
সখীদের কথা শুনি নাগরী নাগর।
উঠিয়া বসিলা দোঁহে শয্যার উপর ॥ ১১
তবে সহচরী সব জল আনিদিলা।
তাহে মুখ-প্রক্ষালন তাহারা করিলা ॥ ১২

তবে কৃষ্ণ কহিছেন ভূপতি-নন্দিনি।
শুনিলে ত আপনার সখীদের বাণী ॥ ১৩
ইহারা অলির গুণ করিতে বর্ণন।
করিল আমার প্রতি ইঙ্গিত রচন ॥ ১৪
তার ফল ইহাদিগে আমিহ দেখাই।
প্রাণপ্রিয়ে যদি তব অনুমতি পাই ॥ ১৫
তাহা শুনি শ্রীরাধিকা আনন্দিত-মতি।
নয়ন-ভঙ্গীতে তাঁরে দিলা অনুমতি ॥ ১৬
তবে তিঁহ উঠি ললিতাদি সখীজনে।
করেন চুম্বন আলিঙ্গন জনে জনে ॥ ১৭
তাহা দেখি মৃদু মৃদু হাসেন কিশোরী।
তাঁর প্রতি কহেন সকল সহচরী ॥ ১৮
রাই তব শয়নের রঙ্গ।
করিলাম মোরা সবে ভঙ্গ ॥ ১৯
তেঁই ক্রোধ করি মো সবারে।
অপমান করাল্যে ইহারে ॥ ২০
থাক তোরা সুখেতে শুতিয়া।
মোরা যাই ভবনে চলিয়া ॥ ২১
আর কদাচিতো তোমা সনে।
আসিব না খেলাইতে বনে ॥ ২২
আমাদিগে ভাল বাস যত।
তাহা আজি হইল বেকত ॥ ২৩
এত কহি তাহারা সকলে।
ঘর যাইবারে মনে চলে ॥ ২৪
কিশোরী-মোহন তা দেখিয়া।
দাঁড়াইলা পথ আগোরিয়া ॥ ২৫
ললিতা কহেন মোরা কেহ নহি রাধা।
তবে কেন মোদের গমনে কর বাধা ॥ ২৬
উহারেই লয়্যা থাক কুঞ্জের ভিতরি।
আমাদের পথ ছাড়ি দেহ ত্বরা করি ॥ ২৭
রাধিকা কহেন সখি এ কেমন রীত।
ভাল করিলেও কহ করিলে অহিত ॥ ২৮
যার লাগি সদা মোরে কর অনুরোধ।
তাহা সাধি দিনু তভু কেন কর ক্রোধ ॥ ২৯
রাধার বচন শুনি যত সখিগণ।
হাসি হাসি তার প্রতি কহেন বচন ॥ ৩০
মরি মরি সখি তোর লইয়া বালাই।
শিখিলে এসব কথা তুমি কার ঠাঁই ॥ ৩১
বুঝি এই শঠের নিকটে এই গুণ।
শিখিয়াছ এহ বড় ইহাতে নিপুণ ॥ ৩২
শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোরা বস একবার।
করহ আপন সখী সহিতে বিচার ॥ ৩৩
বিচার করিলে মোরা জানিবারে পারি।
তোরা মিথ্যাবাদী বট অথবা কিশোরী ॥ ৩৪
ললিতা কহেন, বিচার করিব,
আন দিনে এই কথা।
এখন সকলে, গোকুলে চলহ,
নাহি রহ আর এথা ॥ ৩৫
দেখহ বাহিরে যাই।
অরুণ-কিরণ, ঝল মল করে,
দেখি বড় ভয় পাই ॥ ৩৬
খল লোকে সব, সদাই দূষণ,
খুজিয়া খুজিয়া বোলে।
যাইতে যাইতে, যদি কেহ দেখে,
গোকুল পুরিবে রোলে ॥ ৩৭
ললিতা-বচন, শ্রবণ করিয়া,
ভাল ভাল বলি সবে।
আপন আপন, পথেতে পয়াণ,
করিলা গোকুলে তবে ॥ ৩৮
শয়ন করিলা তাহারা সকলে,
আপন আপন ঘরে।
শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
মৃদু মৃদু সেবা করে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীগীতমালায়াং শয্যোত্থান-বর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশং গ্রন্থনম্ ॥ ২৩

চতুর্ব্বিংশ গ্রন্থন।

অথ দোল-যাত্রা।

নদিয়া নগরে গোরা রায়।
হোরী খেলে সানন্দ হিয়ায় ॥ ১
গদাধর-আদি ভক্ত-সনে।
গান করে শ্রীবাস-অঙ্গনে ॥ ২
ফাগু লয়্যা সুরঙ্গ চিকণ।
গোরা গায় দেয় ভক্তগণ ॥ ৩

কিবা শোভে তাহে গৌর হরি।
সন্ধ্যা-মেঘে যেন হেম-গিরি ॥ ৪
ভাবাবেশে দিয়া করতালী।
কহে হারিলে হে বনমালী ॥ ৫
শরণ মাগহ যদি মোয়।
তবে আজি ছাড়ি দিব তোয় ॥ ৬
শ্রীরঘুনন্দন দেখি কয়।
এ ভাব বুঝিতে কে পারয় ॥ ৭

হোরী খেলা করি মনে, প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে,
নাগর কানাই কুতূহলী।
মনে অতি অনুরাগ, গাইলা বসন্ত রাগ,
অধরেতে ধরিয়া মুরলী ॥ ৮
সেই ধ্বনি শুনি গোপীগণ।
তেজি কুল-ভয়-লাজ, দেখিতে নাগররাজ,
হল্যা সবে উৎকণ্ঠিত-মন ॥ ৯
বিলম্ব সহিতে নারে, বাঁশী ডাকে বারে বারে,
তাহা শুনি করয়ে ভৎর্সনা।
ও রে ডাকতিয়া বাঁশী, অবলার সর্ব্বনাশী,
স্থির হও শুনহ বারণা ॥ ১০
লইয়াছ কুলমান, আছে মাত্র শেষ প্রাণ,
তাও বুঝি করিবে হরণ।
স্থির হও এক লব, যাইতেছি মোরা সব।
আর নাহি করহ গর্জ্জন ॥ ১১
কহি এই সব কথা, বেশ করি যথা তথা,
চলিলেন ব্রজ-নারীগণ।
তাহাদের অভিমত, হোরীর খেলনা যত,
লয়্যা যায় শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২
গোপিকা সকলে দেখি কহেন নাগর।
কে বট তোমরা মোর বনের ভিতর ॥ ১৩
ঋতুরাজাদেশে আমি রাখি যে এ বন।
প্রবেশিতে নাহি পার ইথে কোনো জন ॥ ১৪
তোমাদের দেখি বড় গরব-বিথার।
প্রবেশিছ এথা আজ্ঞা না লই আমার ॥ ১৫
কৃষ্ণবাণী শুনি হাসি কহে গোপীগণ।
মরিলাম মোরা লাজে শুনিয়া বচন ॥ ১৬
বস্ত্র-চুরি গোরাখালী তরণি বাহন।
বাকী নাই হইয়াছে সকল কারণ ॥ ১৭
এক মাত্র বনের রাখালী বাকী ছিল।
মরি মরি ভাগ্যে বুঝি তাহাও ঘটিল ॥ ১৮
শ্রীরঘুনন্দন কহে বনের রাখালী।
তোমাদেরী লাগি ইথে নাহি দাও গালী ॥ ১৯

কহিছেন হাসি বনমালী।
কটু কথা না কহ গোয়ালী ॥ ২০
নিজ কার্য্য-লাগি সব জন।
করে তুচ্ছ কর্ম্ম আচরণ ॥ ২১
শুন শুন তাহার প্রমাণ।
যাহা শুনি জনমিবে জ্ঞান ॥ ২২
পুরঞ্জয় রাজার বাহন।
হয়্যা ইন্দ্র করিলা বহন ॥ ২৩
শ্রীরঘুনন্দন কপিসনে।
করিছিলা সখ্য আচরণে ॥ ২৪

গোপিকা সকল কহে সত্য এ ভারতী।
ধন লাগি বৃষ হয়্যাছিলা সুরপতি ॥ ২৫
রামচন্দ্র করিছিলা সখ্য কপিসনে।
জানকী-রমণী-লাভ ইচ্ছা করি মনে ॥ ২৬
তুমি বন রক্ষা করি পাবে কিবা ধন।
কোন বা রমণী পাবে না হয় দর্শন ॥ ২৭
কানাই কহেন নাহি জানহ গোয়ালী।
অনেক লাভের হেতু বনের রাখালী। ২৮
এই বনে যে তুলিবে পত্র ফুল ফল।
কাড়ি নিব তার শাড়ী ভূষণ সকল ॥ ২৯
তার মধ্যে যদি কোন নারী লাগে মনে।
তাহারে রাখিব লয়্যা নিকুঞ্জ-ভবনে ॥ ৩০
শ্রীরঘুনন্দন কহে ব্রজের রমণী।
কেহ তব মনে নাহি লাগে মোরা জানি ॥ ৩১

এ এথা শুনিয়া, কহেন হাসিয়া,
ললিতা নাগর-রাজে।
শুনিয়া তোমার, বচন-বিথার,
মরিলাম মোরা লাজে ॥ ৩২

ব্রজে যতনারী আছে।
মদন রমণী, দাঁড়াইতে নারে,
কভু ইহাদের কাছে ॥ ৩৩
যাহাদের রূপ, দেখি শূলপাণি,
মদনে মোহিত হয়।

তাহারা তোমার, মনেতে লাগিবে,
কি করিয়া মহাশয় ॥ ৩৪
ভালই হয়্যাছে, লাগে নাই মনে,
তেই আছে তব মান।
অন্যথা কামেতে, ধরিতে যাইয়া,
মান হত্য অবসান ॥ ৩৫
কিশোরী-আদেশে, হিত উপদেশ,
করিতেছি তোহে আমি।
এমত বচন, কোথাও কখনো,
না কয়্য রাখাল-স্বামী ॥ ৩৬
রাধিকা কহেন শুন বাণী।
শ্যামের বচন মিছা মানি ॥ ৩৭
সুবশক্তি-জয় করি রণে।
পাইছিলা অসুরের ধনে ॥ ৩৮
শ্যাম আমাদিগে না জিনিয়া।
পাইবেন ধন কি করিয়া ॥ ৩৯
হোরী খেলা করি মো-সবারে।
যদ্যপি পারেন জিনিবারে ॥ ৪০
তবে আশা যে করেন শ্যাম।
সিদ্ধ হত্যে পারে সেই কাম ॥ ৪১
যদি মোরা জিতি হোরী খেলি।
কাড়ি নিব শ্যামের মুরলী ॥ ৪২
কিশোরীর শুনিয়া বচন।
ভাল ভাল বলে সখীগণ ॥ ৪৩
এত কহি কৃষ্ণসনে যত গোপীগণ।
হোরী খেলা আরম্ভিলা আনন্দিত-মন ॥ ৪৪
একপক্ষ হইলা যাবত গোপনারী।
আর পক্ষ একলা রসিক বনোয়ারী ॥ ৪৫
দুই দলে ফাগু-বৃষ্টি করে পরস্পরে।
ঢাকিলেক যাহাতে গগন দিগন্তরে ॥ ৪৬
সেইত আবিরে সব হল্য অন্ধকার।
প্রবেশিতে নারে দৃষ্টি ভিতরে যাহার ॥ ৪৭
কিন্তু হেন বেগ প্রকাশিলা বনোয়ারী।
যাহা সহ্য করিতে না পারে গোপনারী ॥ ৪৮
তবে এক যুকতি করিয়া গোপীগণ।
শ্রীকৃষ্ণেরে চারিদিকে করিলা বেষ্টন ॥ ৪৯
চারিদিকে বৃষ্টি করে ফাগু রাশি রাশি।
কিশোরী যোগান ফাগু আনি হাসি হাসি ॥৫০

তবে হাসি শ্রীরাধিকা কন।
অন্যায় না কর সখীগণ ॥ ৫১
তোরা সবে হয়্যাছ অনেক।
নাগরের সাথী নাহি এক ॥ ৫২
দেখ দেখ হয়্যাছে কাতর।
এলাগিয়া ছাড়য়ে সমর ॥ ৫৩
শুকায়্যাছে বদন উহার।
হৃদয় কাঁপয়ে অনিবার ॥ ৫৪
দেখিতে না পাই হাসি মুখে।
পাইতেছি আমি বড় দুখে ॥ ৫৫
কিশোরীর কথা শুন তোরা।
ছাড়ি দেহ গোপীপটচোরা ॥ ৫৬
রাধার বচন, করিয়া শ্রবণ,
ললিতা কহেন হাসি।
রাই সব জনে, আনয়ে ভুবনে,
তোমারে করুণা-রাশি ॥ ৫৭
কিন্তু কথা তব, মোরা না শুনিব,
না ছাড়িব এ সমর।
না পার দেখিতে, দুখ হয় চিতে,
তবে তুমি যাহ ঘর ॥ ৫৮
মোরা সবে মিলি, রঙ্গজল ঢালি,
শঠে স্নান করাইব।
গোপনারীগণ, বসনহরণ,
ফল আজি ভুঞ্জাইব ॥ ৫৯
অথবা ইহার, উপরি তোমার,
যদি দয়া হয় মনে।
ইহার সহায়, হয়্যা মোসবায়,
পরাজয় কর রণে ॥ ৬০
ইহা বিনে আর, না দেখি ইহার,
পরিত্রাণ কোনো মতে।
কিশোরি তোমার, যে হয় বিচার,
তাহা কর অচিরাতে ॥ ৬১
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন ললিতা বচন।
নাহি চাহি আমিহ সহায় কোনো জন ॥ ৬২
বকাসুর অঘাসুরে যে করিল জয়।
অবলা রমণীগণে সেহ কি প্রণয় ॥ ৬৩
যে ধরিল বামকরে করি গিরিরাজ।
ফাগু-রণে তাহার সহায়ে কিবা কাজ ॥ ৬৪

মহারাসে কামরণে কোটি অবলায়।
যে জিনিল ফাগু-রণে সেকি সাঁখী চায়॥ ৬৫
শ্রীরঘুনন্দন কহে সব সত্য হয়।
যদি আজি করিতে পারহ রণ-জয়॥ ৬৬
এত কহি হেন বেগে ভ্রমেন মুরারি।
যাহে নিজ আগে তাঁরে দেখে সব নারী॥ ৬৭
ইঁহ এককালে দেন সকলে আবীর॥
যেন লতাগণে মেঘ বৃষ্টি করে নীর॥ ৬৮
তার ভয়ে গোপী সব নয়ন মুদিলা।
তবে কৃষ্ণ মণ্ডলীর বাহিরে আইলা॥ ৬৯
তাহা না জানিয়া কৃষ্ণ আছেন মানিয়া।
গোপীসব ফাগু ছোড়ে জিনিনু বলিয়া॥ ৭০
তাহা দেখি হাসি কন কিশোরী-মোহন।
ভাল যুদ্ধ করিতেছ গোপনারীগণ॥ ৭১

নাগরের কথা শুনি, যত গোপনিতম্বিনী,
লাজ পাই স্ফুরে না বচন।
তাহা ঢাকিবার আশে, প্রখরা ললিতা ভাষে,
করিয়া গরব প্রকাশন॥ ৭২
শুন ও হে নিলজ কানাই।
রণ ছাড়ি পলাইয়া, হাসিতেছ কি করিয়া,
বুঝি তব কিছু লাজ নাই॥ ৭৩
ছিছি নারীসঙ্গে হারি, খেলাইতে নাহি পারি,
পলাইলে তুমি কি করিয়া।
সে বিক্রম কি হইল, সে গরব কোথা গেল,
মোরা লাজে গেলাম ডুবিয়া॥ ৭৪
তুমি কৈলে পলায়ন, করি মোরা নিরীক্ষণ,
নিজে নিজে খেলা যুদ্ধ করি।
ইথে মো-সবারে অন্ধ, নাহি মান ফাগু গন্ধ,
লাগে নাই নয়ন ভিতরি॥ ৭৫

তব মুখ নিরখিয়া, মনে উপজিল দয়া,
করিলাম ক্ষমা একবার।
সাখী রাখি শ্রীকিশোরী, পুনর্ব্বার খেল হরি,
করিব তোমার প্রতিকার॥ ৭৬

শ্রীকৃষ্ণ কহেন জয় না করি আমায়।
মিছা এত গরব করিতে না যুয়ায়॥ ৭৭
সমরেতে যোদ্ধা সব করে অন্তর্দ্ধান।
তাহে পরাজয় বলে কিবা জ্ঞানবান॥ ৭৮
তাহে আমি দাঁড়াইয়া রয়্যাছি সাক্ষাতে।
ইথে কিরূপেতে হারি ঘটিবে আমাতে॥ ৭৯
বরঞ্চ করিলে ভালমতে বিবেচনে।
তোমাদেরী পরাজয় হয় এই রণে॥ ৮০
দেখ তোরা হয়্যাছ অনেক এক পক্ষ।
তভু মোরে করিতে নারিলে কেহ লক্ষ॥ ৮১
কর জোড় করি কহে শ্রীরঘুনন্দন।
চোরের আশ্চর্য্য শক্তি জানে সব জন॥ ৮২

ললিতা কহই, নাগর বুঝনু,
তোমার মনের কথা।
অনেকের সনে, ফাগু খেলাইতে,
তুমি পাইতেছ ব্যথা॥ ৮৩
কহিতেছ পরকারে।
তোমরা অনেক, তোমরা অনেক,
এই কথা বারে বারে॥ ৮৪

আমি হিত বাণী, কহিয়ে তোমারে,
ছাড়িয়া এমত রণ।
এক এক জন, সহিত সমর,
কর এই মোর মন॥ ৮৫

যদি কোনো মতে, কোনো জনেতাহে,
পার তুমি জিনিবারে।
তবে ব্রজে গিয়া, মুখ দেখাবারে,
উপায় হইতে পারে॥ ৮৬
ইহাতেও যদি, তুমি নাহি পার,
কারেও করিতে জয়।
শ্রীরঘুনন্দনে, তবে সাখী রাখি,
করিব মনে যে লয়॥ ৮৭

এত শুনি কহিছেন শ্রীনন্দ-তনয়।
ললিতে এ কথা তব মোর হিত নয়॥ ৮৮
সমর করিয়া এক একজন সনে।
কতকালে জিনিব আমিহ সবজনে॥ ৮৯
অতএব তোমাদের যে হয় প্রধান।
তাহারেই সমরে করাও আগুয়ান॥ ৯০
তার জয় হইলে সবারি হবে জয়।
হারিলেও সবারী হইবে পরাজয়॥ ৯১
তাহা শুনি ভাল ভাল বলি গোপীগণ।
বৃষভানু-নন্দিনীরে কহে এ বচন॥ ৯২

প্রিয়সখি তুমি আগে নাগরের সনে।
আরম্ভ করহ করিবারে ফাগুরণে॥ ৯৩
প্রধানের সনে রণ বাঞ্ছয়ে নাগর।
তুমিহ প্রধান হও মোদের ভিতর॥ ৯৪
হারাইয়া শঠে কার্য্য সাধহ সবার।
কোনো ভয় না করিবে হৃদয়-মাঝার॥ ৯৫
মোরা সবে দাঁড়ায়্যা রয়্যাছি কাছে তোর।
কি করিতে পারিবে কিশোরি ননীচোর॥৯৬

সখীর বচন, করিয়া শ্রবণ,
কিশোরী সুখিতহিয়া।
মৃদু মৃদু হাসি, বান্ধিলেন কসি,
কেশ পাশে ডোরী দিয়া॥ ৯৭
কি বা সে মধুরবেশ।
উত্তরি অঞ্চলে, বান্ধি কুতূহলে,
দৃঢ় করি মধ্যদেশ॥ ৯৮
আবীরে করিয়া, অঞ্চল ভরিয়া,
কুমকুমা লইলা তাতে।
ফুল গেঁড়ু কত, নিলা শত শত,
ফুল ধনু বাম হাতে॥ ৯৯
হেন বেশ দেখি, কানু হয়্যা সুখী,
ভাবিছেন মনে মনে।
কামের ঘরণী, আইলা ধরণী,
যুঝিবারে মোর সনে॥ ১০০
এ বেশ দেখিয়া, কাঁপিতেছে হিয়া,
কি করি করিব রণ।
শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
স্থির কর প্রভু মন॥ ১০১

তবে রাধা শ্যাম দোঁহে আবীর-সমর।
আরম্ভিলা অতিশয় সানন্দ-অন্তর॥ ১০২
চারিদিগে ঘেরিয়া দাঁড়ায়্যা সখীগণ।
গীতবাদ্য করে আর করে নিরীক্ষণ॥ ১০৩
পাণি-পূরি আবীর লইয়া দুইজন।
পরস্পর উপরিতে করেন ক্ষেপণ॥ ১০৪
সেইত আবীরে সব ঢাকিল গগন।
রক্তবর্ণ হল্য যত তরুলতাগণ॥ ১০৫
তাহে পশুপাখী অলি সব হল্য লাল।
আর কিশোরীগণ আর শ্রীগোপাল॥ ১০৬
তবে রাধা ফাগুমুষ্টি করিয়া ধারণ।
কৃষ্ণনেত্রে দিব বলি করিলা ক্ষেপণ॥ ১০৭
তাহা দেখি নিক্ষেপিলা নাগর আবীর।
সেহ তাহা রোধ কৈল যেন তীরে তীর॥ ১০৮
তবে কৃষ্ণ রাধিকার নেত্রে দিব বলি।
আবীর ছাড়িলা অতিশয় কুতূহলী॥ ১০৯
তিহ পূর্ব্বমতে কৈলা তাহা নিবারণ।
এই মতে করিছেন দোঁহে মহারণ॥ ১১০
কভু দোঁহে কুমকুমা করেতে করি ধরি।
ক্ষেপণ করেন দুই জনের উপরি॥ ১১১
সেইত কুমকুমা ঠেকাঠেকি পরস্পরে।
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে ধরণী উপরে॥ ১১২
কভু ফুল-গেঁড়ু ধরি করেন ক্ষেপণ।
বুঝি কামরতি করে শরে শরে রণ॥ ১১৩
শ্রীরঘুনন্দন কহে ইহা সত্য নয়।
কামরতি কোন ছ্যার তুলনা না হয়॥ ১১৪
পুনর্ব্বার আবীর ছোড়েন দুইজন।
তাহে অন্ধকারপ্রায় হইল কানন॥ ১১৫
অন্ধকারে তবে দোঁহে মুদিয়া নয়ন।
ফাগুবৃষ্টি করি করি করেন ভ্রমণ॥ ১১৬
হেন মতে নেত্রমুদি ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
রাই-অঙ্গ পরশিলা কৃষ্ণ আচম্বিতে॥ ১১৭
ছুঁইমাত্র সুখে স্তব্ধ হল্যা দামোদর।
প্রতিমার মত নাহি চলে পদ কর॥ ১১৮
তাহা দেখি আনন্দিত রাধা হাসি হাসি।
তাঁহার অঙ্গেতে দেন ফাগু রাশি রাশি॥ ১১৯
চৌদিগে কিশোরীগণ দিয়া করতালী
কৌতুক করিয়া গান করয়ে ঢামালি॥ ১২০
ছিছি একি একি হল্য লাজ।
তোরিতে হারিলে শঠরাজ॥ ১২১
রমণীর নিকটে হারিলে।
আপনাপর খোয়াইলে॥ ১২২
অবলার বসন হরণ।
আজি কোথা করিল গমন॥ ১২৩
দান সাধা মথুরার ঘাটে।
আজি পলাইল কোন বাটে॥ ১২৪
ভাঙ্গাতরী লয়্যা গোপীদিকে।
দুখ দেয়া গেল কোন দিকে॥ ১২৫

গিরিধরা গরব ...র।
কিশোরী কি ... আজি দূর॥ ১২৬

পুন হসি হাস, ললিতা রূপসী,
কহিছেন শ্যামচান্দে।
আহা মরি মরি, এ দশা তোমার,
দেখি মোর মন কান্দে॥ ১২৭
শুনহ নিলজ-রাজ।
তোমার লাগিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,
মোর গেল সব কাজ॥ ১২৮
নারীর নিকটে, সমরে হারিয়া,
গোকুল নগরে গিয়া।
আহা মরি মরি, কিরূপে দেখাবে,
এ বদন প্রকাশিয়া॥ ১২৯
অতএব আমি, হিত বাণী কহি,
তো... অকপট মনে।
পিচিকারী লয়্যা, পুন রণ কর,
মোদের সখীর সনে॥ ১৩০
তাহাতেও যদি, জিনিতে পারহ,
তবে কিছু ভাল হয়।
অন্যথা কিরূপে, ব্রজের ভিতরি,
যাইবেন মহাশয়॥ ১৩১
নাগর কহেন, তব সখী মোরে,
যদি না ছোয়েন রণে।
তবে যে কহিবে, সে রণ করিব,
সাখী রাখি সাধুজনে॥ ১৩২
শ্রীরঘুনন্দন, কর জোড়ি কয়,
পরণামে এ খেলায়।
যার লাগি খেলা, করিতে আইলা,
বারণ করয়ে তায়॥ ১৩৩

ললিতা কহেন শুন নিলজ কানাই।
কি লাগিয়া ছোবে তোহে বিনোদিনী রাই॥১৩৪
নাহি কহ হেন কথা তুমি আরবার।
শুনিলে অযশ হবে ব্রজে রাধিকার॥ ১৩৫
পতিব্রতা-শিরোমণি মোর সহচরী।
পরপুরুষেরে নাহি ছোয় করে করি॥ ১৩৬
অতএব তুমি সেই শঙ্কা পরিহরি।
চকারী ধরি॥ ১৩৭

তবে রাধা শ্যাম ধরি হেম-পিচিকারী।
দোঁহে দোঁহা অঙ্গে দিল শুভ গন্ধবারি॥ ১৩৮
তাহা দেখি ললিতা-প্রভৃতি সখীগণ।
কহিছেন পরস্পরে আনন্দিতমন॥ ১৩৯
দেখ দেখ অদভুত সব সহচরী।
জলদ-চপলা দোঁহে বর্ষে দুহুপরি॥ ১৪০
মেঘে বৃষ্টি করে জল দেখি সব ঠাঁই।
সৌদামিনী বর্ষে জল কভু শুনি নাই॥১৪১
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন গোপীগণ।
অদভুত হয় এই সৌদামিনী ঘন॥ ১৪২
এইরূপে জলযুদ্ধ কৈলা বহুক্ষণ।
কিন্তু তাহে জয়ী না হইলা কোনো জন॥ ১৪৩
গন্ধজল ঘর্ম্ম-জলে ভিজিল বসন।
তাহা দেখি কহিতে লাগিলা সখীগণ॥ ১৪৪
বুঝিলাম তোরা দোঁহে এ যুদ্ধে সমান।
অতএব যোগ্য হয় করিতে সম্মান॥ ১৪৫
শুক্লপট পরি চড় এইত দোলায়।
সেবন করিব মোরা তোদিগে দোঁহায়॥ ১৪৬
তবে শুক্ল-বাস পরি কিশোর কিশোরী।
আরোহিয়া বসিলেন দোলার উপরি॥ ১৪৭
কিবা সেই দোলা হয় সুবর্ণ-রচিত।
সিত-রক্ত-নীলবর্ণ মণিতে খচিত॥ ১৪৮
দোলে কত তাহে মুক্তা কুসুম-ঝালর।
সুচিত্রিত চন্দ্রাতপ বালিশ বিস্তর॥ ১৪৯
নানাবর্ণ পট্ট ডোরী বদ্ধ চারি পায়।
সখীগণ দুই দিকে থাকিয়া দোলায়॥ ১৫০
কিবা শোভে দোলার উপরি রাইশ্যাম।
বিমানের উপরিতে যেন রতিকাম॥ ১৫১
সখীসব পুষ্প-বৃষ্টি ফাগু-বৃষ্টি করে।
কিশোরী-কিশোর-গুণ গায় মিষ্টস্বরে॥১৫২
দেখ দেখ রাই নট রাজে।
দোলার উপরি কিবা সাজে॥ ১৫৩
হইয়াছে যেন একওর।
স্থির সৌদামিনী জলধর॥ ১৫৪
কিবা মিলিয়াছে অতি ভাল।
হেমলতা তরুণ তমাল॥ ১৫৫
দোঁহার মাধুরী চাখি চাখি।
জুড়ায় মোদের মন আঁখি॥ ১৫৬

দেখ দেখ সবে একমন।
শ্রীকিশোরী কিশোরী-মোহন॥ ১৫৭
দোলার উপরি, কিশোর কিশোরী,
দুই জন শোভা পায়।
হেম-ধরাধর-, মাথে জলধর,
বিজুরী যেমন ভায়॥ ১৫৮
কিবা দোলে শ্যামরাই।
নীল উতপল, হেম শতদল,
যেমন পবন পাই॥ ১৫৯
যবে ঘনে ঘন, গমনাগমন,
করে দোলা বেগ বলে।
তবে ভয় পাই, পশারিয়া বাই,
রাই ধরে শ্যাম-গলে॥ ১৬০
তাহা দেখি সুখে, মৃদু হাসি মুখে,
ললিতাদি সখীসব।
করে ঘনে ঘন, কুসুম বর্ষণ,
আর জয় জয় রব॥ ১৬১
ঢুলায় চামর, উড়ায় আতর,
গোলাব আবীর রোরী।
শ্রীরঘুনন্দন, করয়ে ভাবন,
সেই শোভা মনোহারী॥ ১৬২

ইতি শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-বিরচিতায়াং গীতমালায়াং দোল-যাত্রা-বর্ণনং নাম চতুর্বিংশং গ্রন্থনম্॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ গ্রন্থন।

অথ বাসন্তিক-রাসযাত্রা।

মধুর মাধব মাস মধুর রজনি।
উদয় করিল তাহে পূর্ণ দ্বিজমণি॥ ১
বিকসিত হইয়াছে নানা জাতি ফুল।
গান করিতেছে তাহে মধুকর-কুল॥ ২
বসন্তের শোভা দেখি গোরা সুখিমনে।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিলা শ্রীবাস-অঙ্গনে॥ ৩
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করয়ে কীর্ত্তন।
মাঝে গোরা নটরায় করেন নর্ত্তন॥ ৪
কভু নিজকরে ধরি গদাধর-কর।
নর্ত্তন করেন প্রভু সরস অন্তর॥ ৫
শ্রীরঘুনন্দন আদি যত ভক্তজন।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণা করয়ে বাজন॥ ৬

মধুর মাধব মাস, পূর্ণশশি-পরকাশ,
বিকসিত তরু-লতাগণ।
কোকিলের কুহুরব গুঞ্জরে ভ্রমর সব,
মন্দ মন্দ বহে সমীরণ॥ ৭
এসকল দেখি ভগবান।
রাস করিবার মনে, গোবর্দ্ধনগিরি-বনে
বাঁশীতে করিলা এই গান॥ ৮
মম প্রাণ-অধীশ্বরি, শুন শুন ও কিশোরি,
কর্ণ পাতি আমার বচন।
গোবর্দ্ধনগিরি-বন, শোভা করি দরশন,
রাস করিবারে হয় মন॥ ৯
অতএব সহচরী, সকলেরে সঙ্গে করি,
তুমি এথা করি আগমন।
পূর্ণ কর আশা মোর, দেখিতে বদন তোর,
বাঞ্ছা করে কিশোরিমোহন॥ ১০
সেই গান শুনি রাধা আনন্দে মোহিত।
নয়নে গলয়ে লোর কহেন কিঞ্চিত॥ ১১
মুরলীরে তুমি আর নাহি কর গান।
যাইতেছি মোরা সবে তব সন্নিধান॥ ১২
লইয়াছ তুমি আমাদের মন প্রাণ।
সকলে জানায়্যা কেন কর অপমান॥ ১৩
ললিতা কহেন সখি কেমনে উন্মাদ।
মুরলীর সনে যাহে করিতেছ বাদ॥ ১৪
বাঁশীতে ডাকিছে কালাচান্দ বার বার।
অতএব বেশ করি কর অভিসার॥ ১৫
রাধিকা কহেন বাঁশী শুনে না বারণ।
কি করি হইবে এবে বেশ-বিরচন॥ ১৬
অই শুন বাজিতেছে বাঁশী উভরায়।
আস্ত আস্ত আর গৌণ সহা নাহি যায়॥ ১৭
এত কহি শ্রীকিশোরী প্রস্থান করিলা।
পাছে পাছে সহচরী সকল চলিলা॥ ১৮
যাইতে যাইতে, ললিতা সুন্দরী,
কহিছেন বিশাখারে।

সখি দেখ দেখ, রাধার মাধুরী,
নাহি পারি কহি বারে ॥ ১৯
একি রূপ চমৎকার।
বেশ ভূষা কিছু, না হয়্যাছে তভু,
স্বভাবেই উজিআর ॥ ২০
বিজুরী-সমান, শরীরের ছটা,
চারি দিকে পড়িতেছে।
যাহার পরশে, ভূতল গগন,
ঝলমল করিতেছে ॥ ২১
এ অঙ্গসকলে, কিবা সাজাইবে,
স্বর্ণমণি আভরণ।
পূর্ণ শশধর, জ্যোৎস্নারে সাজায়,
কোথা খদ্যোতের গণ ॥ ২২
কিশোরীর মুখ, আর শশধর,
দোঁহারেই দেখ সখি।
এ মুখের কাছে, আমি শশধর,
অতি তুচ্ছ করি লেখি ॥ ২৩
রাধিকা আইলা কাছে দেখি নটরাজ।
লুকাইলা কৌতুকেতে এক গুহা-মাঝ ॥ ২৪
কৃষ্ণে না দেখিয়া রাধা ছাড়িয়া নিশ্বাস।
ললিতারে কহিছেন গদ গদ ভাষ ॥ ২৫
সখি বৃথা হইল সকল পরিশ্রম।
দেখিতে না পাই এথা সেই প্রিয়তম ॥ ২৬
বুঝি অন্য কোনো জন আপন প্রিয়ারে।
ডাকিয়া থাকিবে সেই বেণুরবদ্বারে ॥ ২৭
মোরা কৃষ্ণ-বেণু-বুদ্ধি করিয়া তাহায়।
বৃথা আইলাম বনে কি করিনু হায় ॥ ২৮
যদি কহ তেন বেণু বাজাবে কে আর।
তবে বুঝি ডাকিছেন সখীরে পদ্মার ॥ ২৯
সেহ আসিয়াছে শুনি সেই বেণু-গানে।
তারে লয়্যা গিয়াছে সে অন্যকোন স্থানে ৩০
এক্ষণ করিব কিবা কহ সহচরি। *
কিশোরী মোহন বিনে স্থির হত্যে নারি ॥ ৩১
ললিতা কহেন নাহি ভাব।
এখনী তাহার দেখা পাব ॥ ৩২
অনুভব কর স্থির-মনে।
দিব্যগন্ধ বহিছে এখানে ॥ ৩৩

এই গন্ধ তার অঙ্গ বিনে।
নাহি দেখি আর কোনো স্থানে ॥ ৩৪
আছে সেহ এথা লুকাইয়া।
বাহির করহ অন্বেষিয়া ॥ ৩৫
এক দিকে যাহ এক জন।
এই রূপে দেখ সব বন ॥ ৩৬
বনে যদি দেখা নাহি পাও।
নিরখিবে গিরির গুহাও ॥ ৩৭
এত কহি তাঁহারা সকলে।
ভ্রমণ করেন নানা স্থলে ॥ ৩৮
কিশোরী অধিক ভাবাবেশে।
ভ্রমণ করেন দেশে দেশে ॥ ৩৯
তিঁহ কিছু দূরে এক তমাল দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ বলিয়া জানিয়া ॥ ৪০
শঠবর আমাদিগে ডাকিয়া আনিয়া।
রহিয়াছ এখানে কি লাগি লুকাইয়া ॥ ৪১
বুঝি ডাকিছিলে তুমি পদ্মার সখীরে।
এখানে রয়্যাছ দুখে না দেখিয়া তারে ॥ ৪২
আস আস কিছু দুখ নাহি ভাব মনে।
তারে আনি মিলাইয়া দিব তোমা সনে ॥ ৪৩
অথবা সে আসিবেক এই শঙ্কা করি।
লুকাইয়া রহিয়াছে বনের ভিতরি ॥ ৪৪
পলাত্যে নারিবে আর ধরিয়া রাখিব।
চন্দ্রাবলা আইলেই দেখাইয়া দিব ॥ ৪৫
সেহ আমাদের কাছে দেখিয়া তোমারে।
অপমান করিবেক বিবিধ প্রকারে ॥ ৪৬
এত কহি তার কাছে যাইয়া কিশোরী।
ধরিলেন তমালেরে দুবাহু পসারি ॥ ৪৭
পরশেতে তরু, বলিয়া জানিয়া,
দুঃখিত হইয়া রাই।
দীঘল দীঘল, নিশ্বাস ছাড়িয়া,
পুন গেলা অন্য ঠাঁই ॥ ৪৮
এখানেতে যত, সহচরীগণ,
বনে শ্যামে না পাইয়া।
যে গুহাতে তিঁহ, লুকায়্যা আছেন,
প্রবেশিলা তাহে গিয়া ॥ ৪৯
তাহাদিগে দেখি, বাঁশী লুকাইয়া,
চতুর্ভুজ হল্যা হরি।

* মন স্থির নাহি হয় না দেখিয়া হরি।

গোপীরা তাঁহারে, দেখিয়া কহেন,
সবে পরণাম করি ॥ ৫০
আহা মরি মরি, এ গুহা ভিতরি,
ইন্দ্রনীল মণিময়।
শ্রীপতি মূরতি, প্রতিষ্ঠা করিল,
কোন কৃতী মহাশয় ॥ ৫১
সখীদের কথা, শুনিয়া রাধিকা,
আইলেন সেই ঠাঁই।
তাহারে দেখিয়া, কৃষ্ণ লুকাইলা,
অধিক সে দুটী বাই ॥ ৫২
কিবা কিশোরীর, প্রেমের মহিমা,
নাহি পারি কহিবারে।
যাহার বলেতে, আপন মহিমা,
প্রভু না রাখিতে পারে ॥ ৫৩
সখী সব কহিছেন রাধিকার প্রতি।
সখি দেখ আসি এক মাধব-মূরতি ॥ ৫৪
এখনি ইহার ছিল দিব্য ভুজ চারি।
দুই বাহু কোথা গেল জানিতে না পারি ॥ ৫৫
একি এই প্রতিমার প্রভাব-প্রকাশ।
কিম্বা কোনো কুহকের মায়ার বিলাস ॥ ৫৬
শ্রীরাধিকা কাছে আসি ভাল করি দেখি
কহিছেন সখীদিগে হয়্যা মহাসুখী ॥ ৫৭
না হয় প্রতিমা এহ কুহক না হয়।
হয় এই সেই মনচোরা মহাশয় ৫৮
যদি হত্য কুহক অথবা বিষ্ণু-মূর্ত্তি।
না হইত তবে মোর অনুরাগ স্ফূর্ত্তি ॥ ৫৯
এত কহি কৃষ্ণ-করে কিশোরী ধরিলা।
কিশোরীমোহন তবে হাসিতে লাগিলা ॥ ৬০
করে ধরি বাহিরে আনিয়া।
কৃষ্ণে রাধা কহেন হাসিয়া ॥ ৬১
যত শঠ আছয়ে সংসারে।
তুমি রাজা তাদের মাঝারে ॥ ৬২
পরে দুখ দিতে অকারণে।
তোমা হেন কেহ নাহি জানে ॥ ৬৩
কৃষ্ণ কন ইহা নাহি কবে।
আমি শঠ হল্যে তুমি হবে ॥ ৬৪
শঠ বিনে শঠের সহিতে।
পিরিতি না হয় কোনো মতে ॥ ৬৫
রাধিকা কহেন এই কথা।
সত্য বটে না হয় অন্যথা ॥ ৬৬
কিন্তু সব স্থানে ইহা নয়।
পরস্পর-পিরিতি-বিষয় ॥ ৬৭
মোর প্রেম আছয়ে তোমায়।
তাহা নাহি তোমার আমায় ॥ ৬৮
সাধু ভাল বাসে সব জনে।
শঠ রত নহে কোনো স্থানে ॥ ৬৯
শুনি এত রাধার বচন।
কহিছেন কিশোরীমোহন ॥ ৭০
বৃন্দাবনেশ্বরি তোমা সনে বাক্যরণে।
কে পারয়ে বিজয়ী হইতে ত্রিভুবনে ॥ ৭১
এখন রাখিয়া এ সকল পরিহাস।
মোর আশা পরিপূর্ণ কর করি রাস ॥ ৭২
দেখ দেখ অতি রমণীয় এই স্থল।
চিকণ বালুকাময় চৌরস ভূতল ॥ ৭৩
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ।
যোগ্য হয় এই স্থানে করিতে নর্ত্তন ॥ ৭৪
রাধিকা কহেন মোরা করি তবে রাস।
তুমি যদি কর বহুমূর্ত্তি পরকাশ ॥ ৭৫
ভাল ভাল বলি তবে নন্দের কুমার।
যত গোপী তত মূর্ত্তি কৈলা আপনার ॥ ৭৬
তবে শ্রীরাধিকা নটবরে মাঝে করি।
চারি দিকে দাঁড়াইলা যত সহচরী ॥ ৭৭
বহু মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া নটরাজ।
প্রবেশিলা দুই দুই গোপিকার মাজ ॥ ৭৮
তাহাতে হইল যেই শোভা অতিশয়।
তার উপমান কোনো স্থানে দৃষ্ট নয় ॥ ৭৯
যদি খণ্ড খণ্ড মেঘ সৌদামিনী-চয়।
মণ্ডলী হইয়া করে কোথাও উদয় ॥ ৮০
যদি স্থির হয় তাহে সৌদামিনীগণ।
তবে তার তুল্য কহে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৮১
গিরিবর-নিকটহিঁ, হিমকণ-বালুক,
চৌরস ভূতল-মাঝেরে।
নটবর কেশব, নটিনীমণ্ডল,
রাস বিলাসহিঁ সাজেরে ॥ ৮২
নটিনী যাবত, নটবর তাবত,
মণ্ডল হোই বিরাজেরে।

সঙ্গিত গাওত, করতহিঁ নর্ত্তন,
নানা যন্ত্রণ বাজেরে ॥ ৮৩
ললিতা সুন্দরী, ডিণ্ডিম বাওত,
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডিমীরে।
মুরজ বিশাখা, বাদন করতহিঁ,
দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি দৃমীরে ॥ ৮৪
চিত্রা সুচতুর, বাওত মড্ডুক,
দম দম দম দম দাঁ দাঁরে।
চম্পক লতিকা, মর্দ্দল বাওত,
ধম ধম ধম ধম ধা ধারে ॥ ৮৫
সুদেবী ঝর্ঝর, ঝর ঝর রব করি,
বাজত অতি মনোহারীরে।
এ সকল বাদন, করিয়া ভাবন,
রঘুনন্দন বলিহারীরে ॥ ৮৬
নবরঙ্গিণি, করি সঙ্গিনি,
নটবর ভরি নাচঈ।
তড়িত-দাম,- জড়িত শ্যাম,
জলধর-জনু রাজঈ ॥ ৮৭
পরিবাদিনি, করধারিণি,
রমণী-মণি বাদঈ।
স্বরযোগিনি, করি রাগিণি,
হরি মানস-মাদঈ ॥ ৮৮
অপর নারি, তমুরা ধারি,
পঞ্চম স্বর গাওঈ।
স্বর তরঙ্গ, বিবিধ রঙ্গ,
গগন-ভূমি ছাওঈ ॥ ৮৯
ধরি খঞ্জরি, পর সুন্দরি,
খম খম খম বাজঈ।
সঙ্গিত করি, বর-কিন্নরি,
কুল ধিক করি লাজঈ ॥ ৯০
অধরোপরি, মুরলী ধরি,
কোই কিশোরী শোহঈ।
মধুর গান, করি বিধান,
কিশোরীমোহন মোহঈ ॥ ৯১
চৌরস ভূতল, রমণী-মণ্ডল,
মাঝহি নাচত গোপালা।
সঙ্গিত গাওত, যন্ত্র বাজাওত,
চহুদিশ যাবত ব্রজবালা ॥ ৯২

খঞ্জনগঞ্জন, পদযুগ-চালন,
কনক-নূপুর তহিঁ পর রাজে।
ঝন ঝন ঝঞ্জন, ঝন ঝন ঝঞ্জন,
ঝন ঝন ঝঞ্জন করি বাজে ॥ ৯৩
পীতবরণধটি, অঞ্চল পরিপাটি,
ঘন ধরণীতল-পরিলোলে।
মুক্তামণিকৃত, হার সুশোভিত
বনমালা উরপর দোলে ॥ ৯৪
নূতন-সুন্দর-, পল্লব-সমকর,
ভঙ্গী করি ... লহু চালে।
চূড়া শিখিদল, করতহিঁ টলটল,
দোলই অলকাকুল ভালে ॥ ৯৫
শশধর-সম্মিত, মৃদু মধুর স্মিত,
করত বদনশশি-পর উদয়ে।
শ্রীরঘুনন্দন, করত্হিঁ চিন্তন,
সো রূপ লাবণি নিতি হৃদয়ে ॥ ৯৬
নটিনীগণ নৃত্য করত
নটবর করি মাজে।
জনু নবঘন ঘেরি ঘেরি,
চমকে চপলা বেরি বেরি,
নব তমাল তরুয়া বেড়ি,
কনকলতিকা সাজে ॥ ৯৭
নটবর কর দেত তালী,
বদনে বোলত ভালী ভালী,
কবহু গান করত মেলি রঙ্গিণিগণ-সাঁথে।
তাহে উলসিত বরজনারি,
নটন করত রস বিথারি,
ভাবভঙ্গি চিত্তহারি, হেরত নিজনাথে ॥ ৯৮
ললিতগানতালমান- অনুসরি করি পদ নিধান,
নটত নটিনীগণ-সমান নূপুর ঘন বাজে।
কটিতটধৃতবরকিঙ্কিণি,
বাজত করি কিণি কিণি কিণি
যাহার মধুর ধ্বনি শুনি শুনি,
সারস মরু লাজে ॥ ৯৯
গতিবেগহিঁ বারবার,
পয়োধরোপরি দোলত হার,
কর-কঙ্কণ ঝনৎকার কর-চালন শোহে।

নাসাপুট মুকুতাফল, ঘন দোলত শ্রুতিকুণ্ডল
খসিয়া পড়ত বেণিক ফুল,
কিশোরিমোহনমোহে ॥ ১০০

এইরূপে নৃত্য গীত করিতে করিতে।
শ্রীরাধারে বংশীধারী লাগিল কহিতে ॥ ১০১
প্রিয়ে বড় ইচ্ছা হয় মনেতে আমার।
বেণু-বাদ্য শুনিবারে বদনে তোমার ॥ ১০২
অতএব ত্রিভঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়া।
বাজাও মুরলী চান্দবদনেতে দিয়া ॥ ১০৩
এত শুনি শ্রীরাধিকা মৃদু মৃদু হাসি।
কৃষ্ণকর হইতে লইলা তাঁর বাঁশী ॥ ১০৪
দাঁড়াইয়া সুমধুর ত্রিভঙ্গিম ঠামে।
বাজাইতে আরম্ভিলা শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥ ১০৫
একে বেণুরব তাহে শ্রীকৃষ্ণের নাম।
তাহাতে বাদক পুন রাধা অনুপাম ॥ ১০৬
সে বাদ্যের মাধুরী কি করিব বর্ণন।
যাহাতে মোহিত হল্যা কিশোরীমোহন ॥ ১০৭
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ভাল গাইতেছ প্রিয়ে।
কিন্তু কিছু ন্যূন আছে আমি তা পুরিয়ে ॥ ১০৮
এত কহি মুখ দিয়া সেই বেণু-মুখে।
গাইতে লাগিলা রাধানাম মহাসুখে ॥ ১০৯
উভয়ে উভয় নাম গাইছেন সাথে।
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধে ॥ ১১০
এক পরিপূর্ণ চন্দ্র উদয় করিয়া।
জগতে শীতল করে অমৃত বর্ষিয়া ॥ ১১১
দুই পূর্ণচন্দ্র গান অমৃত-বর্ষণে।
কি আশ্চর্য্য শীতল করিল যে ভুবনে ॥ ১১২
যাহা শুনি সখী সব স্তম্ভিত হইলা।
পশু-পক্ষি-নেত্রে অশ্রু ঝরিতে লাগিলা ॥ ১১৩
অপর কি কব রাধাকৃষ্ণ দুইজন।
স্তম্ভিত হইলা দুই প্রতিমা যেমন ॥ ১১৪
সেকালে মিলিত কৃষ্ণ-কিশোরী-বদন ॥
যে দেখিল সে করিল সার্থক নয়ন ॥ ১১৫

তার পর কহিছেন হরি।
শুন শুন বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ ১১৬

নৃত্য গীত করি অসম্ভব।
শ্রান্ত হইয়াছ তোরা সব ॥ ১১৭
অতএব নিকুঞ্জে বসিয়া।
সুখী হও বিশ্রাম করিয়া ॥ ১১৮
শুনি রাধা কৃষ্ণের ভারতী।
ভাল বলি দিলা অনুমতি ॥ ১১৯
এক এক গোপী-কর ধরি।
এক এক কুঞ্জে গেলা হরি ॥ ১২০
করি কাম-সমরবিলাস।
করিলেন তাঁরা সবে আশ ॥ ১২১
পরে দিব্য কুসুম-শয়নে।
শুইলেন আনন্দিত মনে ॥ ১২২
এই রাস-লীলা সুশোভন।
মনে ভাবে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২৩

ইতি শ্রীগীতমালায়াং বাসন্তিক-রাসযাত্রা-
বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশং গ্রন্থনম্।

ষড়বিংশ গ্রন্থন।

অথ হিন্দোলা-যাত্রা।

মধুর শ্রাবণ মাসি দেখি।
গৌর-ভক্তগণ হল্যা সুখী ॥ ১
গঙ্গাতীরে কদম্বের ডালে।
বান্ধিলেন সুন্দর হিন্দোলে ॥ ২
তাহে বসাইয়া গৌর রায়।
ভক্ত সব সুখেতে দোলায় ॥ ৩
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজাইয়া।
গান করে সুখিত হইয়া ॥ ৪
কল কল করে সুরধুনী।
মন্দ মন্দ জলদের ধ্বনি ॥ ৫
শ্রীরঘুনন্দন কুতূহলী।
নাচি ফিরে দিয়া করতালী ॥ ৬

গ্রীষ্ম ঋতু হল্য নাশ, মধুর শ্রাবণ মাস,
বৃন্দাবনে করিল উদয়।
অঞ্জন-গঞ্জনকাঁতি, নবীন জলদ-পাঁতি,
আকাশেতে সদাই ভ্রময় ॥ ৭
তাহারা গর্জ্জন করি, বৃষ্টি করে সদা বারি,
তাহে ভূমি হইল শীতল।

যত তরু লতা ছিল, তারা সব মঞ্জরিল,
হরিত হইল সব দল ॥ ৮
কদম্ব কুটজবন, মালতী শেফালীগণ,
পুষ্পিত হইল অতিশয়।
তাহে মধুকর সব, করিয়া মধুর রব,
মধু পান করিয়া ভ্রময় ॥ ৯
জলদের নাদ শুনি, করি কেও কেও ধ্বনি,
শিখীসব করয়ে নর্ত্তন।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, বর্ষাকালে বৃন্দাবনে,
যে শোভা সে না হয় বর্ণন ॥ ১০
আইল শ্রাবণ মাস দেখি সখীগণ।
করিলেন হিন্দোলার চৌকী বিরচন ॥ ১১
গজদন্ত-বিরচিত সুবর্ণ-খচিত।
নীল পীত রক্ত সিত মণিতে জড়িত ॥ ১২
সুকোমল তুলী তাহে দিব্য উপাধান।
ফুলের চাপর আর ফুলের বিতান ॥ ১৩
নানা বর্ণ পটসূত্র-বিরচিত ডারী।
বান্ধিলা তাহাতে অতিশয় দৃঢ় করি ॥ ১৪
সেই দোলা বংশীবট-তরুর শাখায়।
বান্ধাইয়া বাজন্ত নূপুর দিলা তায় ॥ ১৫
তবে কৃষ্ণে কহিছেন সহচরীগণ।
এইত দোলায় তুমি কর আরোহণ ॥ ১৬
শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি একা না চড়িব।
কিশোরীরে সঙ্গে দাও তবে আরোহিব ॥ ১৭
শ্রীরাধিকা কহেন একি আশ।
কহিতে না হইল তরাস ॥ ১৮
পরের রমণী তোমা সনে।
দোলায় চড়িবে কি কারণে ॥ ১৯
শ্রীকৃষ্ণ কহেন হাসি হাসি।
একি কথা কহিলে রূপসি ॥ ২০
তোরা হও পরের রমণী।
ইহা আমি সপনে না জানি ॥ ২১
আমিহ জানিলে পর-নারী।
তার সনে পিরিতি না করি ॥ ২২
ললিতা কহেন হাসি বাণী।
অপূর্ব্ব ধার্ম্মিক তুমি জানি ॥ ২৩
বুঝি গোপী সকলের সনে।
হইয়াছে বিবাহ সপনে ॥ ২৪
সব কথা শুনি হাস্য করি।
কহিছেন পুনশ্চ কিশোরী ॥ ২৫
সখি মোরা তবে কেন থাকি অন্য ঠাঁই।
চল চল ব্রজরাজ-ভবনেতে যাই ॥ ২৬
রাজা রাজরাণী হবে শ্বশুর শাশুরী।
আদর হইবে কত ব্রজের ভিতরি ॥ ২৭
বিশাখা কহেন সখি যাইলে সেখানে।
শুইতে হইবে এই শ্যামের শয়নে ॥ ২৮
অভ্যাস বিহনে তাহা করিবে কি করি।
অতএব চড় এই দোলার উপরি ॥ ২৯
রাধিকা কহেন ভেদ নাই মোর তোর।
তুমি চড় তবেই হইবে চড়া মোর ॥ ৩০
বিশাখা কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ করিলা।
তবে তিঁহ রাধিকারে আসিয়া ধরিলা ॥ ৩১
কোলে তুলি লয়্যা তাঁরে কিশোরীমোহন।
দোলার উপরি গিয়া কৈলা আরোহণ ॥ ৩২
তাহা নিরখিয়া, যত সখীগণ,
অতি আনন্দিত-মন।
উলু উলু উলু, নিনাদ করিয়া,
করে ফুল বরিষণ ॥ ৩৩
তবে নটবর, আপনি বসিয়া,
রাধারে বসাল্যা বামে।
সহচরী সব, চুদিগে দাঁড়ায়্যা,
দোলায়েন ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৪
শতায়ত করে, দোলা বারে বারে,
দেখি চমৎকার লাগে।
যেন সুরঞ্জিত, সুন্দর তরণি,
জলধিতরঙ্গ-বেগে ॥ ৩৫
দোলাতে আছয়ে, যাবত কিঙ্কিণী,
রুনু ঝুনু করি বাজে।
যে রব শুনিয়া, সারস সকল,
পড়ে অতিশয় লাজে ॥ ৩৬
মৃদঙ্গ মন্দিরা, তম্বুরা সারঙ্গী,
বীণা বেণু বাজাইয়া।
গোপীগণ গান, করেন সঙ্গেতে,
শ্রীরঘুনন্দনে নিয়া ॥ ৩৭
দেখ সখি কিবা দোলে শ্রীরাধিকা শ্যাম।
বিমানের উপরিতে যেন রতি কাম ॥ ৩৮

পুষ্পক উপরি যেন সীতা রঘুবর।
বিজুরী জলদ যেন শশীর উপর ॥ ৩৯
শ্যামের বামেতে কিবা শোভিছে রাধিকা।
তমাল নিকট যেন কাঞ্চন লতিকা ॥ ৪০
রাধার নিকটে কিবা শোভিছে নাগর।
হেমকমলিনী-কাছে যেন মধুকর ॥ ৪১
শ্রীরঘুনন্দন কহে ভাবি মনে মনে।
কিশোরী কিশোর অনুপাম ত্রিভুবনে ॥ ৪২

কহেন শ্রীহরি, বৃন্দাবনেশ্বরি,
শুনিতেছ দিয়া চিত।
নানা বাদ্য করি, সব সহচরী,
ভাল গাইতেছে গীত ॥ ৪৩
মোরা দোঁহে মেলি, বাজাই মুরলী,
অই গানে মেলি করি।
ইহাতে মিলিত, হল্যে অই গীত,
হবে আরো মনোহারি ॥ ৪৪
এত কহি শুনি, কৃষ্ণ আর ধনী,
মুখ দিয়া মুরলীতে।
দোঁহে একবারে, দিয়া ফুতকারে,
আরম্ভিলা বাজাইতে ॥ ৪৫
অতি মনোহর, সে মুরলী-স্বর,
ঢাকিল সকল রবে।
যাহার শ্রবণ, করি গোপীগণ,
মোহিত হইলা সবে ॥ ৪৬
সে নাদ শুনিয়া, গমন ভুলিয়া,
যমুনা উজান বহে।
শ্রীরঘুনন্দন, সবিস্ময়মন,
একি একি একি কহে ॥ ৪৭

শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে মোর এই বাঁশী।
নাহি জানি করিয়াছে কত পুণ্যরাশি ॥ ৪৮
করিলে তুমিহ যারে আপনি চুম্বন।
মোর ভাগ্যে নাহি হয় যাহার ঘটন ॥ ৪৯
কহিতে কহিতে হয় চপলা উজোর।
গরজে জলদ-জাল করি মহা সোর ॥ ৫০
তাহে অতি ভীত হয়্যা বৃন্দাবনেশ্বরী।
ধরিলা কৃষ্ণের গলে দুবাহু পসারি ॥ ৫১
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মেঘ থাকহ কুশলে।
কখনো যা পাই নাই তাহা তুমি দিলে ॥ ৫২
সখীসব কৃষ্ণ কোলে কিশোরী দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা অতি সুখিত হইয়া ॥ ৫৩
একি আমাদের আজি মঙ্গল বাসর।
প্রসন্ন হয়্যাছে বুঝি যাবত অমর ॥ ৫৪
নিরবধি যাহা দেখিবারে সাধ করি।
কিন্তু তাহা সিদ্ধ নাহি করে সহচরী ॥ ৫৫
আজিত মেঘেতে তাহা সিদ্ধ করি দিল।
দেখিয়া নয়ন মন সব জুড়াইল ॥ ৫৬
একি বেড়ি আছে মেঘে স্থির সৌদামিনী।
অথবা তমাল তরু মাধবী কাঞ্চনী ॥ ৫৭
হিন্দোলা দোলাও সবে অধিক করিয়া।
হেনই থাকুক রাই ত্রাসিত হইয়া ॥ ৫৮
দেখি দেখি আমাদের জুড়াকু নয়ন।
জনম সফল করু এ রঘুনন্দন ॥ ৫৯

ইতি শ্রীগীতমালায়াং হিন্দোলা-যাত্রা বর্ণনংনাম ষড়বিংশৎ গ্রন্থনম্।

সপ্তবিংশ গ্রন্থন।

অথ রাস-যাত্রা।

শরদ-পূর্ণিমা বিভাবরী।
দেখিয়া সুখিত গৌর হরি ॥ ১
প্রেমরসে গরগর মন।
রাসলীলা কৈলা আরম্ভণ ॥ ২
করে ধরি গদাধর-কর।
কভু নৃত্য করেন সুন্দর ॥ ৩
কভু গান করেন মধুর।
যাহা শুনি মুগ্ধ সব সুর ॥ ৪
কভু ভাবি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান।
বিলাপ করেন অগেয়ান ॥ ৫
পুন ভাবি তাঁর সাক্ষাৎকার।
পান কত আনন্দ বিকার ॥ ৬
পুন গীত করেন নর্ত্তন।
তাহা ভাবে এ রঘুনন্দন ॥ ৭

শরদ-পূর্ণিমা রাতি, প্রফুল্ল মল্লিকা জাতি,
মাধবী মালতী বিকসিত।

চম্পক পুন্নাগ আম, বকুল কেতকী জাম,
সব তরু হইল পুষ্পিত ॥ ৮
মধুকর-পাঁতি পাঁতি, মধু-গন্ধে মাতি মাতি,
গান করি উড়িয়া বেড়ায়।
শ্লোক পড়ে শুকপাখী, কেও কেও করে শিখী,
কোকিল পঞ্চম স্বর গায় ॥ ৯
হেন কালে শশধর, কিঞ্চিত লোহিতকর,
পূর্ব্বদিকে উদয় করিলা।
যারে করি দরশন, সংসারের সব জন,
তাপ তেজি সুখিত হইলা ॥ ১০
গোপী-মুখ-তুল্যকরি, সেই শশধরে হেরি,
বন-শোভা করি নিরীক্ষণ।
করিবারে মহারাস, মনেতে করিলা আশ,
নটবর শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১১
তবে কালিন্দীর কূলে, কদম্ব তরুর মূলে,
ত্রিভঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়া।
দিব্য রাগ আলাপনে, ডাকেন কিশোরীগণে,
মুখ-শশধরে বাঁশী দিয়া ॥ ১২
সেই শব্দ সব দিকে করিলা ধাবন।
প্রবেশিল কৃষ্ণ-প্রিয়-গোপিকা-শ্রবণ ॥ ১৩
তাহে কেহ কেহ হল্যা অধিক স্তম্ভিত।
কারো কারো শরীর হইল রোমাঞ্চিত ॥ ১৪
কারো কারো ঘর্ম্মজল গলে অবিরল।
কারো কারো তনু করে কম্পে টল বল ॥ ১৫
কিছুকাল পরে তারা সম্বিত পাইয়া।
মনে মনে কহিছেন বিচার করিয়া ॥ ১৬
একি সুধা-ধারা শব্দ স্বরূপে সঞ্চরে।
কিম্বা আকর্ষণ মন্ত্র কেহ গান করে ॥ ১৭
বুঝিনু এ সব নহে কিন্তু নটরায়।
বাঁশীতে করিয়া গান ডাকিছে আমায় ॥ ১৮
এত কহি সকলেই উৎকণ্ঠিত-মন।
কিশোরীমোহন-কাছে করেন গমন ॥ ১৯
কেহ দুগ্ধ দোহাইতে ছিলা।
তাহা রাখি গমন করিলা ॥ ২০
কেহ দুগ্ধ চুলীতে রাখিয়া।
চলিলেন নাহি নামাইয়া ॥ ২১
পক্ক অন্ন রাখিয়া চুলায়।
কোনো কোনো গোপী বেগে ধায় ॥ ২২
কেহ পরিবেষণ উপেখি।
কেহ পতি-শুশ্রূষণ রাখি ॥ ২৩
কেহ শিশু-পোষণ তেজিয়া।
ধায় লোক-লজ্জা না গণিয়া ॥ ২৪
কেহ যায় তেজিয়া ভোজন।
কেহ করি পান উপেক্ষণ ॥ ২৫
তনু জলে ক্ষুধা পিপাসায়।
তাহা নাহি গণয়ে হিয়ায় ॥ ২৬
শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয়।
প্রেমের স্বভাব এই হয় ॥ ২৭
কেহ যায় অৰ্দ্ধ অঙ্গে করি উদ্বৰ্ত্তন।
কেহ যায় এক নেত্রে লইয়া অঞ্জন ॥ ২৮
কেহ উত্তরীয় পরে নিতম্ব উপরে।
উপরি অঙ্গেতে অধরীয় বাস পরে ॥ ২৯
গলায় কিঙ্কিণী-দাম নিতম্বেতে হার।
কেহ পরে করে বাঁক চরণেতে তাড় ॥ ৩০
মন পায় তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে।
অতএব অন্য সব কৰ্ম্ম ভুলিয়াছে ॥ ৩১
পতি পিতা মাতা ভ্রাতা করয়ে বারণ।
তাহা নাহি শুনে নাহি ফিরে গোপীগণ ॥ ৩২
শ্রীরঘুনন্দন কহে কৃষ্ণে যারে টানে।
অপরের কথা কভু সেকি শুনে কাণে ॥ ৩৩
হরি-মুখ-শশধর-দরশন আশে।
চলতঁহি গোপীগণ তছু পাশে ॥ ৩৪
করিবর-মন্থর-গমন-বিলাসে।
হংসীকুল-গতি-গরব গরাসে ॥ ৩৫
নূপুর কিঙ্কিণি রুনু ঝুনু বাজে।
যাকো ধনি শুনি সারস লাজে ॥ ৩৬
দোলই হার পয়োধর-মাতে।
ক্ষীরকি ধারা যৈছন বাতে ॥ ৩৭
শ্রবণহিঁ কাঞ্চন-কুণ্ডল দোলে।
নাসাবেশর মৃদু মৃদু লোলে ॥ ৩৮
পীঠহিঁ দোলত বেণি ভুজঙ্গী।
তাহে চম্পক ঝম্পক রঙ্গী ॥ ৩৯
চলতহিঁ বংশী-ধনি অনুসারে।
শ্রীরঘুনন্দন পাছু উপধারে ॥ ৪০
যাইতে যাইতে পথে যত গোপীগণ।
কহিছেন এই কথা উৎকণ্ঠিত-মন ॥ ৪১

মুরলারে তুমি আর নাহি কর গান।
করিয়াছি আমি তোর নিকটে পয়াণ ॥ ৪২
কুল মান লাজ সব লইলে হরিয়া।
কি ফল হইবে তাহা লোকে জানাইয়া ৪৩
বুঝি ডাকিতেছ দেখি বিলম্ব আমার।
কি করিব নিতম্ব-কুচের বড় ভার ॥ ৪৪
চলিতেছি কত যুগ পারি না গণিতে।
তথাপি না পাইলাম বন্ধুরে দেখিতে ॥ ৪৫
হইবে কি না হইবে সেই শুভক্ষণ।
যাহাতে দেখিতে পাব সে চাঁন্দবদন ॥ ৪৬
বিধি অনুকূল যদি হয় কোনো মতে।
তবেই পাইতে পারি তাহারে দেখিতে ॥ ৪৭
এইরূপ কহিতে কহিতে গোপীগণ।
উপস্থিত হল্যা যেথা কিশোরীমোহন ॥ ৪৮
দেখি তারা মদনমোহনে।
কহিছেন সবে মনে মনে ॥ ৪৯
ওরে ওরে আমার নয়ন।
নাহি কর নিমেষ এখন ॥ ৫০
তাহা যদি নাহি কর তুমি।
তবে সুখে বন্ধু দেখি আমি ॥ ৫১
যার প্রাপ্তি-আশা নাহি ছিল।
তাও বিধি কৃপা করি দিল ॥ ৫২
কিন্তু তোর করুণা বিহনে।
আশা নাহি পূরে দরশনে ॥ ৫৩
আর এক শুনহ বচন।
অশ্রু-জল কর সম্বরণ ॥ ৫৪
অশ্রু-জলে ঢাকিলে তোমারে।
দর্শনেতে বাধ হত্যে পারে ॥ ৫৫
শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয়।
হেন প্রেম সম্ভব না হয় ॥ ৫৬
গোপীগণ নিকটে আইলা নিরখিয়া।
গোপীনাথ কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৫৭
ভাগ্যবতীগণ সুখে আসিয়াছ তোরা।
কিবা আচরিব তোমাদের প্রিয় মোরা ॥ ৫৮
কহ কহ ব্রজে ত না হয় কোনো ভয়।
তাহা হল্যে শীঘ্র মোরে যাইবারে হয় ॥ ৫৯
বুঝিলাম ভয় নাই তবে কি কারণে।
রজনীতে আসিয়াছ তোরা ঘোর বনে ॥ ৬০
যদি কহ আসিয়াছ দেখিবারে বন।
তাহা দেখা হল্য আর থাক কি কারণ ॥ ৬১
বন্ধুগণ তোমাদিগে অন্বেষণ করে।
নাহি ফেল তাহাদিগে সাধ্বস-পাথারে ॥ ৬২
যদি কহ আসিয়াছি দেখিবারে তোহে।
সেহ যোগ্য সব জন প্রীতি করে মোহে ॥ ৬৩
কিন্তু তাহে অন্য কোনো রহস্য-আশয়।
করিবারে কদাচ উচিত নাহি হয় ॥ ৬৪
আপন স্বামীতে ভক্তি রাখিবে রমণী।
শ্রীরঘুনন্দনে যেন জনক-নন্দিনী ॥ ৬৫
যে রমণী উপেক্ষা করয়ে নিজ পতি।
তাহার অযশ হয় পায় অধোগতি ॥ ৬৬
দুঃশীল দুর্ভগ বৃদ্ধ রোগী বা নির্দ্ধন।
যে হকু সে হকু পতি নারীর জীবন ॥ ৬৭
অতএব গৃহে গিয়া কর গৃহ-কর্ম্ম।
পতি-সেবা কর সেই রমণীর ধর্ম্ম ॥ ৬৮
আমাতে যদ্যপি চাহ পিরিতি করিতে।
দূরে থাকি তবে পাও আমার চরিতে ॥ ৬৯
নিকটে থাকিলে প্রীতি নহে অতিশয়।
এই কথা লোক-শাস্ত্র-অভিমত হয় ॥ ৭০
অতএব তোরা গৃহে করহ গমন।
এথা অবস্থান নাহি কর এক ক্ষণ ॥ ৭১
শ্রীরঘুনন্দন কহে বাজায়্যা মুরলী।
আপনি ডাকিয়া আনি একি ঠাকুরালী ॥ ৭২
শ্রীকৃষ্ণের শুনিয়া বচন।
গোপীসব চিন্তায় মগন ॥ ৭৩
অধোমুখী হইয়া আছয়।
ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়য় ॥ ৭৪
অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।
তাহে কুচকুঙ্কুম ধুইল ॥ ৭৫
ভূমীতল লিখি চরণেতে।
ছিদ্র চাহে বুঝি প্রবেশিতে ॥ ৭৬
শুষ্ক হয়্যা গিয়াছে বদন।
মুখে কিছু স্ফুরে না বচন ॥ ৭৭
পরে কিছু কুপিত হইয়া।
অশ্রুজল ফেলিলা পুছিয়া ॥ ৭৮
ওষ্ঠ কাঁপে জড়িত বচন।
কিশোরীমোহনে কিছু কন ॥ ৭৯

শুন শুন ওহে মহাশয়।
অতি ক্রূর এ ভারতী, আমা সকলের প্রতি,
তোমার কহিতে যোগ্য নয়॥ ৮০
মোরা তেজি কুললাজ, গৃহ-সুখ গৃহ-কাজ,
আসিয়াছি তোহে সেবিবারে।
ভক্তে নারায়ণ যেন, আমাদিগে তুমি তেন,
ভজ নাহি তেজ অবিচারে॥ ৮১
কহিলে যে শাস্ত্র মর্ম্ম, পতি-সেবা নারী-ধর্ম্ম,
ইহাতে জানিনু তোহে জ্ঞানী।
কিন্তু মোরা শিষ্য নহি; আমাদিকে ইহা কহি,
কি ফল হইল নাহি জানি॥ ৮২
যেহ সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজি, তোহে ভজে প্রেমে মজি,
তাহারে প্রশংসে শাস্ত্রগণ।
এলাগি সেবিতে তোহে, আসিয়াছি তেজি গেহে
সেই আশা না কর ভঞ্জন॥ ৮৩
লইয়াছ হরি মন, আমাদের এ কারণ,
কি হইবে যাইয়া ভবন।
যাইতেও নাহি পারি. তোমার নিকট ছাড়ি,
এক পদ না চলে চরণ॥ ৮৪
এ লাগি অধরামৃত, দিয়া কামানলঘৃত,
সন্তাপেরে কর নিবারণ।
অন্যথা বিরহানলে, দহি তনু পরকালে,
তোহে পাব কিশোরী-মোহন॥ ৮৫
যদি কহ তোরা হও কুলের রমণী।
তবে কহি শ্রবণ পাতিয়া শুন বাণী॥ ৮৬
সুধাময় তব গান করিয়া শ্রবণ।
দেখিয়া তোমার রূপ ভুবন-মোহন॥ ৮৭
চলিত না হয় যেহ স্বধর্ম্ম হইতে।
হেন কে যুবতি আছে এই ত্রিলোকীতে॥ ৮৮
যেই গান শুনি আর যেই রূপ দেখি।
মুগ্ধ হয় যাবৎ পাদপ পশু পাখী॥ ৮৯
তাহা শুনি তাহা দেখি কামিনী কি পারে।
আপনার কুল ধর্ম্ম লাজ রাখিবারে॥ ৯০
কহিতেছ দূরে থাকি পাইতে তোমারে।
মন না পাইলে তাহা হবে কি প্রকারে॥ ৯১
এ লাগি মোদের প্রতি সদয় হইয়া।
রাখহ আপন কাছে কিঙ্করী করিয়া॥ ৯২

গোপীদের মুখে শুনি এ সব বচন।
হাসিলা সদয় হয়্যা কিশোরীমোহন॥ ৯৩
দেখি তাঁর হাস, পাইয়া আশ্বাস,
সুখী হল্যা গোপীগণ।
প্রসন্ন বদন, প্রসন্ন নয়ন
প্রসন্ন সবার মন॥ ৯৪
তাঁহাদের সনে হরি।
শোভিলা তেমন, শশাঙ্ক যেমন,
তারাগণ সঙ্গে করি॥ ৯৫
মধুরিম হাস, নানা পরিহাস,
প্রেম-রসে আলিঙ্গন।
চুম্বই অধর, কভু পয়োধর,
করিছেন পরশন॥ ৯৬
কাহারো নীবীতে, হরি কর দিতে,
বন্ধন খসিয়া যায়।
একি কর বলি, প্রেমেতে পাগলী,
সেহ আলিঙ্গয়ে তায়॥ ৯৭
এইত প্রকার, করি গোপিকার,
কাম-উদ্দীপন করি।
বনের ভিতরি, ভ্রমেণ বিহরি,
কিশোরীমোহন হরি॥ ৯৮
হাসিয়া হাসিয়া গোপীগণ।
গান করে কর্ণরসায়ন॥ ৯৯
জয় জয় ব্রজ-যুবরাজ।
ধর্ম্মময় যার সব কাজ॥ ১০০
অকপট করুণা-ভাজন।
সুধা-রস-সমান বচন॥ ১০১
অতিশয় সরল-হৃদয়।
মিছা কথা কভু নাহি কয়॥ ১০২
পরনারী-দরশ-পরশে।
সপনেও না করে লালসে॥ ১০৩
নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
একি ভঙ্গি ইঙ্গিত-বচন॥ ১০৪

গোপীদের মুখে শুনি ইঙ্গিত-বচন॥
কহিছেন হাসি হাসি মদন-মোহন॥ ১০৫
ধনি ধনি গোকুলের সীমন্তিনীগণ।
যাহাদের উপমান না হয় দর্শন॥ ১০৬

আমি হইয়াও আত্মারাম চূড়ামণি।
যাহাদের রূপে গুণে ভুলিনু আপনি ॥ ১০৭
বদন ধিক্কার করে কোটি শশধর।
নয়ন দেখিলে মানি মদনের শর ॥ ১০৮
তাহাতে কটাক্ষ-বাণ ছাড়ে অবিরত।
দিব্য বাণে যেন বাণ বর্ষে শত শত ॥ ১০৯
অধরের শোভা কিবা করিব বর্ণন।
যাহা দেখি মোহিত হয়্যাছে মোর মন ॥ ১১০
হাব ভাব হেলা লীলা অতি সুশোভন।
যাহাতে ভুলিল এই কিশোরীমোহন ॥ ১১১
কৃষ্ণ-মুখে এই সব নিজ গুণ শুনি।
গরবে মাতিল যত ব্রজের রমণী ॥ ১১২
অতএব তাহারা সকলে আপনারে।
শ্রেষ্ঠ করি মানিলেন সংসার-মাঝারে ॥ ১১৩
এই লাগি দেখি কৃষ্ণ আদর সমান।
এককালে সকলেই করিলেন মান ॥ ১১৪
পূর্ব্ব মতে না করেন হাস পরিহাস।
তেন না করেন ভাব কটাক্ষ-বিলাস ॥ ১১৫
তবে কৃষ্ণ জানি গোপীসকলের মান।
শ্রীরাধারে সঙ্গে লয়্যা কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥ ১১৬
শ্রীরঘুনন্দন ভণে ভাল এ উপায়।
ইহা বিনে সকলের মান নাহি যায় ॥ ১১৭

কৃষ্ণে না দেখিয়া গোপীগণ।
হইলেন অতি দুঃখিমন ॥ ১১৮
শুকাইল বদন হৃদয়।
নয়নেতে সলিল গলয় ॥ ১১৯
মলিন হইল অঙ্গ-ভাস।
উত্তপত বহয়ে নিশ্বাস ॥ ১২০
সবে কহে একি হল্য হায়।
কোথা চলি গেল শ্যামরায় ॥ ১২১
নাহি করিয়াছি কোনো দোষ।
তবে কেন সে করিল রোষ ॥ ১২২
কহিছিনু ইঙ্গিত বচন।
তাহে কি হইল ক্রুদ্ধ-মন ॥ ১২৩
আর নাহি করিব ইঙ্গিত।
দেখা দাও বন্ধু হে ত্বরিত ॥ ১২৪
না দেখিয়া স্থির নহে মন।
তনু দহে বিরহ-দহন ॥ ১২৫

শুনি গোপীদের বচন।
দুখে কান্দে এ রঘুনন্দন ॥ ১২৬

অশ্বত্থ পাকড়ী বট, তোরা অতি উচ্চ বট,
দেখিয়াছ তোরা কোন জন।
কটাক্ষ-ভঙ্গীতে করি, আমাদের মন হরি,
কোথা গেল শ্রীনন্দনন্দন ॥ ১২৭
চম্পক পুন্নাগ নাগ, তোরা সবে মহাভাগ,
মিলি আছ কুসুম-নয়ন।
দেখিয়া থাকিবে তোরা, কোথা গেল মনচোরা,
কহ তাহা করি বিবরণ ॥ ১২৮
তুলসি কল্যাণ করি, গোবিন্দ-চরণোপরি,
তুমি করি থাক সদা বাস।
নিজপ্রিয়ে সেই জনে, দেখিতেছ কোন স্থানে,
কহ করি করুণা প্রকাশ ॥ ১২৯
মালতি মল্লিকা জাতি, তোরা সবে সুখিমতি,
হইয়াছ অকালে পুষ্পিত।
বুঝি সেহ তো সবারে, ছুঁয়্যা গেছে নিজ করে,
দেখিয়াছ বলহ ত্বরিত ॥ ১৩০
পিয়াল পনস আম, বকুল কাঞ্চন জাম,
তোরা আছ যমুনার তীরে।
নাহি কহ মিথ্যা-কথা, কিশোরী-মোহন কোথা,
সত্য কহ মোদিগে অচিরে ॥ ১৩১

ধরণি তুমিহ কিবা পুণ্য করিয়াছ।
যার ফলে কৃষ্ণ-পদ পাইয়া রয়্যাছ ॥ ১৩২
দেখিতেছি তৃণাঙ্কুর-ছলেতে তোমার।
হইয়াছে সব অঙ্গে পুলক বিথার ॥ ১৩৩
অতএব বন্ধু কোথা আছে তাহা জান।
কহি দিয়া আমাদের দেহে রাখ প্রাণ ॥ ১৩৪
হরিণি দেখিয়ে তোহে প্রসন্ন-নয়ন।
দেখিয়াছ তুমি সেই মদন-মোহন ॥ ১৩৫
পাইতেছি তার কুন্দমালার সৌরভ।
কহ এই স্থানে কোথা আছয়ে বল্লভ ॥ ১৩৬
এই মতে বনে বনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
লীলা-ভাব-উদয় হইল আচম্বিতে ॥ ১৩৭
তবে তাঁরা কিশোরীমোহন লীলা যত।
তাহা অনুকরণ করেন উনমত ॥ ১৩৮

কেহ কৃষ্ণ বাল্য-ভাবাবেশে।
সুতিয়া রহেন শুচ দেশে ॥ ১৩৯

কেহ কেহ পাতি জানু কর।
ভ্রমিতেছে ভূতল-উপর ॥ ১৪০
কেহ কেহ করতালী দিয়া।
নৃত্য করে ঘুরিয়া ফিরিয়া ॥ ১৪১
কেহ কেহ ত্রিভঙ্গী হইয়া।
মুরলী বাজায় মুখে দিয়া ॥ ১৪২
কেহ কহে দেখ সখাগণ।
কৃষ্ণ আসি নাচিয়ে কেমন ॥ ১৪৩
কেহ কহে ওরে পাপকালী।
রমণক দ্বীপে যাহ চলি ॥ ১৪৪
কেহ কহে তোরা হও স্থির।
নিবারিব আমি বায়ু নীর ॥ ১৪৫
এত কহি শাটীর অঞ্চলে।
গোবর্দ্ধন গিরি বলি তোলে ॥ ১৪৬
এ সকল অদভুত ভাবে।
শ্রীরঘুনন্দন মনে ভাবে ॥ ১৪৭
পরে এই ভাব শান্ত হল্য কত ক্ষণে।
পুন কৃষ্ণ-অন্বেষণ করিছেন বনে ॥ ১৪৮
তবে তাঁরা কিছু আগে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন দেখি কহেন বচন ॥ ১৪৯
দেখ এই পদ-চিহ্ন নাগরের বটে।
তাহা বিনে অপরে এরূপ নাহি ঘটে ॥ ১৫০
দেখ দেখ ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ কমল।
শঙ্খ মীন-আদি চিন করে ঝলমল ॥ ১৫১
সেই পদ অনুসরি কিছু আগে গিয়া।
নারী-পদ-চিহ্ন দেখি কহেন কান্দিয়া ॥ ১৫২
এ কার চরণ-চিহ্ন দেখ ভাল করি।
কে গিয়াছে কৃষ্ণের স্কন্ধেতে কর ধরি ॥ ১৫৩
এই কত আরাধনা করিয়াছে তারে।
লয়্যা গেছে কৃষ্ণ যারে ত্যজি মোসবারে ॥ ১৫৪
শ্রীরঘুনন্দন ভণে উত্তম কহিলে।
এ লাগি রাধিকা নাম শাস্ত্রে তার বলে ॥ ১৫৫
বিপক্ষ-গোপিকা কহে, এই চিহ্ন ভাল নহে,
বড় ক্ষোভ করয়ে অন্তরে।
সকল গোপীর ধন, কৃষ্ণাধর যেই জন,
হরিয়া লইয়া ভোগ করে ॥ ১৫৬
সখীগণ কহে বাণী, রাধাপদ দুই খানি,
এখানেতে দেখ না হিয়ায়।
বাজিবে চরণে বলি, কোলে লইয়াছে তুলি
রসিক নাগর বুঝি তায় ॥ ১৫৭
বিপক্ষ সকলে কহে, এই কথা মিথ্যা নহে,
তুলিয়া লইয়া গেছে তারে।
সেই লাগি নাগরের, চিহ্ন সব চরণের,
বড় বসিয়াছে দুঁহু ভারে ॥ ১৫৮
সখীগণ পুন ভণে, দেখ দেখ এই স্থানে,
করিবারে কুসুম-চয়ন।
নামায়াছে শ্রীরাধায়, তেঁই এই দেখা যায়,
দোঁহাকার চরণ-লক্ষণ ॥ ১৫৯
অগ্র পদে ভর দিয়া, এই স্থানে দাঁড়াইয়া,
নাগর কুসুম তুলিয়াছে।
বসি পুন এই স্থলে, কিশোরীর শ্রীকুন্তলে,
সেই পুষ্প বেশ করিয়াছে ॥ ১৬০
এই মতে গোপীগণ ভ্রমেন কাননে।
অন্য বনে রয়্যাছেন কৃষ্ণরাধা-সনে ॥ ১৬১
তবে রাধা ভাবনা করেন মনে মনে।
মোর তুল্য নারী কেহ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১৬২
যে হেতুক সকল গোপীরে পরিহরি।
একা মোরে লয়্যা ক্রীড়া করয়ে শ্রীহরি ॥ ১৬৩
তবে রাধা কৃষ্ণ সনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পরিহাস করি তাঁরে লাগিলা কহিতে ॥ ১৬৪
প্রাণনাথ তোমা সনে করিয়া ভ্রমণ।
বড়ই ব্যথিত হল্য আমার চরণ ॥ ১৬৫
অতএব আমি আর পারি না চলিতে।
লয়্যা চল যেথা তব ইচ্ছা হয় চিতে ॥ ১৬৬
কৃষ্ণ কন প্রিয়ে যদি চলিতে না পার।
লয়্যা যাব আমি কান্ধে আরোহণ কর ॥ ১৬৭
লক্ষ্মী মোর প্রিয়া হয় তেঁই বুকে থাকে।
তুমি প্রিয়তমা কান্ধে রাখিব তোমাকে ॥ ১৬৮
এত বাণী শুনি রাই শ্রীকৃষ্ণের মুখে।
অধোমুখী হইলেন লাজ-কোপ-দুখে ॥ ১৬৯
তবে কিশোরীর অনুরাগ বাড়াইতে।
অন্তর্দ্ধান কৈলা কালাচান্দ আচম্বিতে ॥ ১৭০
তবে রাধা-কৃষ্ণ হারাইয়া।
কান্দিছেন ব্যাকুলী করিয়া ॥ ১৭১
হাহা প্রিয়তম হা রমণ।
কোথা গেলে রাধার জীবন ॥ ১৭২

একাকিনী নারী রাখি বনে।
গেলে অন্য স্থানেতে কেমনে ॥ ১৭৩
তোমা বিনে এ তিন ভুবন।
অন্ধকার দেখয়ে নয়ন ॥ ১৭৪
না দেখি তোমারে মরে দাসী।
প্রাণ রক্ষা কর বঁধু আসি ॥ ১৭৫
হেন মতে কান্দিতে কান্দিতে।
মূর্চ্ছা পাই পড়িলা ভূমিতে ॥ ১৭৬
কিশোরীর ক্রন্দন শুনিয়া।
গোপী সব আইলা ধাইয়া ॥ ১৭৭
রাধিকার দশা হেরি, যত প্রিয় সহচরী,
চারিদিগে ঘেরি দাঁড়াইলা।
এ কি হইয়াছে হায়, বলি কান্দে উভরায়,
ললিতা কোলেতে তুলি নিলা ॥ ১৭৮
বসন অঞ্চলে করি, পুছিয়া নয়ন-বারি,
রাই রাই বলিয়া ডাকয়।
তথাপিহ রাধিকার, ঘোরতর সে মূর্চ্ছার,
কোনো মতে নাহি হল্য লয় ॥ ১৭৯
কিন্তু কৃষ্ণ-ভুক্ত মালা, ললিতার গলে ছিলা,
তার গন্ধ পাইলা যখন।
তখনি নয়ন মিলি, হায় কে লইল বলি,
শ্রীরাধিকা করেন ক্রন্দন ॥ ১৮০
তবে সব সহচরী, তাঁহারে সান্ত্বনা করি,
সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলা।
শুনিয়া তাঁহার স্থানে, সম্মানন অপমানে,
অতিশয় বিস্ময় পাইলা ॥ ১৮১
কিশোরীরে সঙ্গে নিয়া, পুন বন অন্বেষিয়া,
না পাইয়া কৃষ্ণ-দরশন।
পুলিনে আসিয়া সবে, অতি সুমধুর রবে,
করিলেন গান আরম্ভণ ॥ ১৮২
দয়িত শুনহ তুহুঁ, জনম অবধি ব্রজ,
ভুবনহিঁ অতি উজিয়ার।
নিরবধি কমলা, বসতি করহ ইহ,
সব জন সুখিত অপার ॥ ১৮৩
তুহুঁ কিঙ্করীকুল, কেবল আকুল তুহুঁ,—
দরশন নাহি পাই।
অন্তরে দরশ দিয়ে, জীবন রাখহ,
নারী-বধ-ভয় চাই ॥ ১৮৪
শরদ-কমল-জয়ি, নয়ন-বিশিখে করি,
বধিতেছ যেই মোসবারে।
ইথে কি রমণী-বধ,- পাপ না হোয়ব,
কো ইহ কহব সংসারে ॥ ১৮৫
বিষ জল অঘ বক, সুরপতি কোপহিঁ,
পালন করি বহু যতনে।
আপন নয়নে করি, করসি বিনাশন,
অতি অনুচিত ইহা করণে ॥ ১৮৬
যশোমতী-নন্দন, তোঁহারে কহয়ে জন,
হোয়বি কী পরকারে।
তুঁহ করুণাময়ি, তুয় অতি অকরুণ,
ঘটন নো হই বিচারে ॥ ১৮৭
কোই কোই বোলত, পহুঁ নারায়ণ,
ভব-পালন অবতার।
ইহ নহে গোপীকুল- বধ-কারণ,
রঘুনন্দন কহ সার ॥ ১৮৮
যদি কহ কি করিলে তোমরা বাঁচিবে।
শ্রবণ করহ নিবেদন করি তবে ॥ ১৮৯
প্রথমে দেখাও আসি সে চাঁদবদন।
পরে পয়োধরে কর কর সমর্পণ ॥ ১৯০
অথবা চরণ দাও তাহার উপরে।
অধর-অমৃত রসে সিঞ্চহ অন্তরে ॥ ১৯১
দিনে তুমি যবে বনে করহ গমন।
তবে যুগ তুল্য হয় আমাদের ক্ষণ ॥ ১৯২
ইথে এত বিরহ কি করি সহা যায়।
তেঁই কহিতেছি তোহে আসিতে এ ধায় ॥ ১৯৩
আর শুন তুমি যবে ভ্রম গাবী সনে।
তবে কত ব্যথা হয় আমাদের মনে ॥ ১৯৪
এই ভাবি মোরা অতি কোমল চরণে।
কত ব্যথা হয় কুশাঙ্কুর-পরশনে ॥ ১৯৫
রজনীতে সে চরণে ভ্রমিছ কান্তারে।
ইথে মোরা স্থির হব কহ কি প্রকারে ॥ ১৯৬
শ্রীরঘুনন্দন কহে বলি হারি যাই।
গোপীদের মত প্রেম দেখিতে না পাই ॥ ১৯৭
যে তব চরণদ্বয় শিরীষ কুসমে জয়,
করি অতি সুকোমল হয়।
এ কঠিন পয়োধরে, যাহা মোরা ধরি ডরে,
ভয় ॥ ১৯৮

হায় একি সাহস তোমার।
সে চরণ সরসিজে, ভ্রমিয়েছ বন-মাঝে,
কি করিয়া রজনী-মাঝার ॥ ১৯৯
বনের কঠিন মাটি, তাহে শিলা কোটী কোটী,
আছে কত কণ্টক-অঙ্কুর।
সে সকল পরশনে, তোমার সে শ্রীচরণে,
ব্যথা কিনা হইছে প্রচুর ॥ ২০০
অতএব নিবেদন, কর এথা আগমন,
উপেখিয়া গহনে ভ্রমণ।
সেবি তব শ্রীচরণ, করি ব্যথা নিবারণ,
শুন শুন কিশোরী-মোহন ॥ ২০১

হেন মতে নানা গান করি গোপীগণ।
কৃষ্ণে না পাইয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ ২০২
হাহা নবঘন-শ্যাম ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মোদিগে ছাড়িয়া কোথা করিলে গমন ॥ ২০৩
হাহা পূর্ণচন্দ্রমুখ মুরলী-বদন।
প্রাণ যায় ঝাঁট আসি দাও দরশন ॥ ২০৪
এই মতে সবে যবে কাঁদিতে লাগিলা।
তবে কৃষ্ণ লুকাইয়া রহিতে নারিলা ॥ ২০৫
পীতাম্বর গলে দিয়া হাসিতে হাসিতে।
আবির্ভূত হল্যা সেই স্থানে আচম্বিতে ॥ ২০৬
তাঁহারে নিরখি যত গোপের অবলা।
এই বন্ধু এই বন্ধু বলিয়া উঠিলা ॥ ১০৭
কেহ ধরে দুই করে করি তাঁর কর।
কেহ তাঁর ভুজ রাখে স্কন্ধের উপর ॥ ২০৮
কেহ তাঁর প্রসাদ তাম্বুল নেয় করে।
কেহ তাঁর শ্রীচরণ পয়োধরে ধরে ॥ ২০৯
কেহ অনিমিষ হয়্যা দেখে তাঁর মুখে।
কেহ নেত্র মুদি তাঁরে ধ্যান করে সুখে ॥ ২১০
কিশোরী কুপিত হয়্যা দংশিয়া অধর।
ছাড়েন কটাক্ষ শর কৃষ্ণের উপর ॥ ২১১

তাঁরা সবে পাইয়া নাগরে।
মুক্ত হল্যা সে বিরহ-জ্বরে ॥ ২১২
তবে সবে উত্তরী বসন।
পাতি করি দিলেন আসন ॥ ২১৩
তাহাদের জানি অভিপ্রায়।
বসিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাহায় ॥ ১১৪
গোপী সব মণ্ডলী করিয়া।
বসিলেন তাহারে বেড়িয়া। ২১৫
মৃদু হাস্য কটাক্ষ করয়।
তাঁর কর-চরণ সেবয় ॥ ২১৬
কিছু কোপ আছয়ে অন্তরে।
প্রহেলিকা পুছেন নাগরে ॥ ২১৭
ভজিলে ভজয়ে কোনো জন।
কেহ ভজে বিনাও ভজন ॥ ২১৮
উভয়েরে কেহ না ভজয়।
কহ শ্যাম কে কেমন হয় ॥ ২১৯
বুঝি গোপী-সকলের মন।
হাসি কন কিশোরীমোহন ॥ ২২০

পরস্পরে ভজন করায় যে যে জন।
নাহি হয় তাহে ধর্ম্ম পিরিতি দর্শন ॥ ২২১
না ভজিলে ভজয়ে দ্বিবিধ তারা হয়।
করুণা-নিধান আর স্নেহের আশ্রয় ॥ ২২২
করুণের ধর্ম্ম হয় কহে সব জন।
পিতা মাতা পুত্রে ভজে স্নেহের কারণ ॥ ২২৩
ভজিলে বা না ভজিলে যারা না ভজয়।
তাহাদিকে চতুর্ব্বিধ সব শাস্ত্রে কয় ॥ ২২৪
আত্মারাম পূর্ণকাম অকৃতজ্ঞ আর।
গুরুদ্রোহী চতুর্থ অধম সে সবার ॥ ২২৫
কৃষ্ণের বচন শুনি গোপবধূগণ।
মনে মনে কহিছেন এ সব বচন ॥ ২২৬
আত্মারাম পূর্ণকাম এহ নাহি হন।
তাহা হল্যে না ঘটিত স্ত্রীসনে ক্রীড়ন ॥ ২২৭
নাহি হন অকৃতজ্ঞ দিব্য জ্ঞানবান্।
গুরুদ্রোহী হল্যা নিজ বাক্য পরমাণ ॥ ২২৮
এত ভাবি হাসি সবে ঠারাঠারী করে।
কিশোরীমোহন পুন কন তা সবারে ॥ ২২৯
ও হে সখীগণ, তোরা মোর মন,
না জানিয়া কেন হাস।
তোমরা আমারে, এ চারি প্রকারে,
কিছু করি নাহি বাস ॥ ২৩০
আমি কৃপা-সিন্ধু, ভকতের বন্ধু
ভকতের পরাধীন।
তাহাদের যাহে, সুখ হয় তাহে,
অভিলাষী চিরদিন ॥ ২৩১

তবে তো সবারে, ছাড়িয়া কান্তারে,
লুকাইয়া ছিনু যেই।
তোমাদের প্রীতে, বহু বাড়াইতে,
মোর আচরণ সেই ॥ ২৩২
যেন কোনো জন, অধিক অধন,
চিন্তামণি যদি পায়।
তাহা হারাইলে, আর সব ভুলে,
সদাই ভাবয়ে তায় ॥ ২৩৩
তেন আপনারে, ভকত জনারে,
দেখাইয়া একবার।
আমিহ লুকাই, পিরিতি বাড়াই,
তাহে কোটিগুণ তার ॥ ২৩৪
এহ সাধারণ, করহ শ্রবণ,
গুপত বচন-সার।
কিশোরী-মোহন, নারিবে শোধন,
করিতে তোদের ধার ॥ ২৩৫

কৃষ্ণের বচন শুনি গোপনারীগণ।
দুখ দূরে গেল হল্যা সুখেতে মগন ॥ ২৩৬
তবে কৃষ্ণ যত গোপী তত মূর্ত্তি ধরি।
রাসলীলা আরম্ভিলা অতি মনোহারী ॥ ২৩৭
দুই দিকে দুই গোপী মধ্যে বংশীধারী।
দুই দিকে দুই কৃষ্ণ মাঝে গোপনারী ॥ ২৩৮
তাহাতে হইল শোভা অতি চমৎকার।
নীল পীত মণিতে গাঁথিল যেন হার ॥ ২৩৯
মণ্ডলীর মাঝে রাধা কিশোরীমোহন।
পরিবেশ-মাঝে মেঘ-বিজুরী যেমন ॥ ২৪০

রবিনন্দিনি, তট মেদিনি,
সমচৌরস রাজে।
অতি চিক্কণ সিকতাগণ
তহি উপর সাজে ॥ ২৪১

তহিঁ করতহি রাস।
বহু রঙ্গিনি, করি সঙ্গিনি,
হরি বহু পরকাশ ॥ ২৪২
যত সুন্দরি, কর কর ধরি,
নৃত্য করত রঙ্গে।
দু দু সুন্দরি, কণ্ঠপ করি,
হরি নাচত সঙ্গে ॥ ২৪৩

কটি কিঙ্কিণি, নূপুর মণি,
বলয় কঙ্কণ বাজে।
যার ধ্বনি শুনি, পরিবাদিনী,
সাহিনী মরে লাজে ॥ ২৪৪
গগনোপরি, যত কিন্নরি,
ধরি রাগিণি তানে
গান করত, তাল ধরত,
যন্ত্র মধুর মানে ॥ ২৪৫
নটন হেরি, সুখেতে ভোরি,
সুরগণ-মুনি সাঁথে।
কুসুম-বৃন্দ, বরিখে মন্দ,
কিশোরী-কিশোর-মাথে ॥ ২৪৬
নটিনী নটরাজঘটা নটঈ।
বিজুরী সহ নীরদকী চলঈ ॥ ২৪৭
চরণারুণপদ্ম সমান চলে।
ঝলকে নখচন্দ্র-ছটা-সকলে ॥ ২৪৮
মণি নূপুর বাজত চারু রবে।
যিহ চূর্ণ করে চটকা গরবে ॥ ২৪৯
বলয়াবলি কিঙ্কিণি কঙ্কণ রে।
মুনি-মানস-মোহন নাদ করে ॥ ২৫০
বর কুন্তল বেণি পিঠে দুলিছে।
তছু চম্পক ঝম্প খসী পড়িছে ॥ ২৫১
শ্রুতি কুণ্ডল দোলতহী সঘনে।
কুচমণ্ডল দোলত তার সনে ॥ ২৫২
মণিহার বিলাস উরোজ ঘটে।
রঘুনন্দন তোটক ছন্দ রটে ॥ ২৫৩
নাচিছেন নটিনী সঙ্গেতে নটবর।
যেন হেম নীলমণি প্রতিমা নিকর ॥ ২৫৪
খঞ্জন-গঞ্জন-পদকমল-চালনে।
নাগরের নূপুর নিনাদ করে স্বনে ॥ ২৫৫
দোলিতেছে বনমালা চরণ উপরি।
বুঝি লোভে আস্বাদিতে চরণ-মাধুরী ॥ ২৫৬
চরণ উপরি ধটী অঞ্চল দোলয়।
অনুমান করি ধূলী বিধাতা পোছয় ॥ ২৫৭
নৃত্য-বেগে বুকে দোলে মুকুতার হার।
যেন বায়ুযোগে মেঘে পাঁতি বলাকার ॥ ২৫৮
শ্রুতিযুগে দুলিতেছে মকর কুণ্ডল।
যাহে ঝলমল করে শ্রীগণ্ড যুগল ॥ ২৫৯

চূড়াতে ময়ূর-পাখা দোলে ঘনে ঘন।
যেন শিখী নিজ পুচ্ছে করয়ে নর্ত্তন ॥ ২৬০
শ্রীরঘুনন্দন কহে বলিহারী যাই।
হেন লীলা কোনো স্থানে শুনিতে না পাই ॥ ২৬১
শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোরা নৃত্য দেখাইয়া।
সিঞ্চিলে আমার নেত্র সুধায় করিয়া ॥ ২৬২
এই রূপে যদি কিছু কর সবে গান।
শ্রবণ করিয়া তবে সুখী হয় কান ॥ ২৬৩
এত শুনি গোপীরা কহেন নিজ-নাথে।
তবে গাই মোরা যদি তুমি গাও সাথে ॥ ২৬৪
ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ অনুমতি দিলা।
প্রথমে গোপিকা সব গান আরম্ভিলা ॥ ২৬৫
জয় জয় গোপীনাথ গোপিকা-জীবন।
গোপবধূ-চাতকিনী প্রিয়নবঘন ॥ ২৬৬
রসিকের চূড়ামণি রসের সাগর।
ত্রিভুবনে উপমান-রহিত সুন্দর ॥ ২৬৭
শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি গান করি এবে।
আমার সঙ্গেতে গান কর তোরা সবে ॥ ২৬৮
এত কহি গোপীদিগে হসিত-বদন।
গাইবারে আরম্ভিলা কিশোরীমোহন ॥ ২৬৯

জয় জয় গোকুল-রমণী।
ত্রিজগত-নারী-চূড়ামণি ॥ ২৭০
রূপে গুণে দেখি না উপমা।
নাহি আছে রসিকতা সীমা ॥ ২৭১
এমত চুম্বন আলিঙ্গন।
জানে কোন সীমন্তিনী জন ॥ ২৭২
এতেক গাইলা যবে হরি।
শুনি লাজ পাল্যা সব নারী ॥ ২৭৩
ভুরুভঙ্গি করি কৃষ্ণ-পানে।
চাহি সবে কুটিল নয়ানে ॥ ২৭৪
এ গীত গাইতে না পারিলা।
তবে কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ॥ ২৭৫
পরাজয় পাল্যে তোরা গীতে।
যোগ্য হয় আমারে পূজিতে ॥ ২৭৬
নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
পাইয়াছ কটাক্ষ পূজন ॥ ২৭৭

পুন কোনো গোপী গাইছেন অন্য গীত।
কিন্তু কৃষ্ণ-স্বরসনে না হল্য মিলিত ॥ ২৭৮
এক গীত এক রাগ কিন্তু আন স্বর।
শুনি তারে নিজ মালা দিলা দামোদর ॥ ২৭৯
অন্য গোপী সে গীতের অতি উচ্চস্বরে।
ধ্রুব করি পঞ্চম গাইলা তদুপরে ॥ ২৮০
তাঁর গীতে তুষ্ট হয়্যা ভাল ভাল বলি।
নিজ কণ্ঠ-হার দিলা তাঁরে বনমালী ॥ ২৮১
কোনো গোপী নৃত্য করি শ্রমার্ত্ত হইয়া।
দাঁড়ায়েন শ্রীকৃষ্ণের কান্ধে বাহু দিয়া ॥ ২৮২
কেহ কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধে মাতিয়া মদনে।
চুম্বন করেন তাঁর কমল বদনে ॥ ২৮৩
কেহ নিজ গণ্ড দেয় কৃষ্ণ গণ্ডদেশে।
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ তাম্বুল উচ্ছেষে ॥ ২৮৪
কেহ অতি শ্রান্ত হয়্যা সঙ্গীত নর্ত্তনে।
কৃষ্ণ-কর আনি দেন আপনার স্তনে ॥ ২৮৫
এই রূপ গোপীদের লীলা কৃষ্ণসনে।
শ্রীরঘুনন্দন ধ্যান করে সদা মনে ॥ ২৮৬

কৃষ্ণ-অঙ্গ পরশনে, গোপবধূদের মনে,
হইল কামের উদ্দীপন।
সম্বরিতে নারে বাস, কাঁচুলী কুন্তল পাশ,
অঙ্গে ঝরে ঘর্ম্ম কণ কণ ॥ ২৮৭

তাহা জানি রসিক নাগর।
এক এক গোপী নিয়া, প্রবেশ করিলা গিয়া,
এক এক কুঞ্জের ভিতর ॥ ২৮৮

কুসুম-শয়ন করি, বসি বসি তদুপরি,
করি নানা রস আলাপন।
মদন-সমরাবেশে, পূরিলা সবার আশে,
যাহা দেখি মোহিত মদন ॥ ২৮৯
রতি-শ্রমে গোপনারী, মুখে বহে ঘর্ম্মবারি,
পুঁছিদেন তাহা নিজকরে।
পল্লব লইয়া হাতে, বীজন করেন তাতে,
শ্রমযুক্ত গোপী-কলেবরে ॥ ২৯০
তথাপি তাদের শ্রম, নাহি হয় উপশম,
জানি তাহা মদন-মোহন।
লয়্যা সব গোপিকারে, জলকেলি করিবারে,
কালিন্দীতে করিলা গমন ॥ ২৯১
নানা কেলি করি জলে, উঠিলা সকলে কূলে,
বৃন্দা আনি দিলেন বসন।

তাহা পরিধান করি, বনে বনে ফিরি ফিরি,
তার শোভা করেন দর্শন ॥ ২৯২
পুষ্প তুলি নিজকরে, গোপীদের কলেবরে,
করিলেন বেশ-বিরচন।
এক এক গোপী সনে, সুইলা নিকুঞ্জ-বনে,
তাহা ভাবে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৯৩

ইতি শ্রীগীতমালায়াং রাসযাত্রা-বর্ণনং নাম
সপ্তবিংশং গ্রন্থনং ॥ ২৭

অষ্টাবিংশ গ্রন্থন।

অথ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা।

তত্র ভাবী বিরহঃ।
গোরাচাঁন্দ যাবেন গয়ায়।
এই ধ্বনি হল্য নদিয়ায় ॥ ১
শুনি তাহা ভকত সকল।
হইলেন অধিক বিকল ॥ ২
তারা সবে করেন ভাবন।
কে করিবে প্রভুরে বারণ ॥ ৩
না হয় উপায় দরশন।
কি করিয়া রহিবে জীবন ॥ ৪
অন্ধকার হইবে নদিয়া।
মোরা এথা রব কি করিয়া ॥ ৫
শ্রীরঘুনন্দন কান্দি কয়।
বিধি হল্য বড় নিরদয় ॥ ৬

অক্রূর এস্যাছে ব্রজে, তাহা নাহি জানি নিজে,
রাধিকা কহেন ললিতায়।
সখি আজি একক্ষণ, স্থির নহে মোর মন,
কি কারণে সোয়াত না পায় ॥ ৭
দিক্ সব দেখি শূন্যময়।
বৃন্দাবনে শিখিসব, করি কেও কেও রব,
কি লাগিয়া নৃত্য না করয় ॥ ৮
কোকিল শারিকা শুক, সকল হয়্যাছে মূক,
হরিণে না করয়ে নর্ত্তন।
যত কিছু লতা শাখা, সকলেই ম্লান দেখি,
ধূম্র উগারয়ে গোবর্দ্ধন ॥ ৯

কালিন্দীতে কারণ্ডব, চক্রবাক হংসসব,
নাহি করে মুখে কোলাহল।
ঘাটে নাহি খেলে মীন, কচ্ছপ সকল দীন,
মলিন হয়্যাছে শতদল ॥ ১০
আমার দক্ষিণস্তন, নৃত্য করে ঘনে ঘন,
তার সনে দক্ষিণ নয়ন।
ইথে যে অশুভ হয়, হকু তাহে নাহি ভয়,
সুখে রহুঁ কিশোরী-মোহন ॥ ১১
রাধিকার কথা শুনি ললিতা তাঁহারে।
না পারেন কিছুমাত্র উত্তর দিবারে ॥ ১২
তাহারা জানেন অক্রূরের আগমন।
শঙ্কা হেতু না কহিলা করিলা গোপন ॥ ১৩
ললিতার স্থানে তবে না পাই উত্তর।
কহেন রাধিকা বড় শঙ্কিত-অন্তর ॥ ১৪
সখি তুমি উত্তর না দিলে মোর প্রতি।
ইহাতে বড়ই শঙ্কা করে মোর মতি ॥ ১৫
কহ কহ কি বিপদ হল্য উপস্থিত।
ঢাকিয়া রাখিলে আর হবে কিবা হিত ॥ ১৬
এই কথা রাধিকা কহেন যেই কালে।
তখনী ঘোষণা দিল ব্রজে কোতোয়ালে ॥ ১৭
কংসের আজ্ঞায় কালি মথুরা পত্তনে।
ব্রজরাজ যাইবেন রামকৃষ্ণ সনে ॥ ১৮
অতএব সজ্জ হয়্যা থাক গোপগণ।
যাইতে হইবে সবে রাজ-দরশন ॥ ১৯
শ্রীরঘুনন্দন কহে ওরে কোতোয়াল।
তোমার ঘোষণা বুঝি শমনের শাল ॥ ২০
শুনি সেই ঘোষণার ধ্বনি।
মূর্চ্ছা পাই পড়িলেন ধনী ॥ ২১
দেখি দুখি সব সহচরী।
তুলি বসাইলা তাঁরে ধরি ॥ ২২
কেহ সুশীতল জল আনি।
পাখালে তাহার মুখ খানি ॥ ২৩
কেহ ধরি জলার্দ্র বসন।
করে তাঁর অঙ্গেতে বীজন ॥ ২৪
কেহ ডাকে রাই রাই বলি।
চাহিলেন তিঁহ নেত্র মিলি ॥ ২৫
কহিছেন সখি ঘোষণায়।
কি কহিল বলহ আমায় ॥ ২৬

বজ্র হেন প্রবেশিল কাণে।
এই মাত্র আছে মোর মনে ॥ ২৭
শ্রীরঘুনন্দন কহে ধনি।
কাজ নাই আর তাহা শুনি ॥ ২৮

বিশাখা কহেন সখি ধৈরয ধরিয়া।
শুনহ আমার এক কথা মন দিয়া ॥ ২৯
কালি জাবে বন্ধু কিন্তু পরশ্ব আসিবে।
এক দিন লাগি এত দুখ না করিবে ॥ ৩০
রাধিকা কহেন যদি পরশ্ব আসিত।
তবে এত অমঙ্গল কভু না হইত ॥ ৩১
অতএব আমি করি মনেতে বিচার।
ব্রজের সুখের হাট হল্য ছার খার ॥ ৩২
যদি বন্ধু মথুরাতে করয়ে গমন।
তবে মোরা কি করিয়া ধরিব জীবন ॥ ৩৩
ললিতা কহেন যাবে হইলে প্রভাত।
না হয় প্রভাত যাহে করি, সে বিধাত ॥ ৩৪
কালিন্দীর পূজা করি সেহ নিজ তাতে।
কহিয়া বারণ করি রাখিবে প্রভাতে ॥ ৩৫
শ্রীরঘুনন্দন কহে এমত হইলে।
নিরবধি ব্রজনাথ থাকেন গোকুলে ॥ ৩৬

ললিতা-বচন শুনি, রাই বোলই,
সখি অনুচিত তব ভাষ।
যমুনাকো সেবত, পুর-রমণীগণ,
বন্ধু-দরশন করি আশ ॥ ৩৭
করব সো তাহে কাহে বাধ।
দেবকী ঐছন, নিরখিয়ে আচরণ,
পুরয়ে ভকতকি-সাধ ॥ ৩৮
ললিতা কহই পুন, রবি পূজন করি,
বর মাগব তছু পায়।
উদয় না হোয়ই, গগনহি সো যদি,
রজনী তব না পোহায় ॥ ৩৯
রাই কহত পুন, সখি হই অঘটন,
কৈছে হোয়ব ঘটনা।
চক্রবশহি গতি, তাকো হোয়ত,
কৈছে রহব সো কহনা ॥ ৪০
যদি করুণা করি, সো নিজ-সুতকো,
রবি দেওই ইহ ভার।
ব্রজ-রমণীগণ, মারণ কারণ,
তব দুখ না ঘটই আর ॥ ৪১
ইহা বিনে আন, উপায় না দেখিয়ে,
চিন্তা করি বহু বার।
শ্রীরঘুনন্দন, শুনি ইহ বাণী,
রোয়ই করিয়া ফুকার ॥ ৪২
বিশাখা বলেন সখি মরা ভাল নয়।
মরিলে কি হবে লাভ দর্শন না হয় ॥ ৪৩
যদি রাখিবারে পার কোনো মতে প্রাণ।
যত ক্ষণ থাকে ব্রজে দেখ সে বয়ান ॥ ৪৪
নিতান্ত যাইবে যবে গোকুল তেজিয়া।
তখন করিবে যাহা হয় বিবেচিয়া ॥ ৪৫
রাধিকা কহেন সখি কি হইল হায়।
পূর্ব্বদিকে অরুণ-কিরণ দেখা যায় ॥ ৪৬
লোকে কহে দুঃখের রজনী না পোহায়।
তবে কেন এহ অতি ত্বরাতে ফুরায় ॥ ৪৭
বিধি প্রতিকূল হইয়াছে মোসবার।
বুঝি তেই বিপরীত হইল সংসার ॥ ৪৮
অন্যথা প্রাণের বন্ধু উপেখিবে কেন।
শ্রীরঘুনন্দন পূর্ব্বে জানকীরে যেন ॥ ৪৯

ইতি শ্রীগীতমালায়াংপ্রোষিতভর্তৃকা-বর্ণনে ভাবি-বিরহ-বর্ণনং নাম অষ্টাবিংশং গ্রস্থনম্ ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ গ্রস্থন।

অথ ভবন্ বিরহ।

গোরাচান্দ চলিলা গয়ায়।
শোক উথলিল নদিয়ায় ॥ ১
কেহ স্থির হত্যে না পারয়।
মুক্তকণ্ঠ হইয়া কান্দয় ॥ ২
কেহ কিছু কহিতে না পারে।
অনিমিখে চান্দমুখ হেরে ॥ ৩
অধিক ব্যাকুল প্রিয়গণ।
কে করিবে সে দুখ-বর্ণন ॥ ৪
পহুঁ সকলেরে আশ্বাসিয়া।
চলিলা কথোক জন নিয়া ॥ ৫

তাহা দেখি শ্রীরঘুনন্দন।
পাছে পাছে করিল গমন ॥ ৬

প্রভাত হইল দেখি, অক্রূর মনেতে সুখী.
রথ লয়্যা আইলেন পথে।
রাম সনে ঘন শ্যাম, জননীকে পরণাম,
করিয়া চড়িলা আসি রথে ॥ ৭
তবে রাধা সহচরী-সনে।
লাজ ভয় উপেখিয়া, পথে আসি দাঁড়াইয়া,
কহিছেন সজল-নয়নে ॥ ৮
ও রে বিধি ক্রুরমতি, জানিলাম কারো প্রতি,
তোর নাই করুণা কিঞ্চিত।
তুমিহ প্রেমের গুণে, যোগ করি সব জনে,
বিনা দোষে কর বিঘটিত ॥ ৯
যদি কহ এ অক্রূর, কৃষ্ণে লয়্যা যায় দূর,
তবে কহি শুনহ বচন।
ধরিয়া অক্রূর নাম, হরিতেছ তুমি শ্যাম,
গোপনারীগণের জীবন ॥ ১০
দিয়াছিলে তুমি হরি, পুন লইতেছ হরি,
দিয়া নেয়া অতি অকরুণ।
শ্রীরঘুনন্দন কয়, বিধি কৃষ্ণ-বশ হয়,
তাহা করে যাহে তাঁর মন ॥ ১১
অথবা দিতেছি দোষ বৃথা বিধাতায়।
প্রাণনাথ আমাদের প্রতি নাহি চায় ॥ ১২
উপেখিয়া মোরা সবে গৃহ বন্ধুজন।
উহার চরণ পদ্মে লইনু শরণ ॥ ১৩
এহ আমা সকলেরে উপেক্ষা করিয়া।
চলিতেছে মথুরায় নিঠুর হইয়া ॥ ১৪
অতএব বুঝিলাম ইহার পিরিতি।
চির দিন নাহি থাকে কোনা জন প্রতি ॥ ১৫
নবনব সঙ্গে রঙ্গী হৃদয় ইহার।
ভ্রমরের সমান ইহার ব্যবহার ॥ ১৬
মধুপুর-নারীদের আজি সুপ্রভাত।
যাহারা দেখিবে আঁখি ভরি প্রাণনাথ ॥ ১৭
যখন দেখিবে তারা এ চান্দবদন।
মনের বাসনা পূর্ণ হইবে তখন ॥ ১৮
শ্রীরঘুনন্দন কহে বৃন্দাবনেশ্বরি।
তব আশীর্ব্বাদে মানি আমি সত্য করি ॥ ১৯

মধুপুর-রমণী-সুমধুর বোল।
শুনি হোয়ব ইহ অধিক বিভোল ॥ ২০
সুন্দর হাস নয়ন-ভুরু ভঙ্গী।
পেখি ভুলব ইহ নবরস-রঙ্গী ॥ ২১
জানত তাসব বহুবিধ কেলী।
তাহে ভুলাওব ইহ বনমালী ॥ ২২
অতয়ে না আওব পুন ফিরি এহ।
বিছুরব গোপ-রমণীগণ লেহ ॥ ২৩
হোয়ব যব নব-প্রেম-বিলাস।
পুরব পিরিতি তব পাওব নাশ ॥ ২৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে কর জোরী।
চঞ্চল প্রেম নহয়ে পহুঁ মোরী ॥ ২৫

দেখ দেখ সখীসব শ্যামের করম।
অক্রূরে কহিছে রথ করিতে চালন ॥ ২৬
কিছু মাত্র কৃপা না করয়ে মোসবায়।
একি বুক বান্ধিয়াছে কঠিন শিলায় ॥ ২৭
ভাল মন্দ বিবেচনা-হীন গোপসব।
যাইবারে ত্বরা করিতেছে অসম্ভব ॥ ২৮
কুল বৃদ্ধ সকলে করিলা উপেক্ষণ।
তারা ইথে কিছু না করিলা বিবেচন ॥ ২৯
আমাদের প্রতি বিধি হইয়াছে বাম।
করিতেছে সেই এই সব দুষ্ট কাম ॥ ৩০
চল চল মোরাই সকলে আগে গিয়া।
নিবারণ করি তৃণ দশনে ধরিয়া ॥ ৩১
কি করিবে জ্ঞাতি বন্ধু জান মোসবার।
কি করিবে লোক লাজ ধরম আচার ॥ ৩২
কৃষ্ণ-বিরহেতে প্রাণ মোদের না রবে।
তবে অন্য হেতু ভয় করিলে কি হবে ॥ ৩৩
যদি না ফিরয়ে সঙ্গে করিব গমন।
শ্রীরঘুনন্দন সনে জানকী যেমন ॥ ৩৪

পিয়া যাঁহা যাওব, হাম তাঁহা যাওব,
উপেখিয়া কুল-ভয়-লাজ।
পরাণ-পরম ধন, তাকো উপেখিয়া,
যৌবন লাজে কি কাজ ॥ ৩৫
নাহি দেখি অপর উপায়।
বিরহ-দবানলে, ইহ তনু জারব,
কি করিয়া বাঁচব তায় ॥ ৩৬

যাকর সঙ্গ হি, সোসব রজনী,
তৈ গেয়ো নিমিখ-সমান।
তাহা বিনে নিমিখ, কলপ-সম হোয়ব,
কৈছে সহব দুখ প্রাণ ॥ ৩৭
যাকর দরশন, সময় নিমিখ-লব,
বিরহ সহন নাহি যায়।
তা বিনু বহুদিন, কৈছে গোয়াওব,
ধৈরয ধরিয়া হিয়ায় ॥ ৩৮
ওরে কংসকি চর, অক্রূর নাম তোর,
কাহে করসি ক্রূর কাম।
দশনহি তৃণ ধরি, হাম তোহে মাগিয়ে,
অব ব্রজে রাখ ঘন শ্যাম ॥ ৩৯
নয়ন কি আশ, ভরিয়া হাম নিরখিয়ে,
ব্রজ-বিধু-বদন-সুধায়।
কালি করবি যাহা, সমুচিত বুঝবি,
রঘুনন্দন দুখ গায় ॥ ৪০

এত কহি রাধিকা কান্দেন ফুকরিয়া।
হা গোবিন্দ দামোদর মাধব বলিয়া ॥ ৪১
কান্দিতে কান্দিতে চান কৃষ্ণ-মুখ-পানে।
অবিরল অশ্রুজল গলয়ে নয়ানে ॥ ৪২
কভু রথ আগে গিয়া ভূমিতলে পড়ি।
কাকুতী করিয়া দিতেছেন গড়াগড়ী ॥ ৪৩
কভু দন্তে তৃণ ধরি বস্ত্র দিয়া গলে।
বলদেব আগে গিয়া পড়েন ভূতলে ॥ ৪৪
কখনো কহেন পৌর্ণমাসীরে কাঁদিয়া।
রাখ তুমি ব্রজ-নাথে যুকতি করিয়া ॥ ৪৫
দেখি এসকল রাধিকার আচরণ।
ভূতলে পড়িয়া কান্দে এ রঘুনন্দন ॥ ৪৬

রাধিকার দশা, নিরীক্ষণ করি,
দর দর করুণায়।
ছল ছল আঁখি, থির হইবারে,
না পারেন শ্যামরায় ॥ ৪৭

তবে এক দূত দ্বারে।
আশ্বাস বচন, কহি পাঠাইলা,
প্রণয়েতে রাধিকারে ॥ ৪৮
প্রিয়ে তোরা সবে, আমার লাগিয়া,
নাহি ভাব কভু মনে।
রিপু নাশ করি, ফিরিয়া আসিব,
আমি পুন এ ভবনে ॥ ৪৯
কিছু দিন তোরা, নয়ন মুদিয়া,
সহি থাক এই দুখ।
অচিরাতে আমি, ফিরিয়া আসিয়া,
তোমাদিগে দিব সুখ ॥ ৫০
দূত-মুখে শুনি, এতেক বচন,
রাধা পাল্যা আশোয়াস।
কৃষ্ণ-রথ পাছে, কান্দি কান্দি যায়,
এ রঘুনন্দন দাস ॥ ৫১

ইতি শ্রীগীতমালায়াং প্রোষিত
ভর্তৃকাবর্ণনে ভবদ্বিরহ-বর্ণনং নাম
ঊনত্রিংশং গ্রন্থনম্ ॥ ২৯

ত্রিংশ গ্রন্থন।

অথ ভূত-বিরহ।

গয়াতে রহিলা গোরারায়।
বিরহ বাড়য়ে নদিয়ায় ॥ ১
ভক্তগণ অধিক কাতর।
থির নহে তাদের অন্তর ॥ ২
দিবা রাতি হইল সমান।
না করে শয়ন ভোগ পান ॥ ৩
অবিরত করয়ে ক্রন্দন।
গোরা বলি ডাকয়ে সঘন ॥ ৪
ভূমে পড়ি এ রঘুনন্দন।
হাহা রবে করয়ে রোদন ॥ ৫

কংসরাজে বধ করি, রচিয়া দ্বারকা পুরী,
কৃষ্ণ তাঁহা করিলা নিবাস।
শুনিয়া রাধিকা তাহা, কৃষ্ণের গোকুল যাহা,
আগমনে হইলা নিরাশ ॥ ৬
তবে দুখ অধিক বাড়িল।
সুখ নাহি এক ক্ষণ, চিন্তায় ব্যাকুল মন,
দিন রাতি সমান হইল ॥ ৭ *

* "চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ" ইতি দশদশাঃ ক্রমেণ বর্ণ্যন্তে ॥

তপত দীঘল ঘন, শ্বাস বহে অনুক্ষণ,
তাহাতে মলিন বিম্বাধর।
বাম করপদ্ম-তলে, রাখি বামগণ্ডস্থলে,
বসিয়া থাকেন নিরন্তর॥ ৮
অধ করি মুখখানি, যখন থাকেন ধনী,
ভূমে তার প্রতিবিম্ব হয়।
বুঝি শশী মুখসনে, পরাজয় পাই রণে,
পদতলে পড়িয়া লুঠয়॥ ৯
মনে করি কিনা জানি, কখনো লিখেন ধনী,
নখে করি ধরণী-উপর।
শ্রীরঘুনন্দন কয়, এই অনুমান হয়,
ধরণীরে চাহেন বিবর॥ ১০
রজনীতে সখী সব শয়ন পাতিয়া।
শয়ন করান তাঁরে যতন করিয়া॥ ১১
কেহ কেহ ধীরে ধীরে চামর ঢুলায়।
কেহ বা শীতল কর শ্রীঅঙ্গে বুলায়॥ ১২
তবে শ্রীরাধিকা কন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
সখীগণ কেন কর এ সব প্রয়াস॥ ১৩
প্রাণনাথ যখন আছিল এই দেশে।
তবে নিদ্রা না যাইতুঁ আমি রসাবেশে॥ ১৪
সেই কোপে এবে নিদ্রা তেজিল আমায়।
না আসিবে সেহ নেত্রে করিলে উপায়॥ ১৫
যদি নিদ্রা হয় তবে তাহারে স্বপনে।
কখনো দেখিতে পাব এই হয় মনে॥ ১৬
বিধি প্রতিকূল তাহা করিবেক কেন।
শ্রীরঘুনন্দন বিনে জানকীর যেন॥ ১৭
মন মোর নিরবধি জলে।
উদ্বেগ-দারুণ-তুষানলে॥ ১৮
ক্ষণকাল স্থির নাহি হয়।
কি করিবে না পাই নিশ্চয়॥ ১৯
কি করিলে এ দুখ যাইবে।
কেবা সেই উপায় কহিবে॥ ২০
তোমাদিগে করি যে বন্দন।
কর কিছু উপায় রচন॥ ২১
যার বলে মোর হত মন।
স্থির হত্যে পারে একক্ষণ॥ ২২
কিশোরীর বচন শুনিয়া।
সখী সব কহয়ে কান্দিয়া॥ ২৩

প্রিয়সখি শুনি তোর এ সব বচন।
বড়ই কাতর হল্য আমাদের মন॥ ২৪
একে তনু ক্ষীণ হইয়াছে অনাহারে।
ইথে এত উদ্বেগে রহিবে কি প্রকারে॥ ২৫
দেখ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী শশী হয় ক্ষীণ।
তাহা হইতেও তনু হইয়াছে দীন॥ ২৬
যত আছে হেম-মণিময় আভরণ।
শ্লথ হইয়াছে তাহা না হয় পিন্ধন॥ ২৭
ভূষণের কর্ম্ম করে কেবল অঙ্গুরী।
তাড় হইয়াছে যেহ ভুজের উপরি॥ ২৮
উপমা হইত আগে ভুজের মৃণালে।
দেখিতে না পাই কোথা হইবে এ কালে॥ ২৯
শ্রীরঘুনন্দন ভণে সজল-নয়নে।
নাহি দেখি উপমান এ তিন ভুবনে॥ ৩০

সহজেই তনু খিন, বিরহেতে শত গুণ,
শয়নে মিলায়্যা যেন রয়।
নাহি তার যত্নলেশ, মার্জ্জন ক্ষালন বেশ,
তাহে মলিনতা অতিশয়॥ ৩১
হতবিধি দারুণ-আশয়।
যে তনু কৃষ্ণের বুকে, থাকিত সদাই সুখে,
সেহ আজি ধূলায় লুটয়॥ ৩২
দেখিয়া যাহার কাঁতি, হেম সৌদামিনী-ভতি-
প্রতি ঘৃণা করিত সকলে।
সেহ এবে পর্য্যুষিত, শোণ-পুষ্প উপমিত,
কি আর কহিব অকুশলে॥ ৩৩
পূর্ণিমার শশধর, হইতেও মনোহর,
যে মুখের মাধুরী আছিল।
একি হিম-নিপতনে, মলিন মলিন সনে,
এবে সেহ সমান হইল॥ ৩৪
পিয়ে যে অধরামৃত, নিজ তৃষ্ণা নিবারিত,
নিরবধি কিশোরী-মোহন।
সেহ শুষ্ক প্রবাহল, বান্ধুলীর সমতুল,
হল্য একি বিধি-বিড়ম্বন॥ ৩৫

রাধা কন সখি কোথা কিশোরীমোহন।
গোকুলের শশী কোথা করিল গমন॥ ৩৬
কোথা কালিন্দীর কূল-নিকুঞ্জ-বিলাসী।
কোথা গোবর্দ্ধন-গিরি-কন্দর-নিবাসী॥ ৩৭

কোথা গেল গোপীগণ-বসন-তস্কর।
কোথা রাসলীলা-রস-রসিক-শেখর॥ ৩৮
কোথা মোর কেশভূষা-বিধান-তৎপর।
কোথা মোর সঙ্গে মিলি বেণু বাদ্য-কর॥ ৩৯
কোথা শারদীয়-শশি-সমান বদন।
কোথা রমণীর মান-দমন-নয়ন॥ ৪০
কোথা সুধামাধুরী-বিনিন্দি বিম্বাধর।
কোথা গেল কিশোরীমোহন নটবর॥ ৪১

পাইয়া হৃদয়ে বড় বাধা।
বিলাপ করেন হেন রাধা॥ ৪২
সেই কালে বিরহের জ্বর।
প্রবেশিল তাঁর কলেবর॥ ৪৩
প্রথমেতে থর থর করি।
কাঁপিতে লাগিলা সুকুমারী॥ ৪৪
পুলকিত সকল শরীর।
বহে তাঁহে ঘন ঘর্ম্ম-নীর॥ ৪৫
সব তনু হল্য বিবরণ।
ছল ছল করয়ে নয়ন॥ ৪৬
তনু উতপত অতিশয়।
ঘন ঘন নিশ্বাস বহয়॥ ৪৭
কিশোরীর দেখি হেন জ্বর।
সখী সব অধিক কাতর॥ ৪৮

তবে রাধা সখীদিগে কাতর দেখিয়া।
উন্মাদ-আবেশে কন হাসিয়া হাসিয়া॥ ৪৯
সখী সব তোরা কেন হইছ কাতর।
অই দেখ আগে আসিয়াছে নটবর॥ ৫০
না ডাকিহ উহারে তোমরা কোনো জন।
আইলেও নাহি দিয় বসিতে আসন॥ ৫১।
কেহ কোনো কথা উহা প্রতি না কহিয়।
নয়ন ফিরায়া উহা পানে না চাহিয়॥ ৫২
কাছে আসি করিবেক কাকুতি যখন।
তখন কহিবে কর দ্বারকা গমন॥ ৫৩।
রাজ-কন্যাগণ লয়্যা করগা বিহার।
গোপ-নারী কাছে হবে কি সুখ তোমার॥ ৫৪
তারা জানে নানা মত হাস-পরিহাস।
গোপনারী সকল কি জানে হাস-ভাষ॥ ৫৫
দেখি হেন কিশোরীর উন্মাদ-আবেশ।
সখী সব ক্ষণেক পাইলা সুখ-লেশ॥ ৫৬

কহিতে কহিতে, নাপাই দেখিতে
নিজ প্রাণনাথে রাই।
কি হইল হায়, বলিয়া ধূলায়,
পড়িলা মুরছা পাই॥ ৫৭
তাহা দেখি সখীগণ।
একি একি বলি, করিয়া ব্যাকুলী
বেড়িলা দুখিতমন॥ ৫৮
ললিতা সুন্দরী, দুবাহু পসারি,
কোলেতে তুলিয়া নিলা।
বিশাখা শীতল, সুবাসিত জল,
নয়নে বয়নে দিলা॥ ৫৯॥
শ্রীচিত্রা সজল, ধরিয়া কমল,
বুলায়েন কলেবরে।
শ্রীচম্পকলতা, শতদলপাতা,
ধরিয়া বীজন করে॥ ৬০
কেহ ত চন্দন, কর্পূর লেপন,
করয়ে সকল গায়।
তথাপি রাধার, বিরহ-বিকার,
মোহ লয় নাহি পায়॥ ৬১॥
তবে শ্রীললিতা, কহেন দুখিতা,
হায় কি করিলে হরি।
কিশোরী শুনিয়া, নয়ন মিলিয়া,
চাহিলেন ধিরি ধিরি॥ ৬২॥

তাহা দেখি সখী সব পাইয়া আশ্বাস।
কহিছেন আছে রাই নাহও নিরাশ॥ ৬৩
দেখ দেখ চাহিতেছে মিলিয়া নয়ন।
নিশ্বাসেতে দুলিতেছে বুকের বসন॥ ৬৪
ওরে বিধি কি কহিব তোর অবিচার।
করিলি যাহাতে হেন দশা রাধিকার॥ ৬৫
ভুবন-মোহন শ্যাম সোহাগ সে কোথা।
কোথা বা মরণ হত্যে অধিক এ ব্যথা॥ ৬৬।
ইহা কি বাঁচিয়া থাকি পারিয়ে সহিতে।
করিব বা কিবা তাহা নাপাই দেখিতে॥ ৬৭
এত কহি সব সখী করেন ক্রন্দন।
তাহাদিগে শ্রীকিশোরী ধিরে ধিরে কন॥ ৬৮

প্রিয়সখি তোরা সবে, আমার লাগিয়া এবে
আর নাহি করহ রোদন।

মোরে যত কর স্নেহ, তার ফল কিছু দেহ,
যাহে সুখি হবে মোর মন ॥ ৬৯
এক চিত্র পট বিরচিয়া।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠাম, সেই বংশীধারীশ্যাম,
লিখি দেহ আমারে আনিয়া ॥ ৭০
সেই পট দেখি দেখি, আমি মনে হয়্যা সুখী,
কুণ্ডে জালি প্রবল অনল।
প্রবেশ করিয়া তায়, তেজি এই হত কায়,
বিনাশিব যন্ত্রণা সকল ॥ ৭১
অথবা যমুনা-জলে, প্রবেশিয়া কুতুহলে,
বিরহ-অনল নিবাইব।
ঘুচাব কামের ত্রাস, নাশিব বিধির আশ,
তোমাদের দুখ নিবারিব ॥ ৭২
আমি মৈলে তোরা সবে, দূত দ্বারা শ্রীমাধবে,
জানাইহ এই নিবেদন।
তোমার বিরহ-জ্বর- সন্তাপিত-কলেবর,
তেজিয়াছে কিশোরী জীবন ॥ ৭৩
রাধিকার এ কথা শুনিয়া।
সখী সব কহেন কান্দিয়া ॥ ৭৪
কি কহসি সখি এ বচন।
হরি হরি তেজবি জীবন ॥ ৭৫
তুহুঁ যদি করবি এ কাজ।
কাহাঁ রবে এ সখী সমাজ ॥ ৭৬
শ্যামের বিরহে মোরা দুখী।
তোরেই দেখিয়া প্রাণ রাখি ॥ ৭৭
যদি তুহুঁ তেজবি জীবন।
মরি যাবে তবে সখীগণ ॥ ৭৮
একা মরি সকলে মারিবি।
সে বধের ভাগিনী হইবি ॥ ৭৯
এত কহি কান্দে সখীগণ।
সঙ্গে কান্দে এ রঘুনন্দন ॥ ৮০
রাধিকা কহেন পুন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
সখী সব আমার জীবনে নাহি আশ ॥ ৮১
দেখ দেখ তেন বন্ধু উপেখিল যারে।
সে আমি জীবন ধরি রব কিপ্রকারে ॥ ৮২
দেখিতে না পায় যেহ সে চান্দবদন।
কি কাজ তাহার রাখি এ ছার জীবন ॥ ৮৩
যাহাতে তাহার বাণী শুনিতে না পাই।
সে শ্রবণে ক্ষণকাল রাখিতে না চাই ॥ ৮৪
যাহে না দেখিতে পাই সে অঙ্গমাধুরী।
সে নয়ন ধরিতে বাসনা নাহি করি ॥ ৮৫
তাহার প্রসাদ যেহ না পায় খাইতে।
বাসনা না হয় সেই রসনা রাখিতে ॥ ৮৬
সে অঙ্গ-সৌরভ নাহি পায় যেই নাসা।
তাহা রাখিবারে মোর না হয় লালসা ॥ ৮৭
যে অঙ্গ না পায় তার শ্রীঅঙ্গ-পরশ।
তাহা রাখিবারে বাঞ্ছা করে না মানস ॥ ৮৮
অতএব না রাখিব আমি এ জীবন।
তোরা নাহি কর ইথে বাধ বিরচন ॥ ৮৯
রাধিকার মুখে শুনি এ সব বচন।
ভূতলে পড়িয়া কান্দে এ রঘুনন্দন ॥ ৯০
ললিতা কহেন পুন, সখি মোর কথা শুন,
স্থির করি আপনার মন।
মোর বাক্যে শঙ্কা কর, হৃদয়ে ধৈরয ধর,
এক দিন কর প্রতীক্ষণ ॥ ৯১
শুনিয়াছি ভিক্ষুক-বদনে।
দন্তবক্রে বধিবারে, প্রাণনাথ মধুপুরে,
আসিয়াছে রথ আরোহণে ॥ ৯২
তারে ব্রজে আনিবারে, পাঠাইব সুবলেরে,
এই মনে করয়াছি নিশ্চয়।
না আইসে যদি সেহ, তেজিব সকলে দেহ,
একা তুমি কেন পাবে ক্ষয় ॥ ৯৩
কহিতে কহিতে কথা, সুবল আইলা তথা,
তাঁরে সব বার্ত্তা জানাইয়া।
ললিতা মথুরা পুরী, পাঠাইলা ত্বরা করি,
রাধিকার দশা দেখাইয়া ॥ ৯৪
যাইতে যাইতে পথে, সুবলের কৃষ্ণসাথে,
কিছু দূরে হইল দর্শন।
দেখি মাত্র তাঁরে হরি, নামিয়া ভূতলোপরি,
ধাই আসি কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৯৫
ধরি তার করতলে, বসি এক তরুমূলে,
ছল ছল কমল নয়ন।
বাষ্পে কণ্ঠ রোধ করে, বাক্য নাহি ভাল স্ফুরে,
জিজ্ঞাসেন কিশোরীমোহন ॥ ৯৬

প্রিয় সখা আগে কহ আপন কুশল।
মাতা পিতা কেমন আছেন তাহা বল ॥ ৯৭
শ্রীদাম-আদি সখা সব আছয়ে কেমন।
কেমন আছেন আর সব বন্ধুজন ॥ ৯৮
গাবী বৃষ পশু পাখী তরু লতা-ততি।
সকল কেমন আছে কহ মোর প্রতি ॥ ৯৯
আর এক কথা তোরে করি জিজ্ঞাসন।
মোর প্রিয়া গোপী সব আছয়ে কেমন ॥ ১০০
তার মাঝে সর্ব্বাধিক প্রিয়তমা রাধা।
বাঁচিয়া আছে ত সহি এ বিরহ-বাধা ॥ ১০১
আমি দন্তবক্রে বধি যাইতেছি ব্রজে।
কিন্তু পদ নাহি চলে শঙ্কা আর লাজে ॥ ১০২
বাঁচি আছে কিনা সবে ভাবি শঙ্কা হয়।
দুখ দিয়া কাছে যাত্যে লাজ উপজয় ॥ ১০৩
তুমি আগ্যে ভাল হলা কহ সব কথা।
ভাল শুনি তবে যাব না যাব অন্যথা ॥ ১০৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে একি ঠাকুরালী।
কুশল পুছেন নিজে দিয়া আগি জালি ॥ ১০৫
সুবল বলই শুন, যদুকুলনন্দন,
গোকুল-কুশলকি বাত।
নিরবধি কানু কানু, করি রোদই তোর,
যশোমতী মাত ॥ ১০৬
ব্রজপতি গতিমতি, লোচন-বিরহিত,
নিরবধি সেজ্জ ক লুঠই।
বল্লবী বল্লব, জীবনে আছই,
কাহুক সুখ নাহি ঘটই ॥ ১০৭
হাম সব কুশল, পুছিতে নহি হোয়ত,
লাজ উদয় তুহুঁ হৃদয়ে।
যা বিনে যো নহি, সুখ পাওত কভু,
তা বিনে কইছ সো রহয়ে ॥ ১০৮
গাবী বৃষভ, কুরঙ্গ বিহঙ্গম,
জীবই তুহুঁ দিঠে আশে।
ভোজন শয়ন বিহার, না করতঁহি,
তরু লতা মৃতসম ভাসে ॥ ১০৯
তুহুঁক পিয়াগণ, বিরহ দবানলে,
যন্ত্রণ পাওত যোই।
রঘুনন্দন বিনু, জানকিকো দুখ,
ইন কি কলা নাই হোই ॥ ১১০

তোমার বিরহে যেই দুখ রাধিকার।
তার লেশ কহিবারে শক্তি আছে কার ॥ ১১১
নিরবধি চিন্তায় আকুল তার মন।
রাজনীতে নিদ্রা নাহি হয় একক্ষণ ॥ ১১২
উদ্বেগে তাহার মন স্থির নাহি হয়।
কলেবরে কৃশতা হয়্যাছে অতিশয় ॥ ১১৩
অঙ্গের মালিন্য দেখি খেদ হয় মনে।
হৃদয় বিদরে শুনি প্রলাপ বচনে ॥ ১১৪
ক্ষণে ক্ষণে নানা মত ব্যাধি উপজয়।
তার মাঝে উন্মাদের অধিক উদয় ॥ ১১৫
কখনো কখনো মূর্চ্ছা হয় অবিরাম।
যাহার ঔষধ এক মাত্র তব নাম ॥ ১১৬
সম্প্রতি দেখিনু কিশোরীর যেই দশা।
তাহা কহিবারে মোর না হয় ভরসা ॥ ১১৭
শ্রীকৃষ্ণ কহেন পুন তাঁয়।
বুঝিলাম তোর অভিপ্রায় ॥ ১১৮
হয়্যাছে শরীরে রাধিকার।
দশমী দশার অধিকার ॥ ১১৯
আমি কিবা করিব এক্ষণ।
তুমি তাহা কহ বিচক্ষণ ॥ ১২০
যদি তারে দেখিতে না পাই।
কি ফল হইবে ব্রজে যাই ॥ ১২১
কহ কহ মোরে প্রাণ-ভাই।
আছে কিনা আছে বাঁচি রাই ॥ ১২২
যদি তার নাহি থাকে প্রাণ।
আমারেও তার সঙ্গিজান ॥ ১২৩
যেথা তারে দেখিতে পাইব।
আমিহও সেথানে যাইব ॥ ১২৪
নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
ব্রজে চল পাবে দরশন ॥ ১২৫
সুবল বলেন সখা শুনহ বচন।
এখনও না তেজিয়াছে রাধিকা জীবন ॥ ১২৬
বিরহে যেমন তার হইতেছে ক্লেশ।
তাহে এতক্ষণ তার হত্যা দশা শেষ ॥ ১২৭
কেবল তোমার মধুপুরে আগমন।
কহি রাখি আছে তার লালতা জীবন ॥ ১২৮
আমিহ সেখানে ফিরি না যাব যাবত।
যতনে রাখিবে প্রাণ রাধিকা তাবত ॥ ১২৯

অতএব মোর সঙ্গে করিয়া গমন।
দেখা দিয়া কর তার জীবন রক্ষণ॥ ১৩০
শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা তুমি আগে গিয়া।
তারে কিছু সুস্থ কর মোর বার্ত্তা দিয়া॥ ১৩১
অন্যথা অধিক দুখ দেখিলে তাহার।
সহ্য না হইবে ক্লেশ হৃদয়ে আমার॥ ১৩২
আমি পিতা মাতা দিকে করিয়া প্রণাম।
তব পাছে পাছে যাব কিশোরীর ধাম॥ ১৩৩

তবে শ্রীসুবল, ভাল ভাল বলি,
গোকুলে ফিরিয়া আসি।
রাধার নিকটে, গমন করিলা,
আনন্দেতে ভাসি ভাসি॥ ১৩৪
দেখি তাঁরে সুখিমন।
শ্রীলিলতা কন, কহ কত দূরে,
বন্ধু করে আগমন॥ ১৩৫
সুবল কহেন, দন্তবক্রে বধি,
আসিছিল সেই রঙ্গে।
আসিতে আসিতে, আমার সহিতে,
দেখা হল্য পথ-মাঝে॥ ১৩৬
ব্রজের কুশল, পুছিয়া শুনিয়া,
কহিলেক সখা মোরে।
তুমি আগে গিয়া, মোর বার্ত্তা দিয়া,
সুখী কর রাধিকারে॥ ১৩৭
আমি পিতা মাতা, চরণ বন্দন,
করিয়া কিশোরী কাছে।
অতি অবিলম্বে, গমন করিব,
সখা তোর পাছে পাছে॥ ১৩৮

শুনিয়া সুবলের কথা সুখিতা।
কহিছেন উঠি বৃষভানু-সুতা॥ ১৩৯
সুবলের কথা শুনিলে সকলে।
বিধি কি অনুকূল হল্য গোকুলে॥ ১৪০
ব্রজ-নাথ ব্রজে যদি আইল রে।
কর মঙ্গল কর্ম্ম বিধান ঘরে॥ ১৪১
কদলীতরু রোপহ দ্বার তটে।
নিকটে জল পূর্ণ সুবর্ণ ঘটে॥ ১৪২
নব তণ্ডুল-পিষ্ট গুলিয়া জলে।
কর চিত্রিত অঙ্গনভূমিতলে॥ ১৪৩
ফুল-অঙ্কুর-জাল বিছাহ পথে।
চলিতে বন্ধুয়া তনু নাহি বেথে॥ ১৪৪
রঘুনন্দন মঙ্গল-বস্তু নিয়া।
বন্ধু আনিতে যাউক হৃষ্ট-হিয়া॥ ১৪৫
এত কহি প্রকাশ বচনে।
রাধিকা কহেন পুন মনে॥ ১৪৬
বন্ধু যবে আসিবেক কাছে।
বসিব তাহারে করি পাছে॥ ১৪৭
পুছিবেক কুশল যখন।
না কহিব উত্তর বচন॥ ১৪৮
যবে চাবে তনু পরশিতে।
নিবারিব ধরিয়া পাণিতে॥ ১৪৯
যবে চাবে করিতে চুম্বন।
বসনেতে ঝাঁপিব বদন॥ ১৫০
করিবে সে যখন কাকুতি।
ভর্চ্ছনা করিব তার প্রতি॥ ১৫১
কত রাজ-তনয়া রাখিয়া।
শঠ এথা আল্যে কি লাগিয়া॥ ১৫২
যাহ যাহ কুব্জারমণ।
এথা তব কিবা প্রয়োজন॥ ১৫৩
নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
ভুলিবে দেখিলে সে বদন॥ ১৫৪
বিশাখা কহেন তবে মধুর বচন।
রাধে তোর বেশ বনাইতে হয় মন॥ ১৫৫
মলিন অঙ্গেতে প্রাণনাথ-দরশন।
উচিত না হয় এই মোর বিবেচন॥ ১৫৬
ললিতা কহেন সখি ইহা ভাল নয়।
মলিন অঙ্গেই আজি দেখা দিতে হয়॥ ১৫৭
রাখিয়াছে রাধিকারে সে সুখে যেমন।
আপন নয়নে তাহা করুক দর্শন॥ ১৫৮
হেন মত আলাপন হইতে হইতে।
আইলেন বৃন্দাবন-চন্দ্র আচম্বিতে॥ ১৫৯
তাঁরে দেখি যাবদীয় বল্লবী-নিকর।
প্রেমানন্দে হইলা স্তম্ভিত-কলেবর॥ ১৬০
উদয় না করে কারো নিমেষ নয়নে।
কেবল গলয়ে অশ্রু-জল ঘনে ঘনে॥ ১৬১
বদনেও নাহি স্ফুরে বচন কিঞ্চিত।
কিশোরী-মোহন দেখি হইলা বিস্মিত॥ ১৬২

শ্রীকৃষ্ণ দেখেন, গোপিকা সকলে,
অতি ক্ষীণ কলেবর।
তাহাতে মলিন, বেশ-ভূষা-হীন,
মলিন বসন-ধর ॥ ১৬৩
কেশের নাইক বেশ।
আলুলিত হয়্যা, বয়্যাছে ঝাঁপিয়া,
বদন-উপরি কেশ ॥ ১৬৪
হেম মণিময়, আভরণ কিছু,
নাহি আছে কলেবরে।
কেবল তাঁহারা, কুশল লাগিয়া,
এক এক ভূষা পরে ॥ ১৬৫
দেখি গোপীদের, এ বিরহ দশা,
মোহিত হইয়া হরি।
বাহু পসারিয়া, সুবলে ধরিলা,
কাঁপি থর থর করি ॥ ১৬৬

কিছুকাল পরে, অনেক যতনে,
তিঁহ কিছু স্থির ভেলা।
কিশোরীর আগে, তাঁরে বসাইয়া,
সুবল বাহিরে গেলা ॥ ১৬৭

তবে কৃষ্ণ পোঁছাইয়া নিজ করে করি।
গোপ-নারী সকলের নয়নের বারি ॥ ১৬৮
তাঁহার পরশে তারা চেতন পাইয়া।
বসিলেন নিজ নিজ অঙ্গ সম্বরিয়া ॥ ১৬৯
তবে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন গোপিকা সকলে।
কহ কহ প্রিয়া সব আপন মঙ্গলে ॥ ১৭০
ললিতা বলেন মহারাজ গোপিকার।
কুশল জানিলে ফল হবে কি তোমার ॥ ১৭১
যাদিগে অভাগী করি বিধি গড়িয়াছে ॥
তাহাদের কুশল কথন কিবা আছে ॥ ১৭২
তবে হল্য এবে তব দেখা যে কুশল।
বুঝিতে না পারি ইহা কি ভাগ্যের ফল ॥ ১৭৩
কিশোরী কহেন সখি বৃথা এ কথন।
রাজার কুশল আগে কর জিজ্ঞাসন ॥ ১৭৪

শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে, তব আগে নিবেদিয়ে,
এই মোর পরম মঙ্গল।
এ মহাবিরহ ক্লেশে সহিয়াও সবিশেষে,
বাঁচি আছয়ে তোরা সকল ॥ ১৭৫
ইহা নাহি ছিল মোর মনে।
ব্রজে করি আগমন, তোমাদিগে সজীবন,
নিরখিব আপন-নয়নে ॥ ১৭৬
বুঝিয়াছি পূর্ব্বে যেই, কহিয়াছিলাম সেই-
বাক্য ব্রজে আসিব বলিয়া।
তাহাতেই শ্রদ্ধা করি, তোরা আছ প্রাণ ধরি,
অন্যথা সে যাইত চলিয়া ॥ ১৭৭
একি একি হায় হায়, দেখি অতি ক্ষীণ কায়,
সে লাবণী গিয়াছে কোথায়।
মরি মরি মুখ তেন, মলিন হয়্যাছে হেন,
দেখি বুক বিদরিয়া যায় ॥ ১৭৮

ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে, হেন তোমা সবাকারে,
ছাড়িয়া ছিলাম গিয়া দূরে।
শ্রীরঘুনন্দন কয়, গোপীদের দুখ-লয়,
হল্য কৃষ্ণ-বাক্য সুধা-পূরে ॥ ১৭৯

তবে তাঁরা শীতল সুগন্ধ জল আনি।
পাখালিলা শ্রীকৃষ্ণের চরণ দুখানি ॥ ১৮০
শীতল মধুর দ্রব্য করায়া ভোজন।
পথ-শ্রম-ঘুচাইতে করল্যা শয়ন ॥ ১৮১
ভুঞ্জাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ রাধিকারে।
করিলা তাঁহার বেশ বিবিধ প্রকারে ॥ ১৮২
তবে তারে লয়্যা গিয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে।
কহিছেন কৃষ্ণ প্রতি মধুর বচনে ॥ ১৮৩
ব্রজ-নাথ এই নাও কিশোরী দুখিনী।
ইহারে সান্ত্বনা কর তুমিহ আপনি ॥ ১৮৪
যত্ন করি রাখিয়াছি মোরা বাঁচাইয়া।
কেবল তোমার গুণ গাইয়া গাইয়া ॥ ১৮৫
এখন ইহার যাহে সুখি হয় মন।
কিশোরী মোহন তাহা কর আচরণ ॥ ১৮৬

এত কহি প্রিয় সখীগণ।
বাহিরেতে করিলা গমন ॥ ১৮৭
তবে কৃষ্ণ রাধিকার করে।
ধরি বসাইলা উরুপরে ॥ ১৮৮
অধোমুখী আছেন কিশোরী।
নয়নে বহয়ে অশ্রুবারি ॥ ১৮৯
কৃষ্ণ তার চিবুকে ধরিয়া।
কহিছেন কাকুতি করিয়া ॥ ১৯০

প্রিয়ে দুখ দিয়াছি যে তোহে।
তাহে উপখিতে হয় মোহে॥ ১৯১
তুমি হও প্রেম রসময়ী।
এ লাগি বিরক্ত নহ ময়ি॥ ১৯২
কর সদা মোর গুণ গান।
নাহি কর দোষানু-সন্ধান॥ ১৯৩
আর হেন কভু না করিব।
সদা তব নিকটে রহিব॥ ১৯৪
কৃপা করি কিশোরি এখন।
মোর দোষ কর ক্ষমাপণ॥ ১৯৫

এত কহি চুম্বন করেন বংশীধারী।
কহিছেন তাঁর প্রতি কীর্ত্তিদা-কুমারী॥ ১৯৬
প্রাণনাথ কিবা আছে তোমার দূষণ।
আমরাই হই নানা দোষের ভাজন॥ ১৯৭
তুমিহ স্বতন্ত্র যাহা ইচ্ছা তাহা যাবে।
তাহাতে তোমার দোষ কোন জন গাবে॥ ১৯৮
মোরা যে তোমার সঙ্গে যাইতে না পারি।
বিচার করিলে এহ দোষ হয় ভারি॥ ১৯৯
শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোরা হও পর নারী।
মোর সঙ্গে অন্য ঠাঁই যাইবে কি করি॥ ২০০
মোরেই থাকিতে হয় তোমাদের কাছে।
তাহা না করিয়া মোর দোষ হইয়াছে॥ ২০১
সেই দোষ ক্ষমা করি কিশোরি আমার।
নিজ দাস বলে পুন করহ স্বীকার॥ ২০২

তবে হয়্যা মনে সুখী, ঈষৎ-হসিত-মুখী,
কহিছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তবে দোষ-ক্ষমা করি, যদি শাঠ্য পরিহরি,
যথার্থ বলহ এক বাণী॥ ২০৩

যবে ছিলে মথুরা নগরে।
তখন অনন্যগতি, করিতে কুব্জায় রতি,
সাজিত যে কোনহ প্রকারে॥ ২০৪
এবে রূপ-গুণ-যুত, রাজ-কন্যা শত শত,
হইয়াছে গৃহিনী তোমার।
তথাপি কুব্জার পাশ, ছাড়িতে না কর আশ,
কহ কিবা গুণ আছে তার॥ ২০৫
শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে, শুন শুন মন দিয়ে,
দিয়াছিল কিঞ্চিত চন্দন।
বশীভূত হয়্যা তায়, ছাড়িবারে কুব্জায়,
নাহি পারি সত্য এ বচন॥ ২০৬
করিয়াছি বহু দার, শুনহ কারণ তার,
তোমা হেন রূপ-গুণ-প্রীতি।
আছে কোনো রমণীতে, কিম্বা নাহি ইহা চিতে,
জানিবারে মোর এই রীতি॥ ২০৭
দেখিনু বিচারি মনে, নাই কোনো নারীজনে,
তব রূপ-গুণ-প্রেম-কণ।
কিশোরি এ লাগি ছাড়ি, সেইত সকল নারী,
তব পাশে কৈনু আগমন॥ ২০৮

তুমি হও যাবদীয় গুণ-মণি-খনী।
অদভুত সৌন্দর্য্য-সুধার তরঙ্গিনী॥ ২০৯
ত্রিভুবনে অনুপম প্রেমরসময়া।
বিমলা কমলা আদি নারী-বৃন্দ-জয়া॥ ২১০
মোর প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়তমা।
সকল প্রেয়সী হত্যে অতি মনোরমা॥ ২১১
তোমারে ছাড়িয়া আমি প্রিয়ে এক ক্ষণ।
করিতে না পারি সুখে কোথাও যাপন॥ ২১২
কি করিব যদুদের শত্রু-পীড়া দেখি।
আসিতে না পারি তাহা সকলে উপেখি॥ ২১৩
এখন হইল সেই সব শত্রু-নাশ।
অতএব আসিতে পাইনু অবকাশ॥ ২১৪
কিশোরী তেজিয়া এবে সব অভিমান।
রস আলাপনে আনন্দিত কর প্রাণ॥ ২১৫

কহেন কিশোরী, শুন প্রাণনাথ,
আমার মনের কথা।
তুমি যে অনেক, বিবা করিয়াছ,
তাহে নাহি মোর ব্যথা॥ ২১৬

তব যাহে হয় সুখ।
তাহাতে আমার, কখনো কিঞ্চিত,
সপনেও নাহি দুখ॥ ২১৭
কেবল আছিল, এক বড় দুখ
দেখিতে না পাই তোহে।
আজি বিধি তাহা, সমূলে নাশিল,
করুণা করিয়া মোহে॥ ২১৮
তব আগমনে, যে সুখ-পাথার,
হইয়াছে উছলিত।

তাহে ডুবি কোথা, আছি কি করিছি,
তাহা নাহি জানে চিত ॥ ২১৯
কিশোরীর এত, বচন শুনিয়া,
হরি আনন্দিত-হিয়া।
তুলীর উপরি, শয়ন করিলা,
তাঁহারে বুকেতে নিয়া ॥ ২২০
চিরদিন পরেতে মিলনে।
অতি আনন্দিত দুইজনে ॥ ২২১
করিছেন দৃঢ় আলিঙ্গন।
শ্লথ নহে যাহা এক ক্ষণ ॥ ২২২
অনিমিষ করিয়া নয়ন।
পরস্পরে দেখেন বদন ॥ ২২৩
মাঝে মাঝে করেন চুম্বন।
যাহে তৃপ্ত নহে দুহুঁ মন ॥ ২২৪
করেন যে মদন-বিলাস।
তাহাতেও পূর্ণ নহে আশ ॥ ২২৫
ক্রমে তাঁহাদের কলেবরে।
অবিরল ঘর্ম্মজল ঝরে ॥ ২২৬
রসময় কিশোরী কিশোর।
মদন সমরে হৈল্যা ভোর ॥ ২২৭
তাহা জানি সখী সব আনন্দিত-মন।
বাহিরে থাকিয়া কহিছেন এ বচন ॥ ২২৮
আজি আমাদের দিন অতি অনুপাম।
একত্র হইলা যাহে পুন রাধা শ্যাম ॥ ২২৯
আজি শশী পূর্ণ হয়্যা করুক উদয়।
নাহি আছে আর কিছু তাহা হত্যে ভয় ॥ ২৩০
আজি মেঘ সব আসি করুক গর্জ্জন।
কেও কেও করি কেকী করুক নর্ত্তন ॥ ২৩১
আজি বনে ঋতুরাজ করুক প্রকাশ।
বহুক সকল স্থলে মলয় বাতাস ॥ ২৩২
করুক কোকিলকুল কুহু কুহু রব।
মধুপান করি গান করু অলি সব ॥ ২৩৩
যত আছে মদনের মোহনাদি বাণ।
রাই শ্যামে তাহা আজি করুক সন্ধান ॥ ২৩৪
বাড়ুক রজনী পারে যত বাড়িবারে।
ভাসুক কিশোরী শ্যাম সুখের পাথারে ॥ ২৩৫
শ্রীরঘুনন্দন আজি ত্বরা বাজাইয়া।
ভ্রমণ করুক ব্রজে জয় কুকারিয়া ॥ ২৩৬

এইত রচিনু কিছু কৃষ্ণ লীলাগীত।
কহিয়ে ইহার অনুক্রমণী কিঞ্চিত ॥ ২৩৭
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা প্রথম গ্রন্থনে।
দ্বিতীয় গ্রন্থনে নন্দোৎসব মহাবনে ॥ ২৩৮
তৃতীয়ে প্রথম বাল্য-বিলাস-বর্ণন।
চতুর্থে মধ্যম শিশু-লীলা সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৩৯
পঞ্চমেতে শেষ বাল্য-লীলা-রসগান।
ষষ্ঠ গ্রন্থনেতে বৎস-চারণ-বিধান ॥ ২৪০
সপ্তমেতে সখা সঙ্গে সুরভী-চারণ।
অষ্টমে শ্রীরাধিকার প্রথম মিলন ॥ ২৪১
নবমেতে অনুরাগ-কথা রাধিকার।
দশমে বাসক শয্যা বিলাস-বিস্তার ॥ ২৪২
একাদশে উৎকণ্ঠিতা চরিত্র-কীর্ত্তন।
দ্বাদশেতে বিপ্রলব্ধা-বিলাপ-বর্ণন ॥ ২৪৩
ত্রয়োদশে খণ্ডিতা শ্রীরাধিকার মান।
চতুর্দ্দশে কলহান্তরিতা-রসগান ॥ ২৪৪
পঞ্চদশে স্বাধীনভর্ত্তৃকা-সঙ্কীর্ত্তন।
ষোড়শ গ্রন্থনে রাধা রাজ্যের বর্ণন ॥ ২৪৫
সপ্তদশে সুবল-বেশেতে অভিসার।
অষ্টাদশে দান লীলা কলহ বিস্তার ॥ ২৪৬
ঊনবিংশে নৌকাখেলা করিনু কীর্ত্তন।
বিংশ গ্রন্থনেতে রাধা কলঙ্ক-ভঞ্জন ॥ ২৪৭
একবিংশ গ্রন্থনেতে রাধা-রাগোদ্গার।
দ্বাবিংশে রাধিকা-প্রেম-বৈচিত্ত্য বিস্তার ॥ ২৪৮
ত্রয়োবিংশে শয্যোত্থান-বিলাস-বর্ণন।
চতুর্ব্বিংশে দোলযাত্রা উৎসব কীর্ত্তন ॥ ২৪৯
পঞ্চবিংশে বাসন্তিক রাস-লীলা-গান ॥
ষড়্বিংশে হিন্দোল-যাত্রা কীর্ত্তন-বিধান ॥ ২৫০
সপ্তবিংশে শারদীয় রাস-সঙ্কীর্ত্তন।
অষ্টাবিংশে ভবিষ্যৎ বিরহ-বর্ণন ॥ ২৫১
ঊনত্রিংশে ভবৎ বিরহ-বিরচন।
ত্রিংশে ভূত-বিরহ কৃষ্ণের আগমন ॥ ২৫২
এই ত্রিংশ গ্রন্থনেতে হইল সঙ্গীত।
চারিশত একোনচল্লিশ পরিমিত ॥ ২৫৩
এই গীতমালা নিজ জীবন সহিত।
শ্রীরাধা-মাধব-পদে করিনু অর্পিত ॥ ২৫৪
ইহাতে যদ্যপি তাঁর প্রীতি কিছু হয়।
তবেই আমার হয় শ্রম ফলোদয় ॥ ২৫৫

কিন্তু তাঁর প্রীতি হয় বড়ই দুষ্কর ।
করিতে না পারে যাহা বিধি মহেশ্বর ॥ ২৫৬
অতএব নিবেদিয়ে বৈষ্ণব চরণে ।
শ্রবণ করহ তোরা মোর নিবেদনে ॥ ২৫৭
তোরা যদি কৃপা করি শুন এই গান ।
তবেই সার্থক হয় মোর এ বিধান ॥ ২৫৮
তোরা হও অনুপম করুণা-ভাজন ।
শোধিবে ইহাতে যত আছে যে দূষণ ॥ ২৫৯
আমি হই মহামূর্খ রস-বোধহীন ।
সঙ্গীতাদি রচনেও না হই প্রবীণ ॥ ২৬০
তথাপি মধুর লীলা-আস্বাদ-লালসে ।
রচিলাম এই গ্রন্থ অনেক প্রয়াসে ॥ ২৬১
তোরা কৃষ্ণগন্ধ মাত্রে হও আমোদিত ।
অতএব শ্রবণ করিবে এই গীত ॥ ২৬২
ইহা যদি তোমাদের কর্ণে প্রবেশয় ।
তবেই আমার সব শ্রম সার্থ হয় ॥ ২৬৩
এইত করিনু নিজ ইষ্ট নিবেদন ।
হরি হরি হরিবল সব বন্ধুজন ॥ ২৬৪
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন ।
গাইল এ গীতমালা সে রঘুনন্দন ॥ ২৬৫

ইতি শ্রীমৎকলিযুগ-পাবনাবতার-ভগবন্নিত্যা-
নন্দ-বংশাবতংশ শ্রীকিশোরীমোহন
গোস্বামিসূনু শ্রীরঘুনন্দনগোস্বামি-
বিরচিতায়াং গীতমালায়াং
ভক্ত-বিরহবর্ণনং নাম
ত্রিংশৎ প্রবন্ধম্ ॥

সমাপ্তাচেয়ং গীতমালা ॥

শ্রীগুরুর্জয়তি ।